Boighar.com

ওয়েস্টার্ন

ক্রোধ ১

রওশন জামিল

সেবা প্রকাশনী

শুভম

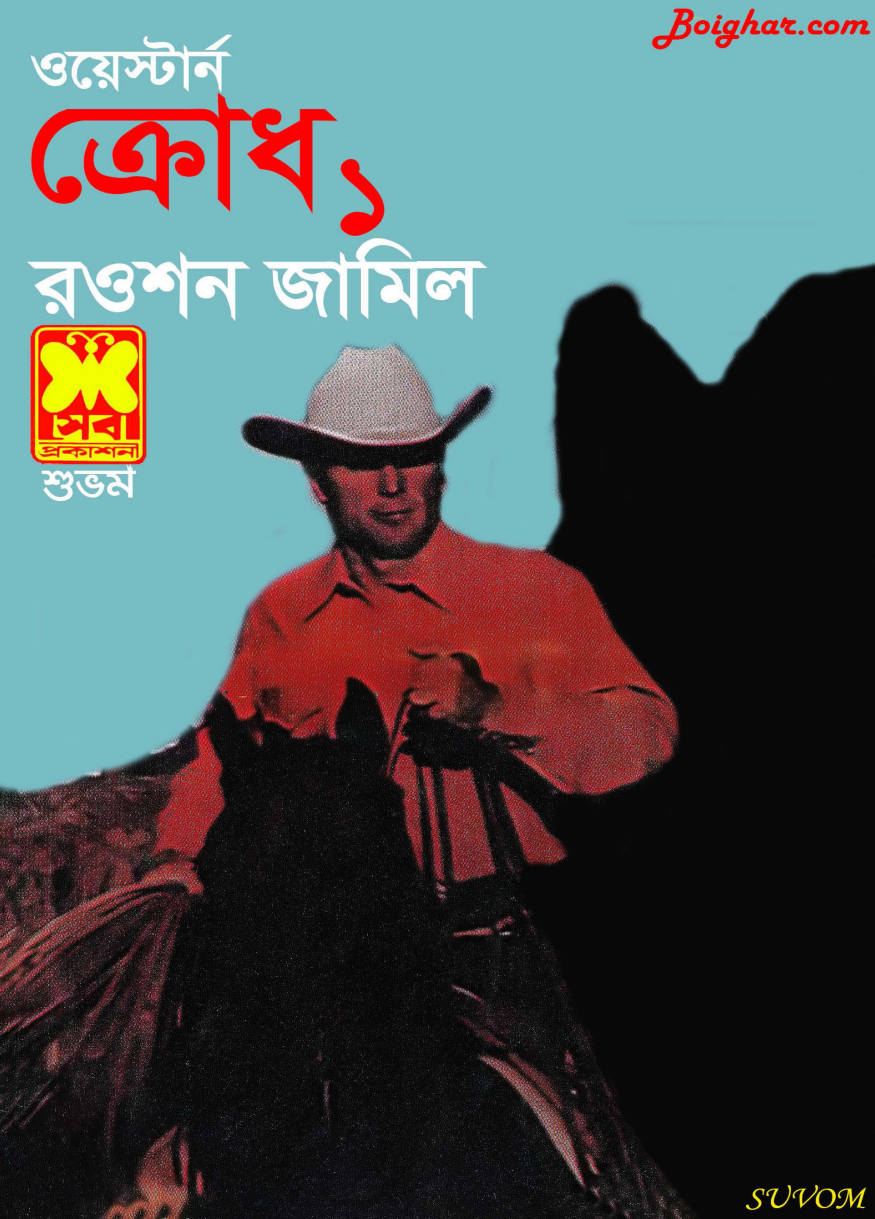

SUVOM

Boighar.com

ওয়েস্টার্ন-৭৩

দুইখন্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

ক্রোধ

(প্রথম পর্ব)

রওশন জামিল

মর্মান্তিক এক অগ্নিদুর্ঘটনায় স্ত্রী-পুত্র হারিয়ে সিগন্যাল শহরে এসেছিল লেন সয়্যার কষ্ট ভুলতে। সুরা যা পারেনি, শীলা বার্ডের ভালবাসা বাঁচার সেই নতুন স্পৃহা জাগিয়ে তুলল ওর মাঝে। অন্যদিকে, সুসানা বুশ্ নিজের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করতে সুযোগ নিল লেনের সরলতার। জমে উঠল সংঘাত।

রেঞ্জ ওঅর ও চিরন্তন ত্রিভুজ প্রেমের শিহরন রয়েছে এ কাহিনীর পরতে পরতে।

বাইশ টাকা

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী শুভম

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন : আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র-১ ২, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো-পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট।
খোন্দকার আলী আশরাফ : কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।
রওশন জামিল : ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান-১, ২ নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা-১ ২, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ।
শওকত হোসেন : প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রু শিবির।
আলীমুজ্জামান : মরুসৈনিক।
রকিব হাসান : তৃণভূমি, নির্জনবাস।
হিফজুর রহমান : শিকারী।
জাহিদ হাসান : স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।
আসাদুজ্জামান : দুর্বৃত্ত।
আলীম আজিজ : সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা।
বজলুর রহমান : বাজি।

www.boighar.com

ওয়েস্টার্ন-৭৩

ক্রোধ প্রথম পর্ব

দুইখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

রওশন জামিল

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

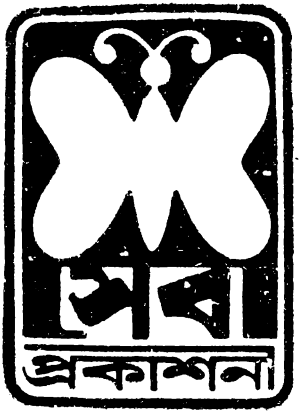

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৯০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আসাদুজ্জামান

রচনা : বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

মুদ্রণ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

KRODH (Part One)
By Raoshan Jamil

ওয়েস্টার্ন

ক্রোধ – ১

রওশন জামিল

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

WEBSITE

WWW.BOIGHAR.COM

MONIR
289 E KAZI PARA
MIRPUR DHAKA

ক্রোধ

প্রথম পর্ব

রওশন জামিল

প্রিয় পাঠক

এই বইটিতে, অথবা সেবা প্রকাশনীর অন্য যে-কোন বইয়ে বাঁধাইয়ের ভুলে যদি কোনও ফর্মা বাদ পড়ে, কিংবা উল্টো-পাল্টা হয়, তাহলে দয়া করে সেটি সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০—এই ঠিকানায় পোস্ট করুন। আমরা নিজ খরচে একটি ভাল বই আপনার ঠিকানায় রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে পাঠিয়ে দেব।

ঢাকার পাঠক হাতে হাতে বদলে নিতে পারবেন।

বইয়ের ভেতর আপনার নাম লিখে থাকলেও ক্ষতি নেই, বরং নামের নিচে ঠিকানাটাও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখুন, এবং নির্বিধায় পাঠিয়ে দিন।

প্রকাশক।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। লেখক।

এক

কালো রোয়ানের রাশ টেনে একপাশে সরে দাঁড়াল লেন সয়্যার। অসমতল পাহাড়ি পথ ধরে পেছনের বাগিটা এগিয়ে গেল নিচের সিগন্যাল শহরের দিকে। সন্ধ্যে ঘনিয়েছে অথচ, খেয়াল করে লেন, শহরে কেবল বনডুর‍্যান্টের দোকানের জানালাই আলোকিত।

ঘোড়ার-খুরের-ঘায়ে ওড়া ধুলোর ভেতর দিয়ে সামনে এগোয় লেন, ভাবে সামনের ওই বাগিতে-বসা পুরুষ আর মেয়েটা জানে কিনা এখন আর ফেরার পথ নেই। ওর ধারণা সুসানা বুশ জানে। সারা পথ যেভাবে নীরবে পাড়ি দিয়েছে মেয়েটি তাতে ওকে সমীহ না করে পারে না সে।

পাহাড়ের ঢালে বাগি নামিয়ে আনল ওয়াল্ট শিপলি। এবার সমস্ত ভাবনা বাদ দিল লেন, শুধু চোখ খোলা রাখল। চিহ্ন থাকবেই, যদি মানুষ পড়তে জানে, এবং বাগিটা যখন আচমকা ঝাঁকি খেয়ে সোজা হয়ে গেল সিগন্যালের সদর রাস্তার মাথায়, তার প্রথম নমুনা দেখতে পেল সে। রাস্তার প্রথম দালানটা কামারশালা। এর সামনের হিচরেইলে ডি বার ব্র্যাণ্ডের দুটো

ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। এ-পথে পিছু হটার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে ওরা। এটুকুই যথেষ্ট; লেন টের পেল সুসানা বুশ ঘাড় ফিরিয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখছে ওকে। সুসানার চোখে চোখে তাকাল লেন, ওর শান্ত মুখাবয়ব ভাবলেশহীন। মেয়েটিও লক্ষ করেছে তাহলে।

হোটেলের সামনে গিয়ে থামল বাগি, ওয়াল্ট শিপলি নেমে পড়ল। সাঁঝের ঘনায়মান অন্ধকারে আড়ে চারপাশে নজর বোলাল সে, হোটেল বারান্দায় সারবাঁধা শূন্য চেয়ারগুলো জরিপ করল। ওর কার্যকলাপ দেখে লেন, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝে ওই পথে আক্রমণ আসবে না। সামনে এগোল সে, এখনো স্যাডলে বসে, বাগির কাছের ঘোড়াটার হেড-স্টল ধরার জন্যে হাত বাড়াল।

শিপলি, পরনের অনভ্যস্ত কালো স্যুটে জড়সড় ভঙ্গিতে, নামতে সাহায্য করল সুসানাকে। তারপর লেনের উদ্দেশে ফিরল। ওর থমথমে বেপরোয়া চেহারায় অনিশ্চয়তা।

'লিলির আস্তাবলে তুলে রাখ,' বাগিটা দেখিয়ে বলল সে।

ঘাড় কাত করল লেন। এখনো ওর দিকে তাকিয়ে শিপলি। নিশ্চয় কিছু বলতে চায়, অনুমান করে লেন, কিন্তু উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।

'তুমি কাছেপিঠেই থাকছ, নাকি?'

'নিশ্চয়ই,' লেন বলল।

আবার ওর চোখ গেল সুসানার দিকে, মুহূর্তের জন্যে পরস্পর মিলিত হল ওদের দৃষ্টি, তারপর সুসানা নজর সরিয়ে নিল।

boighar.com

ও জানে, লেন ভাবে আজ যে-মুহূর্তে সুসানাকে এখানে আনার জন্যে জেদ ধরেছে শিপলি তখন থেকেই মেয়েটি জানে কাজটা ভুল হচ্ছে। এবং ও ভাবছে আমি সাহায্য করব। ছোটখাট গড়ন সুসানার, ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে হবু স্বামীর পাশে। লেন আস্তে করে আঙুল ছোঁয়াল টুপির কানায়, বাগিসহ সামনে এগোল।

এখন সে বনডুর‍্যাণ্টের দোকান পেরিয়ে এসেছে। অদূরে স্পেশল স্যালুনের ম্লান আলো খোলা দরজা পথে বাইরের হিচিং রেইলে-বাঁধা স্যাডল হর্সগুলোর গায়ের ওপর এসে পড়েছে। এখানে ডি বারের আরেকটা ঘোড়া দেখতে পেল লেন, কিন্তু বেল র‍্যাঞ্চের একটিও না। স্যালুনটা পেরোতে পেরোতে তথ্যটাকে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করল সে, এর তাৎপর্য অনুধাবন করল। নিজের হাত দেখাবার অপেক্ষায় রয়েছে ফ্র্যাংক আইভি, আত্মবিশ্বাসী মাত্রেই যেমন থাকে।

সেই অতি-পরিচিত প্যাটার্ন। জো লিলির অন্ধকার লিভারি বার্নে বাগি ঢোকাবার মুখে অজানা আশঙ্কায় ছ্যাঁৎ করে ওঠে লেনের বুক। এখানে সে এখনো আছে স্রেফ তিন হপ্তার বকেয়া মজুরি আর উপকারী এক মানুষের টানে। ইচ্ছে করলে এক্ষুনি লিলির হাতে বাগিটা বুঝিয়ে দিয়ে সরে পড়তে পারে সে। তাহলে অযথা আর ঝামেলায় জড়াতে হবে না।

কিন্তু বাস্তবে তা করল না লেন। ফিড কোরালের পাশে নিয়ে রাখল বাগি, নিজেও নামল। দীর্ঘকায় একহারা গড়নের যুবক। পরনে মলিন বেশভূষা। চেহারা বয়সের তুলনায় রাশভারি। সুগঠিত টানটান ঠোঁট দুটো দৃঢ় সংযমের ইঙ্গিত দেয়। আবার

বইঘর.কম

তেমনি, সদ্য ক্ষৌরি-করা মুখমণ্ডল বলে, এই লোক পোড়খাওয়া। স্যাডল খসিয়ে নিজের ঘোড়াটাকে কোরালে ঢোকাল সে। ওর কাজ শেষ হতে হতে জো লিলি হাজির হল।

'তোমার মনিব তাহলে এসেছে শেষ পর্যন্ত,' টিপ্পনী কাটল জো।

অন্তর্ভেদী সবুজ চোখজোড়া অস্বস্তিকর একটা মুহূর্ত মাপল লিলিকে। 'শেষ পর্যন্ত মানে?' লেন জানতে চাইল।

জো তাকাল না ওর দিকে। 'কিছু না,' বলে ঘোড়াগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল অসল্যার, লেন ফিরতি পথ ধরল।

'শোন,' জো পিছু ডাকল। থমকে দাঁড়াল লেন। 'তোমার কাছে আমি ভুসির দাম পাব।'

'আমি এখনো বেতন পাইনি।'

'ঠিক আছে।' তাগাদা দিয়েছে বলে দুঃখিত মনে হয় লিলিকে। লেন বেরিয়ে গেল।

রাস্তা এখন প্রায় অন্ধকার। পশ্চিমা হাওয়ায় পাইন গোটার সুরভি ভেসে আসছে ফেডারেল পর্বতমালা থেকে। আর এর সাথে মিশেছে তপ্ত ধুলো আর আস্তাবলের ভেতরকার অ্যামনিয়াকের ঝাঁঝাল গন্ধ।

থামল লেন, তালুর আড়ালে ম্যাচ জ্বেলে সিগারেট ধরাল একটা, পা বাড়াল রাস্তায়। হঠাৎ করে যেন এ-শহরের নির্জনতা আর এর অদ্ভুত মানুষগুলোর ব্যাপারে সজাগ হয়ে উঠেছে তার স্নায়ু।

শেরিফ জিম ক্রু-কে দেখল সে। স্যালুনের বিপরীতে তার

boighar.com

খুপরি অফিস-কামরা থেকে বেরিয়ে, রাস্তা পার হয়ে এদিকেই আসছে। লেন মন্থর করল হাঁটার গতি।

জিম ক্রু-র বয়স মধ্য-পঞ্চাশ। মাঝারি উচ্চতা। হেমন্তের ঝরা পাতার মত খটখটে গড়ন। ধূসর চোখ বরফের মত শীতল, তবে অন্ধকার এখন আড়াল করেছে তা। ক্রু-র আরেকটি বৈশিষ্ট্য: সে নির্বান্ধব। আর ঠিক এজন্যেই মানুষটাকে লেনের এত পছন্দ।

জিম পাশাপাশি হল ওর। কুশল বিনিময়ের পর কিছুক্ষণ চুপ করে রইল দুজনেই, তারপর ক্রু জানতে চাইল, 'কেমন বোধ করছ আজ?' কণ্ঠে বন্ধুতার ছোঁয়া।

'একহপ্তা লাগল, তবে এখন আমি পুরোপুরি সুস্থ।'

'খামোকা পাগলামি করছিলে,' ক্রু বলল, স্নেহের সুরে।

'চল, ড্রিংক করবে,' লেন বলল। ক্রু আবার ওর দিকে তির্যক দৃষ্টি হানছে দেখে তড়িঘড়ি যোগ করল, 'না, আমি ঠিক আছি। ওরকম মাতাল মানুষ জীবনে একবারই হয়। শুধু তোমার সৌজন্যে।'

'বেশ।'

পাশাপাশি, নীরবে, এগোয় ওরা। লেন ভাবে সেই সাতটি রাতের কথা, যখন মাতাল অবস্থায় ওকে স্পেশল থেকে তুলে নিয়ে হাজতে আটকে রেখেছিল ক্রু। একবারের জন্যেও তিরস্কার করেনি, এমনকি হাজতের দরজায় তালা পর্যন্ত ঝোলায়নি। শুধু ঠায় তাকিয়ে থেকেছে ওর দিকে, লেনের মনে পড়ে, স্নেহার্দ্র করুণার চোখে। কিছু না-শুনেও, জিম ক্রু বুঝেছিল বাঁচার তাগিদেই জীবন থেকে ওভাবে পালান ওর বড্ড প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

বইঘর.কম

তারপর অষ্টম দিনে হাজতে এসে ওকে টেনে তুলে জিজ্ঞেস করেছে বৃদ্ধ, 'ঘোড়ায় চড়তে পারবে?'

লেন মাথা ঝাঁকিয়েছে। আর ক্রু ইশারায় দরজা দেখিয়ে বলেছে, 'সার্কল সিক্সটি সিক্সে একজন লোক দরকার। তুমি সেখানে যাও। শিপলিকে বলে রেখেছি। আরো দিন দুই বিশ্রাম নিয়ে তারপর কাজে যোগ দিয়ো।' এবারও কিছু জানতে চায়নি বৃদ্ধ। আর তাই লেন কৃতজ্ঞ ওর কাছে। এটা তিন সপ্তাহ আগের কথা।

স্যালুনে ঢুকল ওরা। পেছনের একটা টেবিলে পোকার খেলা চলছে। বাঁয়ে বার ফাঁকা। খেলা দেখায় মত্ত বারটেণ্ডার। বারের কিনারে কোমর ঠেকাল ওরা। বার্চ নেলিস, বারটেণ্ডার, পরনের নোংরা অ্যাপ্রনে হাত মুছতে মুছতে এগিয়ে এল ওদের দেখে।

লেনের ওপর চোখ পড়তেই ক্রু-র পানে তাকাল বার্চ, যেন বলবে, 'আবার।' কিন্তু সে মুখ খুলতে পারার আগেই শেরিফ বলল, 'ঠিক আছে, বার্চ। উইস্কি।' ঢলঢলে কালো স্যুটে নেহাত দুর্বল মনে হয় জিম ক্রু-কে। কিন্তু যখন সে কথা বলে সবাই টের পায় তার কর্তৃত্ব, যেমন এখন পেল বারটেণ্ডার।

লেন দুটো সিগার কিনল। গ্লাস হাতে ক্রু আর সে দাঁড়িয়ে পাশাপাশি। টেকো বার্চ নেলিস কনুইয়ের ভরে সামনে ঝুঁকল, অভিজ্ঞ চোখে জরিপ করল লেনকে। 'তোমাকে বেশ তাজা লাগছে।'

'তাজা বোধও করছি।'

'স্বাভাবিক,' মৃদু হাসল বার্চ, ফের খেলা দেখায় মন দিল।

বারের পেছনের আয়নার ভেতর দিয়ে ক্রু-র দিকে তাকায়

boighar.com

লেন, বৃদ্ধকে অস্থির মনে হয়। আজ এ-শহরে, সে জানে, যে-সংঘাত বাধার সম্ভাবনা রয়েছে সেটাই এই অস্থিরতার মূল। কারণ, সংঘাত জিম ক্রু-র বহু স্মৃতি জাগিয়ে তুলবে। দশ-বার বছর আগে ওর নাম পশ্চিমের প্রায় সবাই জানত। বহু রেলরোড আর মাইনিং টাউনে কঠোর হাতে সে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। ওর সেসব বীরত্বের কাহিনী আজো মনে আছে অনেকের। এখন সে বুড়িয়ে গেছে, ক্লান্ত, একলা থাকে, প্রত্যন্ত এই শহরের শেরিফের দায়িত্ব নিয়েই সন্তুষ্ট, তাই বিচলিত হয়ে উঠেছে সম্ভাব্য সংঘাতের আশঙ্কায়। লেন পরিষ্কার বুঝতে পারে ওর মনোভাব, শেরিফের মুখ খুলবার অপেক্ষায় থাকে সে।

দ্বিতীয় দফা ড্রিংক নেবার সময়ে শেষ হল অপেক্ষার পালা, যখন জিম ক্রু পলক তুলে দেখল লেন তাকে লক্ষ করছে আয়নায়

মুখ বিকৃত করল ক্রু, শীতল চোখে কৌতুক ঝিকিয়ে উঠল। 'আচ্ছা, তুমি জান সুসানাকে ও এখানে এনেছে কোন্ আক্কেলে?'

'কথাটা আমিও ভেবেছি।'

'তুমি পারবে মেয়েটাকে সরিয়ে নিতে?'

লেন মাথা নাড়াল। 'না। ও যাবে না।'

হাতে-ধরা পানীয়ের দিকে তাকাল ক্রু, নিচু অথচ তিক্ত সুরে বলল, 'জঘন্য দায়িত্ব।' গ্লাস উঁচু করল সে। 'তুমি এর ভেতর এস না।'

'আমি শিপলির নুন খেয়েছি।'

'মোটে তিন সপ্তাহ। ওরকম একটা নির্বোধের কাছে কী বাঁধা আছে তোমার? জীবন?'

বইঘর.কম

'হতে পারে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্রু, কিছু বলল না।

লেন জানতে চায়, 'আইভি শহরে?'

'এভাবে সে খেলে না,' ক্রু-র কণ্ঠস্বর ক্লান্ত। 'ফ্র্যাংক মানুষকে ভয়ের মধ্যে রাখতে ভালবাসে।'

উ্যইস্কি শেষ করে গ্লাসটা বারের ওপর নামিয়ে রাখল শেরিফ। 'তোমার বিশ্বাস সুসানা রাজি হবে না যেতে?'

'বলে দেখতে পার।'

মাথা নাড়াল ক্রু, বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

লেন ভাবে আনমনে, অনুভূতিটা তাহলে ফিরে এসেছে। সেই পরিচিত অহংকার, মানুষ যার মায়া ছাড়তে পারে না। কারো চাকরি করলে তার পক্ষে লড়তে হয়, মনিবকে নির্বোধ ও দুর্বল মনে হলেও। আচ্ছা, কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয় সে, এসব অনুভূতি না তার কবেই মরে গিয়েছিল? বারের ওপর পয়সা ফেলে অন্ধকারে বেরিয়ে আসে সে, রাস্তার উজানে এগোয়।

মোড়ে পৌঁছে বনডুর‍্যান্টের দোকানে ঢুকল লেন সয়্যার, তবে হার্ডওঅ্যার সামগ্রীর দিকে না-গিয়ে বাঁয়ে ঘুরল, গৃহস্থালি জিনিস আর থানকাপড় যে-পাশে সাজান আছে।

মার্টিন বনডুর‍্যান্ট কাছে এল, দৃষ্টি মার্জিত কিন্তু কৌতূহলী। সে পুরুষের কাপড় বিক্রি করে না। বিনীতভাবে দোকানি জিজ্ঞেস করল তার মলিন পোশাকের খদ্দেরকে, 'তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি?'

'আমি ওয়াল্ট শিপলির বাথানে কাজ করি। বেতন এখনো

boighar.com

পাইনি। বাকি দিতে পারবে?'

'কেন নয়?' ঘাড় কাত করল বনডুর‍্যান্ট।

'একজন মহিলার স্কার্ট হয় এতটা সিল্ক দরকার আমার।'

কাউন্টারের পেছনে গেল বনডুর‍্যান্ট, র‍্যাক থেকে থান নামাল কয়েকটা। নীলরঙের দামি একটা সিল্ক পছন্দ করল লেন। গজফিতে দিয়ে মেপে কাপড় কাটল দোকানি, সুন্দর মোড়কে জড়িয়ে রাখল কাউন্টারের ওপর। স্মিত মুখে মোড়কটা হাতে নিল লেন, চোখ না-বুলিয়েই দামের রশিদখানা রেখে দিল পকেটে।

আবার যখন রাস্তায় নামল, ফিরতি পথ ধরল সে। স্যালুন, লিভারি আর তার ওপাশের আগাছায়-ছাওয়া পড়োজমিটা পেরিয়ে এল একেএকে। এখন চারদিক পুরোপুরি অন্ধকার। শহরের ব্যবসায়িক এলাকার প্রায় শেষ প্রান্তে এসে পড়েছে সে। আরেকটু এগোলেই সিগন্যাল ক্যানিয়ন।

লেনের সামনে নিঃসঙ্গ একটা দালান। এর পেছনের জানালায় বাতি জ্বলছে। এবার হাঁটার গতি কমাল সে, ফুটপাত-ঘেঁষা দরজার সামনে গিয়ে থামল। ঘণ্টার দড়ি ধরে টানল, ডিংডং আওয়াজ শুনতে পেল ভেতরে। দরজা-লাগোয়া উইণ্ডোকেসের দিকে তাকাল সে। স্ট্যাণ্ডে মেয়েদের টুপি ঝুলছে। উইণ্ডোকেসের মাথায় বড় বড় হরফে লেখা লেডিজ অ্যাপারেলস্।

খানিক বাদে সামনের ঘরের ওপাশের প্যাসেজে আলো দেখা গেল, এগিয়ে আসছে কাঁপতে কাঁপতে। তারপর স্থির হল বাতিটা, সম্ভবত কোন টেবিলের ওপর রাখা হয়েছে, এবং অচিরেই দরজা খুলে গেল।

বইঘর.কম

'গুড ইভনিং, শীলা,' বলে টুপি নামাল লেন।

'লেন সয়্যার।' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি, স্মিত হেসে যোগ করল, 'এস।'

লেন পা রাখল ভেতরে। শীলা বার্ড দরজাটা আটকে, ঘুরে মুখোমুখি হল ওর। হাসল আবার। মাঝারি উচ্চতার মেয়ে শীলা। ভরাট যৌবন। মাথাভর্তি ঘন কালো চুল। বাড়ির জামার ওপর অ্যাপ্রন পরেছে, হাতা কনুই অবধি গোটান। ওর মুখখানা নিটোল, আর এখন কোমরে হাত রেখে লেনকে জরিপ করার সময়ে তার খয়েরি চোখ দুটোয় কৌতুক নেচে উঠল।

'এটা বাড়ির মেয়েলি অংশ, লেন। ভেতরে চল যেখানে আমরা বসতে পারব।' টেবিল থেকে ল্যাম্পটা তুলে নিয়ে এগোয় শীলা। যাবার আগে কামরার ভেতরে নজর বোলায় লেন। এখানে ঢুকলেই কেমন-যেন অস্বস্তি হয় তার। কাপড়ের গন্ধ পায়। মেঝেতে অসংখ্য বাতিল কাপড়ের টুকরো পড়ে। লম্বা একটা কাটিং টেবিল আর সেলাই মেশিনের পাশে দরজিবাড়ির দুটো ডামি রাখা। এছাড়া আসবাব বলতে খানকতক চেয়ার আর একথাক হ্যাটবক্স।

সরু প্যাসেজের অপর মাথায়, ছোট্ট শোবার ঘরের পাশে, কিচেন-কাম-লিভিং রুম। বাড়ির মূল অংশ এটাই। জায়গাটা বেশ আপন মনে হয় লেনের। পশ্চিমের যে-কোন র‍্যাঞ্চ কিচেনের সাথে মিল আছে। পেছনের দেয়ালে লাকড়ির বিরাট চুলো। পাশে সিংক আর চাপকল। কামরার মাঝখানে ছড়ান-ছিটান চেয়ারসহ লম্বা ডাইনিং টেবিল। আর বিপরীত দেয়ালের গায়ে জীর্ণ সোফা,

boighar.com

সেন্টার টেবিল। তবে ছোট্ট দুটি ব্যতিক্রম রয়েছে এই ঘরে। মেঝের কালচে শতরঞ্চি আর জানালার উজ্জ্বল পর্দা।

শীলা ডাইনিং টেবিলে নামিয়ে রাখল বাতিটা। লেন দেখে ওর আহারে সে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে।

'তুমি খেয়েছ?' জানতে চাইল শীলা।

লেন যখন মিথ্যে করে বলল খেয়েছে, তখন কাবার্ডের সামনে গিয়ে শীলা যোগ করল, 'নিশ্চয় এত খাওনি যে আরেক কাপ কফির জায়গা হবে না।'

চুলো থেকে কফি ঢেলে নিয়ে কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখল সে। লেন চেয়ার টেনে বসে পড়ল। শীলা ডুবে গেল ওর মুখোমুখি চেয়ারে, সোজা তাকাল। 'কেমন লাগছে নতুন চাকরি?'

'স্যালুনে বসে মদ গেলার চেয়ে ভাল।'

মিষ্টি হাসল শীলা। 'ওতেও কিন্তু মন্দ করছিলে না তুমি।'

'বিল কোথায়?' জিজ্ঞেস করল লেন। পট থেকে কফিতে দুধ ঢেলে নিল, চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে দেখতে লাগল শীলাকে।

কাঁধ ঝাঁকাল শীলা। 'বিলকে তো জানই। বন্ধুবান্ধব নিয়ে দিনকতক খায় আমার ঘাড়ে বসে, তারপর একদিন লাপাত্তা হয় হুট করে।'

'ভীষণ অস্থির,' বিড়বিড় করে বলল লেন।

ওর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল শীলা। 'আচ্ছা, তোমার সাথে ওর পরিচয় কোথায়, লেন? বিল আমাকে বলেনি কিছু।'

'একদিন সকালে স্পেশলে ওকে মদ খাইয়েছিলাম। আমাদের দুজনারই মতের মিল হল উ্যইস্কির ব্যাপারে, তাই রয়ে গেলাম

বইঘর.কম

একসঙ্গে।'

'তফাত শুধু,' আস্তে আস্তে বলে শীলা, 'বিল শেল মদ খেতে পছন্দ করে, আর তুমি কর না।'

'অতটা নয়,' স্বীকার করে লেন।

'তুমি ফুর্তিবাজও না,' শীলা বলল। 'তোমাকে নিয়ে আমার ভাবনা হয়।'

'তা অবশ্যি করি না,' ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলে লেন। একমুহূর্ত নীরব থাকে সে, কামরার চারপাশে নজর বোলায়। 'আমার বেশ মনে আছে, বিল আর আমি প্রায় হপ্তাখানেক ছিলাম এ-ঘরে। আচ্ছা, তুমি তাড়িয়ে দাওনি কেন?'

'তা যদি দিতাম, সময় কাটাতে কোথায়?'

'স্যালুনে। অন্য কোথাও। আমরা এমনিতেও চিরকাল তোমার ঘাড়ে ভর করে থাকতাম না।'

শীলার গালে ভাঁজ পড়ল। 'এই যে তোমরা আস, আমার ভাল লাগে। জান, লেন, আমার সাতটা ভাই। সবসময় মনে পড়ে ওদের। কিন্তু কাজের চাপে যাওয়া হয়ে ওঠে না। বিল শেল বা তোমার মত পুরুষেরা যখন শহরে আসে, তারা ড্রিংক করতে চায়, মেয়েমানুষের সঙ্গ কামনা করে। ওদের খাওয়াতে পছন্দ করি আমি, পুরুষদের কথা শুনতে আমার ভাল লাগে।' শীলার কণ্ঠে জলতরঙ্গের ঝঙ্কার ওঠে। 'দিনের পর দিন মেয়েদের সাথে কেবল তাদের পোশাকআশাকের কথাই বলতে হয় আমাকে। কিন্তু তোমাদের উপস্থিতি আমাকে সেই একঘেয়েমি ভুলিয়ে দেয়। এই যে বিনিময়, এটা কি কম মূল্যবান?'

boighar.com

'ঠিক,' একমত হয় লেন। টেবিলের-ওপর-রাখা কাপড়ের প্যাকেটটা শীলার দিকে ঠেলে দেয়। শীলা পলক তোলে, দৃষ্টিতে প্রশ্ন। 'বন্ধুর জন্যে ছোট্ট উপহার,' লেন বলে।

মোড়কটা খোলে শীলা। ল্যাম্পের আলোয় দামি রত্নের মত জ্বলজ্বল করে নীল সিল্ক। আনন্দে অব্যক্ত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে শীলা, তারপর ধীরে ধীরে তাকায় লেনের দিকে। 'অপূর্ব, লেন—সত্যি অপূর্ব।'

চকিতে বুকের ভেতরটা খচ্ করে ওঠে, স্মৃতির ঘাই অনুভব করে সে। শীলা তখন বলছে, 'বনড্র্যান্টের দোকানে আমি দেখেছি এ-জিনিস। এত ইচ্ছে গেছে কিনতে যে স্বপ্ন দেখেছি।' ওর মুখের আলো নিভে গেল হঠাৎ, বিস্ফারিত হল চোখ, গুরুজনের শাসন মনে পড়ে গেলে দুষ্টু ছেলের যেমন হয়। 'কিন্তু আমি তো নিতে পারব না।'

লেনের সবুজ চোখের আনন্দও মরে যায়। শীলা লক্ষ করে তা। চেয়ারে হেলান দেয় সে, ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

'তুমি দিতে চাইছ এতেই আমি খুশি, লেন। কিন্তু নেয়া সম্ভব না। সিগন্যাল ছোট জায়গা, আর আমাকেও আমার সুনামের কথা ভেবে চলতে হয়।' ম্লান হাসে ও। 'তোমার এই সিল্ক কেনার ঘটনাটা এতক্ষণে মার্টিন বনড্র্যান্ট তার স্ত্রীকে জানিয়েছে। সেই কাপড় পরেই যখন বেরুব আমি, কী ভাববে মহিলা? কী বলবে মানুষকে?'

'আমি এতটা তলিয়ে দেখিনি,' লেনের কণ্ঠে উদ্বেগ।

শীলা হাসল এবার। 'আমি তা জানি। এভাবে দেখা একমাত্র

মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব।'

অনাবিল হাসল লেন, মাথা ঝাঁকাল। এরপর কিছুক্ষণ নীরবে কাটাল ওরা। কাপড়টা নাড়াচাড়া করছে শীলা, চোখ সিল্কের ওপরে অথচ দেখছে না ওটা।

শান্ত কণ্ঠে বলল ও, অন্যদিকে তাকিয়ে, 'তুমি ভাল মানুষ, লেন। একটা কথা বলি?'

লেন নিষ্পলক, মাথা ঝাঁকাল।

শীলা বলে, 'তুমি দুঃখী। যদি আমার পক্ষে সম্ভব হয়, আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।'

চুপ করে থাকে লেন, চিন্তার ভারে মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। ব্যাপারটা লক্ষ করে শীলা তড়িঘড়ি মাথা নাড়ায়। 'সরি। তোমাকে আমি কষ্ট দিতে চাইনি।'

লেনের চোখ, কোমল ও আনমনা, এবার নিবদ্ধ হল শীলার দিকে, একটুক্ষণ জরিপ করল ওকে। অবশেষে, ধীরে ধীরে, ওর সুগঠিত মুখমণ্ডল নরম হয়ে এল। 'তোমার অনুমান ঠিক, শীলা। তবে আমি কিছু মনে করিনি।'

স্মিত হাসে শীলা। কাপড়টার দিকে তাকায় আবার, আঙুলের সাহায্যে আঁকিবুঁকি কাটে। এবার আস্তে আস্তে বলতে শুরু করে লেন, আর শীলা একদৃষ্টে দেখে ওকে।

'তোমাকে জানাতে বাধা নেই,' লেনের চোখে বেদনা। 'বছর কয়েক আগে আমার স্ত্রী মারা গেছে। একটা ছেলে ছিল আমাদের। গত মাসে ছবছরে পড়ত।' এখন কঠিন হয়ে উঠেছে গলা, অনমনীয় জেদ প্রকাশ পাচ্ছে যা থেকে বোঝা যায় কথাগুলো

boiRboi.com

বলতে কী অপরিসীম কষ্ট হচ্ছে তার। 'গরু কেনাবেচার ব্যবসা ছিল আমার। বেশির ভাগ সময়ে বাইরে বাইরে থাকতাম। তাই কোথাও গেলে, শহরে আমার এক বন্ধুর বাসায় রেখে যেতাম ওদের। সেবারও গিয়েছিলাম তেমনি। একরাতে আগুন লাগল বাড়িতে। ছেলেটাও ছিল ওখানে, ঘুমোচ্ছিল মায়ের সাথে। কাউকেই বাঁচান যায়নি।'

শীলা নীরব। করুণা আর সহানুভূতি ঝরে পড়ে ওর চোখে। নিশ্চল বসে লেনকে সে দেখে। শার্টের পকেট থেকে তামাক আর কাগজ বার করল লেন, সিগারেট বানিয়ে ঠোঁটে ঝোলাল। পকেট হাতড়াল দিয়াশলাইয়ের খোঁজে, পেল না। শীলা উঠে চুলোর পাড় থেকে কিচেন ম্যাচের বড় বাক্সটা এনে দিল।

লেন পলক তুলল। শীলা ওর পাশে দাঁড়িয়ে। 'এজন্যেই তোমাকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাইছিলাম, শীলা। মদ দূর করতে পারেনি আমার কষ্ট, বিল শেলের কথাও না। আমার বিশ্বাস তুমি যেভাবে সঙ্গ দিয়েছ আমাদের, বিলের কৌতুকে হেসেছ, আমাকে কোন প্রশ্ন করনি তাতেই মুছে গেছে সবকিছু। এখন আমি পুরোপুরি ঠিক হয়ে গেছি।'

বিষণ্ণ হাসল শীলা। ফিরে গেল চেয়ারে। 'লেন, তুমি কিছু মনে না করলে, এই সিল্ক নিতে আমার ভালই লাগবে। কথাগুলো বলার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।'

কাবার্ডের মাথায়-রাখা ঘড়ির দিকে নজর গেল লেনের, সময় দেখে নিল চট করে। এরপর, শীলার কথা শুনতে শুনতে কফি খেতে লাগল। শীলার বন্ধুসুলভ অনুচ্চ কণ্ঠস্বর অতীতে ফিরিয়ে

নিয়ে গেল ওকে, রুথের সঙ্গে ওর বিয়ের প্রথম কয়েকটা মাসে। ব্যাংক ঋণের টাকায় জমি কিনে বাড়ি করেছিল সে। রুথের গর্ভে তখন ওর সন্তান। ক্লান্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাতে বাসায় ফিরত সে, খাওয়া সেরে জোনাকি-জ্বলা বারান্দায় বসে চেয়ে চেয়ে দেখত রুথকে, আর ওর সারাদিনের ঘরকন্যার কাহিনী শুনত। তখন সুখী সংসারী এক মানুষ ছিল সে; কিন্তু রুথের মৃত্যুর পর ইস্পাতকঠিন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে সেসব স্মৃতিকে তাড়িয়েছে। তবে আজ রাতে, শীলার কথা শুনতে শুনতে, স্মৃতিগুলোকে আবার সে মনে করল—এবং কোন যন্ত্রণা বোধ করল না।

এখন ফের ঘড়ি দেখল লেন এবং উঠে পড়ল। নিঃসঙ্গ একজন মানুষ যার সংক্ষিপ্ত সুখকর মুহূর্তগুলো শেষ হয়ে গেছে। শীলাও লক্ষ করল ওর তাড়া।

ল্যাম্প তুলে নিল সে, আগে আগে গিয়ে সদর দরজার হুড়কো নামাল।

দরজাটা খোলার আগে ঘুরে লেনের মুখোমুখি হল শীলা বার্ড, অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকাল। তারপর বলল, 'শহরে আজ রাতে আলোচনার বিষয়বস্তু তুমি জান, লেন?'

'ফ্র্যাংক আইভি?'

মাথা ঝাঁকাল শীলা, বলল, 'আমি চাইনি তুমি অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়।' এবার কবাট মেলে ধরল ও।

শুভরাত্রি জানিয়ে বেরিয়ে এল লেন, আর শীলা দরজায় দাঁড়িয়ে রইল এক মিনিট, রাতের অন্ধকার লেনকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে না-নেয়া পর্যন্ত ওর যাওয়া দেখল।

boiRboi.com

অন্ধকারে এসে থামল লেন সয়্যার। চারপাশের নিকষ কালো পরিবেশের দিকে কোন খেয়াল্ নেই তার। সে ভাবছে মেয়েটির কথা। কত অবলীলায় ওকে সাবধান করে দিল। যে-জিম ক্রু আর দশজন সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি মৃত্যু দেখেছে এমনকি সেও এতটা হালকাভাবে বলতে পারত না। ওকে সাবধান থাকতে বলার মধ্যে কোনরকম মিনতি ছিল না, ভয়ও না। ছিল শুধু হুঁশিয়ারি আর তার প্রতি অনুক্ত আস্থা। মেয়েটি জানে পুরুষকে তার কর্তব্য পালন করতে হয়। সেটা তার স্ত্রী বা প্রেমিকার অপছন্দ হলেও।

দোকান, হোটেল আর স্যালুনের ছিটকে-পড়া আলো বরাবর এগোল লেন। এখন সতর্ক এবং শান্ত। স্টেজ আসতে আরো এক ঘণ্টা। এর পরের আর কিছু সে ভাবতে পারে না। লিভারি স্ট্যাবল পেরোয়, দেখে রাস্তার অপর পারে ক্রু তার অন্ধকার অফিসের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষার প্রহর গুনছে।

স্পেশল স্যালুনের সামনে আরেকটা অবয়ব চোখে পড়ে তার। অন্ধকারাচ্ছন্ন দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। মাথা ওর দিকে ফেরান, পায়ের আওয়াজের উৎস খুঁজছে।

লোকটা ওয়াল্ট শিপলি। লেনকে দেখে শব্দ করে শ্বাস ছাড়ল। 'কোথায় ছিলে?' তার কণ্ঠে বিরক্তি। 'আমি ভাবলাম বোধহয় চলেই গেছ।'

'যাইনি,' লেন বলল।

কাঁধের ওপর দিয়ে রাস্তায় নজর বোলাল শিপলি। অস্থিরভাবে বলল, 'এস, গলা ভেজাবে।'

স্পেশলে ঢুকল ওরা। পোকার খেলা চলছে এখনো। বার্চ

নেলিসের কাছ থেকে বোতল আর গ্লাস নিল ওয়াল্ট, সামনের একটা টেবিলের দিকে এগোল। খেলোয়াড়রা নীরবে আড়চোখে দেখছে তাকে। সে বুঝতে পারে। চেয়ারে বসল শিপলি, বুড়ো আঙুল দিয়ে নতুন স্টেটসনটা ঠেলে কপালের পেছনে সরাল, চঞ্চল চোখে নজর বোলাল কামরার ভেতরে। লেন, নিজের চেয়ারে আরামে বসে, ওর ভাবসাব লক্ষ করে মনে মনে বলল, 'এখনই ভূত দেখতে শুরু করেছ তুমি।' কিছু লেখা নেই ওয়াল্ট শিপলির চেহারায়, ভাবল লেন, কিন্তু সে যে এরই মধ্যে ঘাবড়ে গেছে তাতে ভুল নেই।

শ্যামলা মানুষ ওয়াল্ট শিপলি। বয়স ত্রিশের নিচে। লম্বাটে মুখে একজোড়া জেদি অস্থির কালো চোখ। প্রচণ্ড এক উদ্যম আছে মানুষটার ভেতর, কখনো বিশ্রামের সুযোগ দেয় না তাকে, আর এখন তা ওর আত্মাকে অধিকার করে উচ্চাভিলাষী হয়ে উঠেছে। লোকটা উদার আবেগপ্রবণ, সিক্সটি সিক্সে তিন সপ্তাহের চাকরি জীবনে জেনেছে লেন। ভীষণ স্পর্শকাতর মেজাজ। একটুতেই জ্বলে ওঠে বারুদের মত। আবার তেমনি মরে যায় ঝটপট। তবে ওর দৃঢ়তা কতখানি তা সে এখনো দেখেনি। লেনের ধারণা সুসানা বুশ, অর্থাৎ ওয়াল্টের বাগদত্তা, দেখেছে। এবং, সেও জানবে আজই।

জেদি চোখ দুটো লেনের দিকে ফিরিয়ে শিপলি বলল, 'ও নেই এখানে, আছে?'

'না,' লেন জানাল।

'থাকবেও না,' সবজান্তার ভঙ্গিতে ঠোঁট বাঁকাল ওয়াল্ট।

boighar.com

কিছু বলল না লেন। এবার শিপলি চোখ কুঁচকে ওর মুখে খুঁজল কী যেন। 'তোমার ধারণা আসবে?'

'হ্যাঁ।'

ওয়াল্টের গলা চড়ে গেল এক পর্দা, 'ডি বারের ওই ঘোড়া দুটো আমিও দেখেছি। একটা রেড ক্রেটের, সুসানা বলল। রেড ফ্র্যাংকের ঘেঁটু। এবং বেল র‍্যাঞ্চের একটি ঘোড়াও আমি দেখিনি শহরে।'

Boighar

'ঠিক,' এভাবে বলল লেন যেন মজা পাচ্ছে।

ওয়াল্ট বলল, ঈষৎ রুক্ষ স্বরে, 'ওর আসার ব্যাপারে তোমাকে খুব নিশ্চিত মনে হচ্ছে।'

দায়সারা ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল লেন। 'ফ্র্যাংক আইভিকে চিনতে আমার ভুল হয়নি।'

'অ।' শিপলির কণ্ঠে অবজ্ঞা। নিজের গ্লাসে আরেক দফা পানীয় ঢালল সে। লেন এখনো মদ ছোঁয়নি এটা খেয়াল করে কৌতূহলী হয়ে উঠল তার দৃষ্টি। বলল, 'কী ব্যাপার খেতে ভয় পাচ্ছ?'

লেন একবার শিপলি, আর একবার ওর পানীয়ের দিকে চোখ ফেরাল, তারপর গ্লাস তুলে নিয়ে গলায় ঢেলে দিল উ্যইস্কি। ওটার অস্তিত্ব এতক্ষণ সে ভুলে গিয়েছিল।

প্রাণখুলে একচোট হাসল ওয়াল্ট। 'খাসা জবাব।'

আরাম করে বসল সে। শান্ত হয়ে আসছে চেহারা লেনকে জরিপ করছে। 'জান, সয়্যার,' আস্তে বলল শিপলি, 'তুমি খুব অদ্ভুত মানুষ। কোনকিছুই কি তোমাকে উত্তেজিত করতে পারে না?'

'না।'

'কথাও বলতে জান না?'

লেন হাসল। 'তেমন জমিয়ে না।'

'তুমি ভাগ্যবান,' বলল ওয়াল্ট। সহসা তিক্ত হয়ে উঠেছে গলা। এর কারণ বুঝতে অসুবিধে হয় না। অনেক আগেই লেন জেনেছে ওয়াল্ট শিপলির কাছে কথার কোন দাম নেই। খেয়ালের বশ সে। ঝোঁকের মাথায় দুম করে বলে ফেলে একটা কিছু, এবং তারপর সেই কথা রক্ষা করতে গিয়ে নিজের শক্তি ক্ষয় করে। আজ রাতেও কথা রক্ষা করারই চেষ্টা করছে, তবে এখন আর অতখানি বল পাচ্ছে না মনে। আর এই সংশয় কুরে কুরে খাচ্ছে তাকে, অস্থিরতার দিকে মানুষটাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আবারো ড্রিংক ঢেলে নিল শিপলি, জিজ্ঞাসু ভঙ্গিতে বোতলটা বাড়িয়ে দিল লেনের উদ্দেশে। মাথা নাড়াল লেন। একঢোকে গ্লাসের সবটুকু তরল পদার্থ সাবাড় করল র‍্যাঞ্চার। ঝাঁঝের ধাক্কায় কাশল একবার এবং তার পর, লেনের দিকে না-তাকিয়ে, বলল, 'সুসানা হোটেলে। তোমাকে ডেকেছে।'

একমুহূর্ত চুপ করে রইল লেন, বিস্ময় গোপন করার চেষ্টায়। নেহাত প্রয়োজন ছাড়া সুসানা বুশ কখনো কথা বলে না তার সাথে। সে সার্কল সিক্সটি সিক্সের তিনজন কর্মচারির একজন। কাজ তেমন নেই। শুধু বিশেষ একটা পরিস্থিতি মোকাবেলা করতেই ভাড়া করা হয়েছে তাকে। লেনের মনের গহিনে সতর্কঘণ্টা বেজে উঠল। 'কেন?' জানতে চাইল সে।

'সুসানার ধারণা আমার সাহায্য প্রয়োজন হবে।' শিপলির

boiRboi.com

বিদ্রূপের দৃষ্টি লেনের ওপর স্থির হল। 'ভয় পাইয়ে দিয়ো না ওকে। তবে দেখা কর একবার, আচ্ছা?'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে পড়ল লেন, বেরিয়ে গেল। মন্থর গতিতে হোটেল অভিমুখে এগোল সে, বনডুর‍্যাণ্টের দোকান অতিক্রম করে থামল একবার। এটা মেয়েলি কোন ঝগড়া নয়। সুসানার উচিত হয়নি শহরে আসা। ওর সাথে কথা বলার একটুও ইচ্ছে নেই তার। এই বিবাদের প্যাটার্ন জীবনের ক্রমবিকাশের মতই প্রাচীন। সুসানা বুশের কোন কথাই এর খাত বদলাতে পারবে না।

তবু, এগোয় লেন, ভেতরে ভেতরে অসন্তুষ্ট। হোটেল লবির গদি-আঁটা চেয়ারগুলো ফাঁকা। ওপাশের বারে মৃদু আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে কথাবার্তার।

ডেস্কে গিয়ে রেজিস্টারে চোখ বোলাল সে উঠে গেল দোতলায়। করিডরের মাথায় 'এ' লেখা দরজায় টোকা দিল। জানে, মহিলা নিয়ে কোন গরু ব্যবসায়ী শহরে এলে এ-ধরনের ডাবল সুইটই ভাড়া করে।

একটু বাদে দরজা খুলল সুসানা বুশ। একপাশে সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ভেতরে এস, লেন।'

টুপি খুলে দৃঢ় পায়ে ঘরে ঢুকল লেন। মুখের সাথে মানানসই ছোট-করে-ছাঁটা কালো চুল আর পরনের সাদামাঠা ক্যালিকো শার্ট আর লেভাইসের প্যান্ট ওর চেহারায় স্বল্পবাক সংযমী পাঞ্চারের আভিজাত্য এনে দিয়েছে।

'বস,' বলল সুসানা। ল্যাম্প-শোভিত সাইড টেবিলের ধারে গদি-আঁটা একটা চেয়ারে বসে পড়ল লেন। আর সুসানা মুখোমুখি

রকিং চেয়ারে।

সন্তর্পণে ওকে জরিপ করে লেন। এই মেয়েটিকে, নিজের অজান্তে, শ্রদ্ধা করে সে। ওর অবয়বগত বৈশিষ্ট্যই হয়ত এর মূল কারণ। সুসানা খর্বাকৃতি গড়নের মহিলা, অত্যন্ত ঋজু শরীর। বেঁটে হওয়ায় এ-ব্যাপারে অসচেতনভাবেই সে স্পর্শকাতর। তবে এ-স্পর্শকাতরতা কখনো অহমিকায় রূপ নিলেও, ওকে দেখামাত্র একজন পুরুষ তা বিস্মৃত হবে। সুসানা সত্যি সুন্দর, ছোটখাট যেসব খুঁত আছে সেগুলো বরং চেহারাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে আরো। যেমন, ওর নাসাকে অস্পষ্ট যে-কটি ঘামাচির দাগ কলঙ্কিত করেছে সেগুলোই আবার তার মধ্যে এক দস্যি মেয়ের রূপকে উদভাসিত করে তুলেছে। ওর চোখ সবুজ-নীল, যার কোনটিই প্রধান রং নয়। মাথার এলো কোঁকড়া চুল ইণ্ডিয়ানদের চুলের মত কাল এবং উজ্জ্বল। আজ চারদিন হল এই পোশাকে ওকে দেখছে লেন। তাই জানে কাপড়ের ব্যাপারে মেয়েটির বিশেষ কোন আগ্রহ নেই। অথচ ওই জামাকাপড়ই সে যত্নের সাথে পরেছে। সুসানার বাবার আউটফিট, ডি বার, এই তল্লাটের বিত্তশালী র‍্যাঞ্চগুলোর একটা। এইসব খুঁটিনাটি জিনিসের সাথে মেয়েটির ভদ্র মার্জিত কথাবার্তা, চলাফেরার শালীনতা আর লাজুক হাসি যুক্ত হয়ে তার প্রতি লেনের শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তুলেছে। আর সে-শ্রদ্ধা থেকে এখন জন্ম নিল সতর্কতা। সুসানাকে আবার মাপল লেন। চেয়ারে পুরুষালি ঢঙে সামনে ঝুঁকে বসেছে, কনুই দুটো হাঁটুর ওপর রাখা, আঙুলগুলো একটা আরেকটাকে জড়িয়ে ধরেছে।

boiRboi.com

'লেন, আমরা বরং কাজের কথায় চলে আসি, কেমন?' শুরু করল সুসানা। 'প্রথমেই বলে রাখি, তোমাকে দেখে নির্বোধ মনে হয় না। বেহেড মাতাল অবস্থায় এসেছিলে, লোকেও তোমার সম্বন্ধে উলটোপালটা অনেক কিছু বলেছে, কিন্তু তাতে তোমাকে কখনো রাগতে দেখিনি। নিজের কাজটা ঠিকমত করে যাও। এ থেকে বোঝা যায়, তুমি বোকা নও—কাজেই অযথা আর ভান কোর না।'

অস্বস্তিভরে পায়ের ওপর পা চাপাল লেন, চোখে কৌতুক, কিন্তু মুখে কিছু বলছে না।

'একমাত্র তুমিই আছ এখনো ওয়াল্টের সাথে। নিশ্চয় জান লিচ আর হার্ভে আজ সার্কল সিক্সটি সিক্স ছেড়ে চলে গেছে? ওয়াল্ট কোথাও পাঠায়নি ওদের, যেমনটি ও বলেছে তোমাকে। ওরা কাজে ইস্তফা দিয়েছে।'

লেন মাথা ঝাঁকাল, অবাক হয়নি।

'তুমিই রয়ে গেছ শুধু। কিন্তু কেন?'

'প্রয়োজনের সময় আমাকে সাহায্য করেছে ওয়াল্ট।'

আলতো মাথা ঝাঁকাল সুসানা। 'ঠিক একথাটাই আমি জানতে চাইছিলাম।' উঠে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল ও। বাইরের অন্ধকারে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, ঘুরে মুখোমুখি হল লেনের। 'এখন আমি তোমার সাহায্যপ্রার্থী, লেন।'

লেন নিরুত্তর রইল।

'ওয়াল্টের ধারণা ফ্র্যাংক আইভি যে-হুমকি দিয়েছে, আজ রাতের স্টেজে তাকে সে যেতে দেবে না, সেটা আসলে একটা

ধাপ্পা। তুমিও কি তাই মনে কর?'

'না।'

'তাহলে তুমি কী করবে এখন?'

আস্তে মাথা নাড়াল লেন। 'কিছু না।'

'কিন্তু কিছু একটা তো তোমাকে করতেই হবে।'

লেনের কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিরক্তি প্রকাশ পেল। 'ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছ না। ওয়াল্ট বলেছে, এখানে সে ভেড়া আমদানি করবে। স্যালুনে সবার সামনে একদল গরু ব্যবসায়ীকে এটা বলেছে সে। এবং কবে যাবে জানিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছে অন্যদের, পারলে তারা যেন ওকে বাধা দেয়। ফ্র্যাংক আইভি বলেছে সে বাধা দেবে।' থামল ও, সুসানাকে দেখল। 'আজ সেই যাবার দিন। হয় সে যাবে নয়ত যাবে না। এতে অন্য কারো কিছু করার নেই। ভুল যা হবার তা হয়ে গেছে।'

'কী ভুল? ভেড়া আনতে চাওয়া?'

'না।' লেনের কণ্ঠ কাঠখোট্টা, এখনো সে তাকিয়ে সুসানার দিকে। 'আমার যদি ভেড়া আনার ইচ্ছে থাকে আমি সোজা নিয়ে চলে আসব। আমাকে আটকাবার জন্যে চ্যালেঞ্জ করতে যাব না কাউকে। তুমিও তা,' চাঁচাছোলা সুরে যোগ করল লেন, 'করবে না।'

'ঠিক।' মৃদু সুরে বলল সুসানা। টেবিলের সামনে ফিরে এল, লেনকে জরিপ করছে, দৃষ্টি অর্থপূর্ণ। 'কী ঘটবে? সংখ্যায় কজন হবে ওরা?'

'রাস্তার ভাটিতে ডি বারের দুটো ঘোড়া দেখেছি আমি। এর

boighar.com

অর্থ, তোমার বাবা তাঁর লোকদের ইশারা দিয়েছেন।'

'না,' সুসানা প্রতিবাদ করল। 'ওগুলো রেড কেটস আর উইল আওনের ঘোড়া। ওরা এর ভেতর নাক গলাবে না।' একটু দ্বিধা করে ও। 'বাবাকে আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছি, আজকের ঝগড়ায় ডি বারের কোন লোক যদি জড়ায়, আমি আর কোনদিন তাঁর বাড়িতে পা রাখব না।'

'তাহলে শুধু ফ্র্যাংক আইভি,' লেন বলল।

'একাই?'

মাথা ঝাঁকাল লেন, উঠে পড়ল। সুসানা টেবিলের কোনা ঘুরে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। চোখে চোখ রাখল। 'তুমি ওয়াল্টের পেছনে থাকবে না?'

'আমি তার চাকরি করি,' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল লেন।

সুসানার চোখে স্বস্তি ফুটল। 'ধন্যবাদ, লেন।'

আলতো মাথা ঝাঁকিয়ে বিদায় জানাল লেন, লম্বা লম্বা পা ফেলে দরজায় গেল। মাত্র হাত রেখেছে নবে এমন সময়ে সুসানা শান্ত কণ্ঠে ডাকল, 'লেন।' দাঁড়িয়ে পড়ল সয়্যার, আর সুসানা বাতির ওপাশে সরে গেল যাতে মুখ অন্ধকারে থাকে।

'ওয়াল্ট যদি সত্যি সত্যি স্টেজ ধরে, ভেড়া নিয়ে আসে—তখন কী হবে?'

ক্ষীণ হাসল লেন। 'ভেড়া আনার দরকার হবে না। আজ রাতের স্টেজ ধরতে পারলে, সিগন্যাল বেঞ্চ ওর গোলাম হয়ে যাবে।'

সুসানা বলল না আর কিছু। লেন নব ঘুরিয়ে দরজা খুলল।

বইঘর.কম

রাস্তা থেকে মৃদু অথচ স্পষ্ট একটা শব্দ আসছে। কান খাড়া করল সে। শব্দটা আরেকটু পরিষ্কার হতে ওটা সে চিনতে পারল। স্টেজ আসছে। আগে জো লিলির আস্তাবলে যাবে ঘোড়া বদলাতে, তার পর হোটেলে ফিরে এসে যাত্রী তুলে নিয়ে পুবের রাস্তায় ফেডারেল পর্বতমালার দিকে এগোবে।

শব্দটা সুসানা বুশও শুনতে পেয়েছে। জানালায় গিয়ে দাঁড়াল সে। আর লেন করিডরে বেরিয়ে এসে পেছনে আস্তে টেনে দিল দরজা। সুসানা বুশ, আপনমনে সে ভাবল, শক্ত মেয়ে। কায়দা করে এই বিবাদের বাইরে রেখেছে ওর বাবা বুড়ো জর্জ বুশকে। নিজে উপস্থিত থেকে ওয়াল্ট শিপলিকে সাহস জোগাবার চেষ্টা করছে। এবং সবশেষে, লেনের আত্মগত্যের ব্যাপারে সংশয়মুক্ত হয়েছে। তবে এ নিয়ে সে মাথা না ঘামালেও পারত। শিপলিকে এমনিতেই সাহায্য করত লেন।

একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। হবু স্বামীর জন্যে সুসানা যা করছে, খুব কম মেয়েই তা পারবে। এখন ফের মনে মনে ওর তারিফ করে লেন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে লেন বোঝে, সে না-চাইলেও, আগামী কয়েকটা মিনিট তার ভাগ্যও নির্ভর করছে ওয়াল্ট শিপলির অস্থির মেজাজের ওপর। বাস্তবতাকে শান্তভাবে মেনে নেয়াই ভাল, সে ভাবে।

ক্ষুধার্ত হয়ে আছে ওয়াল্ট শিপলি। অপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সুসানা বুশকে সে জয় করেছে। অতএব ডি বারও একদিন তার হবে। সিগন্যাল বেঞ্চের তরতাজা তৃণভূমির প্রান্তে

boighar.com

ওর ছোটখাট যে-গরুর পালটা চরে তা নিয়ে সে সন্তুষ্ট নয়। ডি বার আর ফ্র্যাংক আইভির বেল র‍্যাঞ্চসহ আশেপাশে যেসব বড় বাথান আছে সেগুলো দেখে তার নিজেরও বড় হবার সাধ জেগেছে। এই সত্য লোকটা বোঝে না, সে ছোট বলেই বড় আউটফিটগুলো সহ্য করছে তাকে। সম্প্রতি সৃষ্টি হয়েছে আরেক সমস্যা। জর্জ বুশের মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছে শিপলি, এবং সেই সুবাদে সে ঘাসের সমান মালিকানা দাবি করেছে। তারপর দাবি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায়, হুমকি দিয়েছে ভেড়া আনার। জানা কথা, গরু আর ভেড়া একত্রে চরান সম্ভব নয়, তাই এভাবে সে কামড় বসাতে চাইছে বেঞ্চের বড় একটা অংশে। ফলে কেউ আর তার বন্ধু নেই। আসলে, ফ্র্যাংক আইভির কথায় গরু ব্যবসায়ীদের ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এটা দুসপ্তাহ আগের ঘটনা। আজ রাতে নিজের চ্যালেঞ্জ রক্ষা করতে হবে শিপলিকে। লেনের দায়িত্ব ওকে সাহায্য করা।

প্রথমে প্রায় বিরান মনে হয় লবি। তারপর কোণের জানালার গাঢ় ছায়ার ভেতর হোটেল কেরানিকে চোখে পড়ে তার। হুমড়ি খেয়ে রাস্তা দেখছে। অন্যান্য জানালাতেও আছে লোক; ভীতসন্ত্রস্ত অথচ উত্তেজিত, কিন্তু নিরাপদ।

আধো-অন্ধকার বারান্দায় এসে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল সে, সিগারেটের মশলা আর কাগজ বার করল। এক মিনিট বাদে, রাস্তা পেরিয়ে হোটেলের দাওয়ায় এসে উঠল ওয়াল্ট শিপলি। অন্ধকারে লেনকে চোখে পড়ল তার, মুখ দিয়ে অব্যক্ত একটা শব্দ করে ঢুকে গেল ভেতরে।

বইঘর.কম

লেনের মনোযোগ তীক্ষ্ণ হল। বারান্দার কিনারে গিয়ে রাস্তার ভাটিতে নজর বোলাল সে। শেরিফের অন্ধকার অফিস-কামরায় একটা ছায়ামূর্তির নড়াচড়া দেখতে পেল, বুঝল তৈরি হয়ে আছে জিম ক্রু, আজরাইলের মত নিরাসক্তভাবে। স্পেশল থেকে জনাকয়েক লোক বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়, ওপাশের জমাট অন্ধকার কটনউড ঝাড়ের দিকে এগোচ্ছে।

এবার রাস্তার উজানে যাত্রা করল ওর দৃষ্টি। অন্ধকারে দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত চেয়ে থাকার পর, একজন মানুষের কাঠামো স্পষ্ট হয়ে উঠল কিছুটা। কামারশালার শেষ প্রান্তে, দেয়ালে কাঁধ, ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। বিশাল দেহ তার, ইণ্ডিয়ানদের মতই সে ধৈর্যশীল। ফ্র্যাংক আইভি এক কথার মানুষ।

লেন আবার সরে এল বারান্দার আধো-আলোয়, এবার দরজার আরেক পাশে, ম্যাচ জ্বেলে সিগারেট ধরাল।

লিলির আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল স্টেজ, হোটেলের সামনে এসে থামল।

জো লিলির কাছে নিশ্চয় কিছু শুনে থাকবে, অস্বস্তিভরে চকিতে বারান্দার দিকে তাকাল ড্রাইভার, ব্রেকে পা রেখে হাঁকল, 'বাইস!'

সবই হয়ত আগাগোড়া সাজান, তবে লেন অনুমান করে তা নয়। নিজের নাম শুনে তড়িঘড়ি বেরিয়ে এল কেরানি, ওয়াল্ট শিপলির ব্যাগ হাতে নেমে গেল রাস্তায়। ড্রাইভারের হাতে জিনিসটা নীরবে ধরিয়ে দিয়ে, যেভাবে এসেছিল সেভাবে ফিরে গেল লবির নিরাপদ চার দেয়ালের আড়ালে। এতকিছু ঘটতে পনের সেকেণ্ডও লাগল কিনা সন্দেহ। ব্যাপারটা লক্ষ করে লেন সিগারেটের ফাঁকে

boighar.com

মৃদু হাসল।

আবার এক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর স্টেজ হার্নেসের ঝুনঝুন ছাপিয়ে লবির মেঝেয় ওয়াল্ট শিপলির ভারি বুটের আওয়াজ শোনা গেল।

লেন আরেকটু সরে গেল দরজা থেকে। বারান্দায় এল ওয়াল্ট, দোরগোড়ায় থেমে তাকাল লেনের দিকে, মৃদু সুরে বলল, 'যাচ্ছি।' পরক্ষণে উভয়েই দেখতে পেল জিম ক্রু-কে। ধীর পদক্ষেপে রাস্তা পেরিয়ে হেঁটে আসছে হোটেল অভিমুখে।

কৌতূহলভরে ক্রু-কে একনজর দেখল ওয়াল্ট। এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। তারপর ইচ্ছাশক্তির জোরে নেমে গেল বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে।

ঠিক তখুনি উজানের একটা বারান্দার দিকে সরে গেল লেনের দৃষ্টি।

এক সেকেণ্ডও যায়নি, ফ্র্যাংক আইভির শালপ্রাংশু অবয়ব ছায়া ছেড়ে এগিয়ে এল স্টেজ বরাবর।

ওয়াল্ট শিপলি দেখতে পেল ওকে, থমকে গেল। আইভিও থামল। মুখ খুলল গরু ব্যবসায়ী, কণ্ঠ ভাবলেশহীন। 'মনস্থির করে ফেলেছ, মেষপালক?'

শিপলি অনড় দাঁড়িয়ে চওড়া ফুটপাতের মাঝখানে। জিম ক্রু, ধীর পায়ে হেঁটে, ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে ফুটপাতে। ওয়াল্টকে পাশ কাটিয়ে এগোল সে, হোটেলের বারান্দায় উঠে ঘুরে দাঁড়াল।

'আমি যাচ্ছি,' ওয়াল্ট বলল। গলা অস্বাভাবিক রকমের চড়া আর খ্যাপাটে।

বইঘর.কম

'না,' ফ্র্যাংক আইভি বলল।

দেয়াল থেকে সরে এল লেন, সিগারেটটা নিক্ষেপ করল দূরে। ধনুকের আকার নিয়ে ফুটপাতের ওপর গিয়ে পড়ল ওটা, ফ্র্যাংকের পায়ের কাছে, পরিষ্কারভাবে জানান দিল লেনের উপস্থিতি।

ফ্র্যাংক আইভি বলল, 'আমি তোমাকে দেখেছি, মাতাল।' মাথাটা ফেরাল সে, লেনকে দেখার জন্যে ওঠাল সামান্য। লবির ম্লান আলো ক্ষণিকের তরে স্পর্শ করল তার মুখ। শীতল চৌকো মুখাবয়ব, মনে হয় গ্রানিটে খোদাই-করা। সামনে ঠেলে-বেরোন দুই হনু আর পাতলা ঠোঁটে স্পষ্ট ঔদ্ধত্য। লেনের দিকে ওর তাকাবার ভঙ্গিতেও রাজকীয় একটা অবজ্ঞার ভাব আছে, যেন তার অমনোযোগের সুযোগে শিপলি কী করছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। লোকটা, লেন ভাবল, ভয় কাকে বলে জানে না।

ওয়াল্টের উদ্দেশে আবার ধীরেসুস্থে ঘাড় ফেরাল আইভি, অনেক সময় নিয়ে মাপল ওকে। আইভির প্রকাণ্ড দুই কাঁধ কালো কোটের নিচে এখন ঈষৎ ঝুলে পড়েছে দুপাশে। কোন কথা নেই তার মুখে। আধো-অন্ধকারে নৈঃশব্দ্যের পাড় বুনে চলল নীরবতা, এবং একসময় তা অসহনীয় হয়ে উঠল। লেন উপলব্ধি করল শিগগিরই অবসান হতে যাচ্ছে এর।

আবার শোনা গেল ওয়াল্ট শিপলির ক্রুদ্ধ গলা। 'শোন, ফ্র্যাংক। তুমি খোদা নও। কাউকে তোমার আটকানর অধিকার নেই।'

লেন টের পায় লজ্জায় তার হাত পা পেটের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। সুর শেষ। ওয়াল্টের যাওয়া হচ্ছে না। বরং ক্রুদ্ধ ওই কথাগুলো লোকটাকে তাড়িয়ে ফিরবে বাকি জীবন।

boighar.com

ফ্র্যাংক আইভিও বোঝে ওয়াল্টের জারিজুরি শেষ। স্টেজ চালককে শান্ত কণ্ঠে সে বলল, 'ওর ব্যাগ নামিয়ে দাও, হ্যারি। ও যাচ্ছে না।'

ঘুরে দাঁড়াল জিম ক্রু, ফুটপাত হয়ে রাস্তায় নামল। জানে, বিপদের ভয় কেটে গেছে। এতক্ষণ যেন ওর যাবার অপেক্ষাতেই ছিল ড্রাইভার, পেছনে হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ওয়াল্টের ব্যাগ, ফুটপাতের ওপর ছুড়ে ফেলল। সামান্য দ্বিধা করল সে, লাথি মেরে ব্রেক তুলে দিয়ে হেট-হেট করে তাড়া দিল ঘোড়াগুলোকে, ঘর্ঘর শব্দে গিরিপথ অভিমুখে স্টেজ রওনা হয়ে গেল।

ফ্র্যাংক আইভি ফিরে চলল কামারশালার দিকে, চওড়া পিঠ ওয়াল্ট শিপলির দিকে ফেরান। ওয়াল্টকে তার ভাবনা থেকে বহু আগেই সে খারিজ করে দিয়েছে।

আরো কয়েকটা হতবিহ্বল মুহূর্ত ফুটপাতে দাঁড়িয়ে রইল ওয়াল্ট শিপলি, তার পর বারান্দায় উঠে লেনকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে গেল লবিতে। ডানে-বাঁয়ে কোনদিকে তাকাল না, দ্রুত পায়ে এগোল সিঁড়ি বরাবর।

লোকটার জন্যে করুণা হয় লেনের। সাধারণ একজন মানুষ চাইলেই মুখবুজে থেকে বন্ধুদের কাছে নিজের দুর্বলতা ঢেকে রাখতে পারে। কিন্তু ওয়াল্ট শিপলির অক্ষমতা এখন সবার কাছে উলঙ্গ হয়ে গেছে। আর এই সত্য তাড়িয়ে ফিরবে তাকে, এবং একসময় খোদ মানুষটাকেই হত্যা করবে। এতে কোন ভুল নেই, লেন নিশ্চিত। কারণ শিপলি আসলে কাপুরুষ। অবসন্ন পায়ে লবিতে ফিরে এল লেন। ডেস্কের পেছনে এসে দাঁড়াল কেরানি।

বইঘর.কম

পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে না ওরা। যেন এই লজ্জাকর ঘটনা দেখাটাও পাপ।

'বার নম্বর চলবে?' জিজ্ঞেস করল কেরানি।

'চলবে।'

চাবি নিয়ে লেন উঠে গেল দোতলায়। সুসানা বুশের দরজা বন্ধ। লেন আঁচ করার প্রয়াস পায়, ওয়াল্ট ওই মেয়েটির কাছেই গেছে কিনা, যার সাহস অনেক বেশি।

করিডরের শেষ মাথায় ওর ঘর। ছোট গুমট এবং অন্ধকার। দরজা লাগিয়ে, বাতি না-জ্বেলেই জানালায় গেল লেন, খুলে দিল পাল্লাগুলো, টুপিটা ছুড়ে ফেলল ওঅশ স্ট্যাণ্ডের ওপর।

অস্থিরভাবে পুরো ঘরটা একবার চক্কর দিয়ে এল সে। তারপর শুয়ে পড়ল বিছানায়, ধীরে-সুস্থে সিগারেট বানিয়ে ধরাল। তার সময় ফুরিয়েছে এখানে, সে জানে। ওয়াল্ট শিপলির কাছে আর কোন দায় নেই তার। যেটুকু ছিল আজ রাতে শোধ হয়ে গেছে। এরপরও থেকে গেলে অহেতুক সে বিবাদে জড়িয়ে পড়বে, এমন এক বিবাদে যার কোন অর্থ হয় না। উচ্চাকাঙ্ক্ষা একান্তই মানুষের নিজস্ব ব্যাপার। এর ভাগ অন্যকে দিতে পারে না সবাই। আর যারা পারে, ওয়াল্ট শিপলি তাদের দলে পড়ে না।

শিপলির ব্যর্থতার কারণ বোঝার চেষ্টা করে লেন। সব নষ্টের গোড়া, অবশ্যই, লোকটার জিভ। রক্ষা করতে পারবে না এমন বড়াই সে করেছিল।

আজ রাতের ওই ঘটনার পর, এখানকার সবাই ওর পেছনে লাগবে। সবল মানুষ আর সবল কুকুর দুর্বলের ওপর যেভাবে

boighar.com

হামলে পড়ে। ঘাস আর পানির ওপর ওর ন্যায্য দাবিকে ধুলোয় মেশাবে ওরা। সামান্য যা কিছু গরুবাছুর আছে তার, উধাও হয়ে যাবে। এখানেই থেমে থাকবে না ব্যাপারটা। সুকৌশলে ওকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করবে সবাই। তারপর একদিন ওয়াল্টের মনে হবে ঢের সহ্য করা গেছে, এবং সেদিনই সে মরবে। আর সেইসাথে তার কর্মচারিরাও।

বিছানার কিনারে উঠে বসল লেন। নিভে যাওয়া সিগারেটটা নামিয়ে রাখল মার্বেল পাথরের ওঅশ স্ট্যাণ্ডের ওপর। কাল সে চলে যাবে। গন্তব্য নিয়ে মাথাব্যথা নেই। শেকড়হীন মানুষ সে, সব জায়গাই সমান।

উঠে জানালায় গিয়ে দাঁড়ায় ও, অন্ধকারের ভেতর চেয়ে থাকে। নিচের রাস্তা প্রায় নিকষ কালো। এই শহরে নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছে সে, বেরিয়েও এসেছে তা থেকে। আর এই টানাপোড়েনের মধ্যেই তার কিছু বন্ধু হয়েছে। কিন্তু তাকে জিম ক্রু-র প্রয়োজন হবে না, তেমনি শীলাও একদিন ভুলে যাবে। সুসানা বুশ যা চেয়েছিল ওর কাছে তা পেয়েছে। ওয়াল্ট শিপলির কাছে নিজের ঋণ এভাবেই শোধ করেছে সে। দেনাপাওনার খাতা সাফ হয়ে গেছে—সুতরাং বিদায় নেয়াটা দোষের হবে না।

নিচের বারান্দার ছায়া ছেড়ে বেরিয়ে এল এক লোক, রাস্তার ভাটিতে এগোল। নিদ্রালু চোখে লোকটাকে দেখল লেন। হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল সে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করল ছায়ামূর্তিকে, বুঝল ওই লোক ওয়াল্ট শিপলি। ঝাড়া পাঁচ সেকেণ্ড জায়গায় জমে রইল সে, ব্যাপার বোঝার চেষ্টা করল। ফ্র্যাংক আইভির খোঁজে

বইঘর.কম

বেরোয়নি শিপলি। সাহস ফিরে পেতে ওর আরো বেশি সময় লাগবে।

ঘুরে দাঁড়াল সে, টুপি তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল করিডরে। রাস্তায় নেমে ঝটপট পার হল বনডুর‍্যান্টের দোকানটা, স্যালুনের কাছাকাছি এসে জানালার ধারে সরে গেল। বেশ বড় জানালা, কাচের নিচের অংশ সাদা রঙ-করা।

পায়ের পাতার ভরে, রঙ-করা অংশের ওপর দিয়ে উঁকি দিল সে। আইভি, ডি বারের ফোরম্যান রেড কেটস আর আইভির ফোরম্যান এড বার্মা সবাই দাঁড়িয়ে বারে। ওপাশে ফের শুরু হয়েছে পোকার খেলা। সবকিছুই শান্ত।

রাস্তার ভাটিতে তাকাল লেন, এগিয়ে গেল সামনে। লিভারি বার্নের দরজায় প্রায় পৌঁছে গেছে এমন সময়ে একটা ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ তার কানে এল।

দালানের গাঢ় ছায়ায় সরে দাঁড়াল সে, আর প্রায় ঠিক তক্ষুনি দেখতে পেল ওয়াল্ট শিপলিকে, আস্তাবলের ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে আসছে।

সার্কল সিক্সটি সিক্সে যাবার রাস্তা ধরল না শিপলি। দক্ষিণে বাঁক নিয়ে ঘোড়া ছোটাল জোরকদমে, অন্ধকারে মিশে গেল।

প্রথমে লেন ভাবল, শিপলিকে চিনতে তার ভুল হয়েছে। হয়ত সত্যি সত্যি ভেড়া আনতে যাচ্ছে সে। তারপর ও বুঝল তেমন সম্ভাবনা নেই। হোটেলের উদ্দেশে ফিরে চলল সে।

সুসানা বুশের, এখন লেন জানে, শিগগিরই আর স্বামীভাগ্য হচ্ছে না।

boighar.com

দুই

ভোর। ঠাণ্ডা, ধূসর। সাইড স্ট্রিটের ভাটিতে একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে নাস্তা সারল লেন। শহরের এপাশে রয়েছে হার্নেস শপ, করাতকল, ব্যাংক, বনডুর‍্যান্টের বিশাল গুদামঘর আর নাপিতের দোকান। এরপর ছোট ছোট ঝুপড়ি, সেই ফিদার ক্রীক আর ক্যানিয়নের শেষ দেয়াল অবধি।

খানিক বাদে লিলির আস্তাবলে গেল লেন। বাগিতে ঘোড়া জুড়ে নিজেই চালিয়ে নিয়ে এল হোটেলে। হিচরেইলে ঘোড়া বেঁধে বারান্দায় উঠল, কোণের চেয়ারে বসে পড়ল। সুসানা বুশ যখন নামল নিচে আয়েসি ভঙ্গিতে সিগারেট টানতে টানতে সকালের রাস্তায় সে মানুষের কর্মব্যস্ততা লক্ষ করছে।

উঠে দাঁড়াল লেন। ওকে দেখে কাছে এল সুসানা, সম্ভাষণ জানাল। মেয়েটিকে জরিপ করল সে। মনে মনে চমকে উঠল। চেহারা মড়ার মত সাদা হয়ে গেছে। সুসানা পাশের চেয়ারটায় বসলে লেন ওর অভিব্যক্তি দেখতে পেল। নিষ্প্রাণ, ভাবলেশহীন।

একটু বাদে সুসানা যখন তাকাল ওর দিকে তখনো সে দাঁড়িয়ে।

বইঘর.কম

ওর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির সামনে অস্বস্তি বোধ করে লেন।

অবশেষে মুখ খুলল সুসানা। 'ওয়াল্ট চলে গেছে। তুমি জান নিশ্চয়ই?'

মাথা ঝাঁকাল লেন। বুকের কাছে হাত ঢুকিয়ে জামার নিচ থেকে ভাঁজ-করা একটা কাগজ বার করে আনল সুসানা, বিনা মন্তব্যে ওর হাতে দিল।

কাগজটা খুলে পড়ল লেন :

সুসি, এ গ্লানি আমি সইতে পারব না। বাথানটা অনেক আগেই তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। তুমিই এখন ওটার মালিক। আমাকে ভুলে যেয়ো। তোমার শুভ কামনায়—ওয়াল্ট।

চিঠিটা ফের ভাঁজ করে সুসানার হাতে ফিরিয়ে দেয় লেন। 'কেন?' নিশ্বাসের শব্দে উচ্চারণ করে সুসানা। আর লেন সহসাই বোঝে মেয়েটিকে এখন কঠিন বাস্তবে ফিরিয়ে আনা দরকার। ওর মনে হয় ইচ্ছাশক্তির পলকা একটা সুতোর টানে এখনো ভেঙে পড়েনি সুসানা। ঈষৎ রুক্ষ স্বরে ও বলে, 'শিপলির কাছে আর কী আশা করেছিলে তুমি?'

ক্রোধ সুসানার গালের রঙ ফিরিয়ে আনল কিছুটা, কিন্তু মুখের শীতল মুখোশ বদলাল না এতটুকু। এখন রাস্তাটা জরিপ করছে সে। চোখ বিষণ্ণ, তিক্ত। বারান্দার রেলিংয়ে বসে পড়ে লেন, সকৌতূহলে আড়চোখে লক্ষ করে মেয়েটিকে।

'ওয়াল্ট যথেষ্ট শক্ত ছিল না,' সুসানা স্বীকার করল অবশেষে।

boighar.com

'কাল রাতে ওর পক্ষে অনেক অজুহাত খাড়া করার চেষ্টা করেছি আমি। কিন্তু আসল সত্য এটাই। যথেষ্ট সাহসী ছিল না সে।' লেনের দিকে তাকাল মেয়েটা। 'ছিল?'

'না।'

'কিন্তু আমার আছে,' ঠাণ্ডা গলায় বলল সুসানা।

কিছু বলে না লেন। কিন্তু দারুণ অস্বস্তি বোধ করে। সিগন্যাল বেঞ্চ যাকে ভালবাসে এ সেই কোমল মিষ্টি স্বভাবের সুসানা বুশ নয়—নাকি সে-ই? গতরাতের কথা ভাবে সে। যখন ওয়াল্ট শিপলিকে সাহায্য করার জন্যে কৌশলে অনেককে দলে ভিড়িয়েছিল সুসানা, সে নিজেও ছিল তাদের মধ্যে। ঠিক কথা বলেছে মেয়েটি, আসলেই সে খুব শক্ত।

'আমার সাহস আছে,' সুসানা ঘোষণা করে, 'বাবা আর ফ্র্যাংক আইভিকে হারাবার মত—আর আমি তা হারাতেও যাচ্ছি।'

পায়ের ভর বদল করল লেন, ঈষৎ অপ্রতিভ। ওর নড়াচড়ার শব্দে পলক তুলল সুসানা। 'আমি চাই তুমি আমার কাজ কর, লেন।'

'তোমার কাজ?' লেন হতভম্ব।

'ডি বারের সাথে আমি আর সম্পর্ক রাখছি না,' চাঁচাছোলা গলায় বলল সুসানা। 'জীবনে একটি জিনিসই চেয়েছিলাম—ওয়াল্ট শিপলিকে। কিন্তু ফ্র্যাংক আইভির সাথে হাত মিলিয়ে বাবা তা কেড়ে নিয়েছেন। ঠিক আছে, আমিও লড়তে জানি। সার্কল সিক্সটি সিক্সের কাজকর্ম পুরোদমে চালু করতে যাচ্ছি আমি। এমন আউটফিট হিসেবে দাঁড় করাব ওটাকে, সবাই বাধ্য হবে

বইঘর.কম

সমীহ করতে। আমি চাই তুমি এর ফোরম্যান হও।'

'না,' সঙ্গে সঙ্গে বলল লেন।

'না কেন?'

'তোমার ধারণা ভুল,' লেন বলল বিড়বিড় করে। 'ওয়াল্টকে জর্জ বুশ আর ফ্র্যাংক আইভি কেড়ে নেয়নি। ওরা কেবল ভেড়া আনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। যে-কোন গরু ব্যবসায়ীই এই অবস্থায় তাই করত।'

'দুবছর হল, প্রতি মাসে অন্তত একবার আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে ফ্র্যাংক আইভি। বাবাও চান আমি ওকেই বিয়ে করি। আর ওয়াল্টকে বিয়ে করার ব্যাপারে তাঁর যদি আপত্তি না-ই থাকবে, ওকে সাহায্য করলেন না কেন তিনি?' সুসানার চোখে ক্রোধের আগুন, কিন্তু গলা থমথমে।

'গতরাতের ঘটনার পরেও তুমি বলবে তিনি ভুল করেছেন?'

'কিছু যায় আসে না। আসলে আমি যাকেই পছন্দ করি না কেন, বাবা আর ফ্র্যাংক আইভি মিলে তাকে ভেঙে ফেলবে। তাদের জোর আছে। ছুতো একটা ঠিকই বার করে নেবে, যেমন ওয়াল্টের বেলায় ভেড়া আনার অজুহাতটাকে কাজে লাগিয়েছে। ওদের ধারণা, এভাবে চলতে থাকলে একদিন আমি সদয় হব ফ্র্যাংকের প্রতি, তাকে বিয়ে করব।'

লেন চুপ করে রইল। সুসানার নিরাবেগ শীতল ক্রোধ দেখে এখন আর বিস্মিত নয়। সুসানা তখনো বলছে, 'কিন্তু আমি তাদের আশা পূরণ হতে দেব না। মা আমার জন্যে কিছু টাকা রেখে গেছেন, তা দিয়ে নিজের পায়ে আমি দাঁড়াতে পারব।' বদলে

boighar.com

গেল ওর কণ্ঠস্বর, ধারাল হয়ে উঠল। 'আর তা যখন দাঁড়াব—কোনদিন মাথা তুলে কথা বলতে পারবে না ওরা।'

একজন ঘোড়সওয়ার আসার শব্দ পেয়ে রাস্তার দিকে তাকাল ওরা। খয়েরি রঙের বিরাট একটা ঘোড়ায় চেপে হিচরেইলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তাগড়া এক লোক। ওর নাম রেড কেটস, ডি বারের ফোরম্যান। স্টেটসনের কারনিসে আঙুল ছোঁয়াল সে, বলল, 'সুসানা, তোমাকে বাসায় রেখে আসব?'

খবর তাহলে রটে গেছে, লেন ভাবল। কিন্তু সুসানার মিষ্টি কণ্ঠস্বরে কোনরকম উদ্বেগ ধরা পড়ল না। 'আমি একাই ফিরতে পারব, রেড। ধন্যবাদ।'

লেনের ওপর স্বল্পক্ষণের জন্যে স্থির হল রেড কেটসের দৃষ্টি। পুরু হাড়ের লম্বাটে মুখমণ্ডল লোকটার, খাড়া নাক তাকে দুভাগে ভাগ করেছে। আলতো মাথা ঝাঁকিয়ে বিদায় নেবার সময়ে ওর মুখে ঈষৎ ধূর্ত হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল আবার।

সুসানা সকৌতুকে রেডকে লক্ষ করছে দেখে বিস্মিত হয় লেন। 'রেডও,' বিড়বিড় করে বলল সুসানা। পরক্ষণে সোজা হয়ে জরুরি গলায় জানতে চাইল, 'তাহলে, লেন?'

'না,' শান্ত কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করল লেন। 'আমার বেতনটা মিটিয়ে দিলে আমি আজই চলে যাব।'

'কেন?'

'এটা আমার লড়াই না।' মাথা নাড়ায় লেন। 'তুমি এমন এক লোককে ভালবেসেছিলে যে তার মর্যাদা রাখেনি।'

রাগত চোখে ওর পানে তাকায় সুসানা। 'আর তুমি খুব

রেখেছ না? আমার কাছে ওসব বলে লাভ নেই। কাল রাতে লবি থেকে সবই দেখেছি আমি।' উঠে পড়ল ও, প্রায় একই সময়ে লেনও। 'আমার কপাল, তাই ওকে ভালবেসেছিলাম। যাকগে, ব্যাংকে গিয়ে মিস্টার বার্থলোমিউকে বললেই হবে, তোমার পাওনা পেয়ে যাবে।' হাত বাড়িয়ে দেয় সুসানা, করমর্দনের সময় লেন অনুভব করে ওর তালু পেলব অথচ বলিষ্ঠ। 'তবে যদি কখনো মত বদলাও, সোজা চলে এস। আমি যদ্দিন সিক্সটি সিক্সে আছি, তুমি কাজ পাবে।'

হোটেলের ভেতর ফিরে গেল সুসানা। ওর ঋজু আত্মবিশ্বাসী হাঁটার ভঙ্গি দেখে লেন ভাবল, মেয়েটা অসম্ভব জেদি এবং সে বিপদে পড়তে যাচ্ছে। সুসানার প্রশংসাও করল ও। শান্তভাবে হার মেনে নিয়েছে, ভেঙে পড়েনি। পালটা আঘাত হানার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আসলে ওর এ-সিদ্ধান্ত নেবার পেছনে ওয়াল্ট শিপলির পরাজয় একটি অব্যবহিত উপাদান হিসেবে কাজ করেছে মাত্র। যে-রকম ঠাণ্ডা মাথায় প্রতিশোধ নেয়ার পরিকল্পনা আঁটল, তাতে ওর সাহসের পরিচয় মেলে।

রাস্তায় নেমে মোড়ে গিয়ে দাঁড়াল লেন। দেখল, শেরিফ জিম ক্রু স্যালুনে যাচ্ছে। হাত নাড়ল ও, জবাবে শেরিফও। ব্যাংকের দিকে পা বাড়িয়ে কী ভেবে থেমে গেল লেন। নজর বোলাল শহরের ওপর, স্মৃতির ঘাই অনুভব করল। সিগন্যাল ছোট্ট অখ্যাত কাউ টাউন। কিন্তু ছোট এ-শহরই ওর জীবনকে আবার সুস্থির করে তুলেছে। সুসানার প্রস্তাবটা মনের ভেতর আর একবার নাড়াচাড়া করল সে। না, এটা তার জন্যে নয়। ভাড়াটে

boighar.com

বন্দুকবাজ সে নয়। আদর্শবিবর্জিত জীবনে তার বিশ্বাস নেই। সিগন্যাল বেঞ্চ তাকে সাহায্য করেছে সত্যি, কিন্তু এখন এখানে তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এমনকি গতরাতে ফ্র্যাংক আইভির উচ্চারিত রূঢ় কথাটাকেও ক্ষমা করা যায়। তিনজনকে একা যে-লোক মোকাবেলা করে, শব্দ বাছাইয়ের ব্যাপারে তার সতর্ক না-হলেও চলে।

ব্যাংক থেকে পাওনা বুঝে নিয়ে আবার রাস্তায় নামল লেন, স্টোরে গিয়ে দেনা মিটিয়ে দিল।

যখন বাইরে এল আবার, জিম ক্রু-র কথা মনে পড়ল, ভাবল তাকে বিদায় জানান উচিত। স্পেশলে গিয়ে ঢুকল সে। জনাকয়েক লোক রয়েছে বারে। রেড কেটস, ফ্র্যাংক আইভি আর আইভির ফোরম্যান এড বার্মা যাদের অন্যতম। সামনে ড্রিংক নিয়ে জিম ক্রু দাঁড়িয়ে আরেক প্রান্তে। বার্চ নেলিস বারের পেছনে নিজের কাজে ব্যস্ত। যখন পলক তুলল সে, লেন আলতো নড করল এবং নেলিস বলল, 'হাউডি।'

সবে দুজনকে পেরিয়ে ফ্র্যাংক আইভির কাছাকাছি হয়েছে লেন, এমন সময়ে আইভির পাশ থেকে রেড কেটস আধপাক ঘুরে দাঁড়াল, টেনেটেনে বলল, 'শুনলাম তোমার বস্ ভেগেছে।'

থামল লেন, মন্থর দৃষ্টি স্থির হল কেটসের ওপর। ঘাড় ফিরিয়ে ফ্র্যাংক আইভি তাকাল ওর পানে, চোখে নির্লজ্জ কৌতুক।

'তাই?' জিজ্ঞেস করল লেন।

পালা করে আইভি আর ওকে দেখল কেটস, দাঁত কেলিয়ে হাসল। 'মদের পয়সার জন্যে তোমার এখন অন্য মনিব ধরতে

হবে।'

শান্ত কণ্ঠে লেন বলল, 'তারচেয়ে আমি বরং হিসেব করে চলব, রেড।'

আইভির দিকে তাকাল রেড, হাসি চাপল। 'একদম শিপলির মত, তাই না?'

'না,' লেন বলল। 'ও শুধু কথা বলত।'

'তুমিও তাই।'

লেন মারল ওকে। খালি হাতে প্রচণ্ড চড় কষাল কেটসের গালে, তারপর নিশ্চল দাঁড়িয়ে ডি বার ফোরম্যানের চেহারায় বিস্ময় আর ক্রোধের রঙ দেখতে লাগল।

'আমি কথাটা বলতেও পছন্দ করি না,' অস্ফুটে বলল লেন।

স্থির একটা মুহূর্ত অনড় দাঁড়িয়ে রইল রেড কেটস, হাত উঠে এসেছে মুখে, তারপর অন্ধ আক্রোশে সে লাফিয়ে পড়ল লেনের ওপর। ওদের পরস্পর ঠোকাঠুকির শব্দে চমকে উঠল ঘর, লেন সজোরে আঘাত করল রেডের পেটে। আর রেডের দেহের ভরে পিছিয়ে গেল ওরা দুজনেই। চকিতে একপাশে সরে গেল লেন, সামনে অবলম্বনের অভাবে রেড হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেয়।

অশ্রাব্য খিস্তি করতে করতে উঠে দাঁড়াল সে। লেন শান্ত, সতর্ক। রেড তেড়ে এল, এলোপাতাড়ি ঘুসি ছুড়ছে। লেন ঢুকে পড়ল ওর নাগালের ভেতর, মুখে মারল একবার। পরক্ষণে রেড থাবা বসাল ওর গলায়, টুঁটি চেপে ধরে ধাক্কামারল। চেয়ারে বেধে হোঁচট খেল লেন, টেবিল নিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। একরাশ তাস আর টাকাপয়সা বৃষ্টির মত ঝরে পড়ল তার গায়ে। কষ্টেসৃষ্টে

boighar.com

উঠল সে, সামনে এগিয়ে ফাঁদ পাতল। রেড দুবার ঘুসি মারল মাথায়, হুজম করল লেন, তারপর শত্রুকে বাগে পেয়ে সর্বশক্তিতে আপারকাট ঝাড়ল থুতনিতে। পেছনে হেলে পড়ল রেডের মাথা। লেন আবার আঘাত করল মুখে, আবারো। ভাঁজ হয়ে গেল রেডের হাঁটু। দুহাতে লেনের কোমর জড়িয়ে ধরে নিজের পতন ঠেকাল সে। ফুসফুসে বাতাসের অভাবে খাবি খাচ্ছে।

লেন সবেগে হাঁটু উঠিয়ে আনল ওর বুকে। তবু ঝুলে রইল রেড। অগত্যা ওর লাল চুলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল লেন, হ্যাঁচকা টানে পেছনে সরাল মাথা, ঘুসি মারল। থ্যাচ করে শব্দ হল একটা। আঙুলের গাঁটে ব্যথা অনুভব করল লেন। টের পেল থেঁতলে গেছে রেডের নাক। এবার ঢিলে হয়ে গেল রেডের মুঠি। লেন পিছিয়ে গেল, আর রেড, নিরবলম্ব, মুখ থুবড়ে পড়ল। মেঝেতে ওর মাথা ঠুকে যাবার ভারি, ভোঁতা শব্দ হল একটা। বারের ওপাশ থেকে নিজের অজান্তেই ভয়ে হাউমাউ করে উঠল এক লোক।

রেড নড়াচড়া করছে না আর। লেন দাঁড়িয়ে পা ফাঁক করে, নজর রাখছে শত্রুর ওপর, বুকভরে শ্বাস নিচ্ছে। শুরু থেকেই সবাই কীভাবে-যেন বুঝে গিয়েছিল রেড জিততে পারবে না। আর তাই, নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল।

লেনের নিরুত্তাপ দৃষ্টি উঁচু হল ফ্র্যাংক আইভির দিকে। দীর্ঘ একটি মুহূর্ত পরস্পরের চোখে তাকিয়ে রইল ওরা।

ফ্র্যাংক বলল, 'আমার সাথে ওরকম করার সাহস পাবে না কেউ।'

বইঘর.কম

'কিংবা আমার সাথে,' পালটা বলল লেন।

রেডের কাছে এল আইভি, ভাবলেশহীন চেহারা। পা দিয়ে ওকে চিত করতে চাইল সে, ব্যর্থ হল। এবার স্থির দৃষ্টিতে লেনের পানে তাকাল ফ্র্যাংক।

'ভুল আউটফিটে যোগ দিয়েছিলে তুমি,' সখেদে মাথা নাড়াল সে। 'খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।'

'কেন?'

Boighar

'কারণ এখন দেরি হয়ে গেছে অনেক। তুমি চলে যাচ্ছ।'

'তাই কি?'

'হ্যাঁ,' আইভির গলা শান্ত। 'আমাদের হুকুমে। ভেড়ার ব্যবসা করতে চায় এরকম আউটফিটে কাজ-করা লোকের জায়গা নেই এখানে। লিচ আর হার্ভে গেছে। এখন তুমিও যাবে।'

'যখন আমার সময় হবে।'

ঘাড় কাত করল আইভি। 'তবে ভুলে যেয়ো না।' হালকা চালে কথা শেষ করে বারে-দাঁড়ান দুজন লোকের উদ্দেশে ফিরল সে, কর্তৃত্বের সুরে সাহায্য চাইল।

মেঝে থেকে টুপি তুলে নিল লেন, গটগট করে বেরিয়ে গেল। দরজার ঠিক বাইরে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে নজর বোলাল রাস্তায়, হাতের মুঠি খোলা-বন্ধ করে আঙুলের গাঁটের ব্যথা দূর করতে সচেষ্ট হল। পেছনে পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফেরাল সে। জিম ক্রু দাঁড়িয়ে দরজার চৌকাঠে কাঁধ ঠেকিয়ে। ক্রু-র ঠাণ্ডা চোখ লেনের মনে চেনা এক অনুভূতির জন্ম দিল। ওই দৃষ্টি সে আগেও দেখেছে, যখন জিম ক্রু তাকে মাতাল অবস্থায় তুলে নিয়ে

boighar.com

গিয়ে বিছানায় শুয়ে দিয়েছিল। করুণা রয়েছে ওতে। লেনকে এখন রাগিয়ে তুলল ওই চোখ, রোখ চেপে গেল তার মাথায়।

'এখানে কাউকে থাকতে বাধ্য করার জন্যে কায়দাটা ভালই,' বলল সে বিড়বিড় করে।

'তবে থাকার আরো অনেক জায়গা আছে,' দার্শনিকের ভঙ্গিতে জানাল ক্রু।

'তুমিও?'

'না,' ক্রু জবাব দিল মৃদু গলায়। এখনো তার চোখে করুণা। 'তবে গেলে অনেক ঝামেলা বেঁচে যেত,' অনেকটা স্বগতোক্তির সুরে বিড়বিড় করল সে।

'কার ঝামেলা?'

'আমাদের দুজনারই।'

'ঝামেলা সামলানর জন্যেই তোমাকে বেতন দেয়া হয়,' বলে ঘুরে দাঁড়াল লেন, তবে লিভারি স্ট্যাবলের দিকে নয়। হোটেলের সামনে যে-বাগিটা সে এনে রেখেছিল, সেটা এখনো আছে। ওটার দিকেই সে এগিয়ে গেল।

বারান্দায় উঠতে গিয়ে দেখল সুসানা বুশ নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। সম্ভবত ওর চেহারা দেখে কিছু বুঝে থাকবে, দ্বিতীয় ধাপে থমকে দাঁড়াল মেয়েটি। কাছে গিয়ে লেন বলল, 'চাকরিটা আছে এখনো?'

মাথা ঝাঁকাল সুসানা।

'এইমাত্র তুমি একজন ফোরম্যান পেয়েছ, ম্যাম,' লেন বলল।

বইঘর.কম

তিন

পাহাড়ি রাস্তা ধরে সিগন্যাল ত্যাগ করল লেন। মাইল খানেক যাবার পর ওটা ছেড়ে প্রান্তর ধরে এগোল ফেডারেলসের দিকে। মাঝ-সকালে, যখন ফুটহিলস জয় করল সে, ঘোড়াকে বিশ্রাম দিয়ে পেছন ফিরে বেঞ্চের ওপর নজর বোলাল। দক্ষিণে বহুদূর অবধি প্রসারিত এর সবুজ সতেজ ঘাসের গালিচা। কিনারের যেসব জায়গায় থাবা বসিয়েছে পাহাড়ি গাছপালা জঙ্গল গজিয়েছে সেখানে। ফুটহিলসের ওপাশে, ফ্র্যাংক আইভির বেল যেদিকে, ধুলোর লম্বা একটা মেঘ ধীরে ধীরে পাক খেয়ে ঢুকে পড়ল পাহাড়ের ভেতর, ভেঙে গেল। একটা তামাটে রিজের পেছনে আড়াল পড়েছে জর্জ বুশের ডি বার। বেঞ্চের আরেক প্রান্তে, সেই আমেরিকান ক্রীক অবধি পুরো এলাকাটাই ওদের। ওই র‍্যাঞ্চের অবস্থান এই ফুটহিলস আর বেলের মাঝামাঝি জায়গায়। পুবে, এটাও রিজের অপর পাশে, সার্কল সিক্সটি সিক্স। বেঞ্চের এই উত্তর প্রান্তের ঘাস মরাটে। আর এর কারণও বোঝা যায় পাহাড়ের মাথা থেকে। এটা তরাই অঞ্চল, ভাঙাচোরা। সার্কল সিক্সটি

boiRboi.com

সিক্সের মত ছোট ছোট আরো যেসব আউটফিট আছে এটা তাদের এলাকা। তবে একটি পার্থক্য আছে: মানুষ এখানে মাইলের পর মাইল সবুজের দেখা পাবে না সহজে। আর সার্কল সিক্সটি সিক্স, বেঞ্চের শেষ মাথায়, হাত ঝাড়ালেই নাগাল পাবে তরতাজা ঘাসের।

আবার ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে চলল লেন সয়্যার। ন্যাড়া একটা পাহাড়-প্রাচীরের কাঁধ ঘুরে ওপাশের ঝুপড়ি আর কোরালের দিকে এগোল।

কোরালের ধারে অচেনা এক হোমস্টিডারের দেখা পেল সে। তাকে জিজ্ঞেস করল বিল শেল কোথায় আছে জানে কিনা।

'হপ্তা খানেক আগে এসেছিল,' বলল হোমস্টিডার। 'সোয়াট সেলের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখতে পার। শুনেছি ওর মেয়ের সাথে বিলের প্রেম আছে।'

পাহাড়ের আরো গহিনে, আগের-টার চেয়েও শ্রীহীন একটি ঝুপড়িতে গিয়ে সুন্দর এক মেয়ের সাথে কথা বলল লেন। জবাবে মেয়েটি, 'আমি জানি না বিল কোথায়, জানতেও চাই না,' বলে আবার ঢুকে গেল ঘরের ভেতর।

নাগাড়ে ফেডারেলসের দিকে এগিয়ে চলল লেন, এখন ভাবছে ওর সৃষ্টিছাড়া দায়িত্ব নিয়ে। আজ সকালেও সিগন্যাল ছেড়ে পুবে রওনা হবার জন্যে তৈরি ছিল সে। তুচ্ছ কয়েকটা কথা, মারামারি, তার জীবনের খাত বদলে দিয়েছে। ওই কথাগুলো মনে পড়ায় এখন নিজেই অবাক হয় সে। আসলে রেড কেটসের কথাকে কোন গুরুত্ব দেয়নি ও। লোকটা হামবাগ, আর তার উচিতসাজাও সে

বইঘর.কম

পেয়েছে। কিন্তু ফ্র্যাংক আইভির কথাগুলো ছিল ভিন্ন জাতের। মানুষের মনে জ্বালা-ধরান, আঁতে ঘা-দেয়া—একবার কানে গেলে আর এর পীড়ন থেকে নিস্তার নেই। আইভির কথার পিঠে পালটা কটু কথা শুনিয়ে সহজেই সিগন্যাল ত্যাগ করতে পারত সে। জিম ক্রু ছাড়া অন্য কেউ হয়ত মনেও রাখত না ব্যাপারটা। কিন্তু ওগুলো এমন এক সময় ঘা দিয়েছে যখন তার অহংকার এমনিতেই দগদগে হয়ে আছে। পেছনের কয়েকটা সপ্তাহে নিজেকে সে পরাজিত ভেবেছিল। তারপর এখনো ফুরিয়ে যায়নি আকস্মিক এই আত্ম-আবিষ্কার সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষে পরিণত করেছে তাকে। তাই নির্বিবাদে আইভির ঔদ্ধত্য মেনে নিতে পারেনি। সদ্য মুক্তির-স্বাদ-পাওয়া মানুষ যেমন সামান্যতেই ক্ষিপ্ত হয়, সেও তেমনি আচরণ করেছে—এবং সেজন্যে তার মনে এতটুকু দুঃখ নেই।

মাঝ-বিকেলে নিবিড় পাহাড়ি গাছপালায়-ছাওয়া অচেনা এক ট্রেইলে এসে পড়ল লেন। ফেডারেলসের আর সব ট্রেইলের মত এটারও শেষ রিলিফে। স্টেজ রোড থেকে দূরে, গিরিপথের কাছাকাছি, পাঁচটা দালান নিয়ে ছোট্ট একটা জনবসতি আছে ওখানে। পাহাড়ের ওপাশে বসবাসকারী ইণ্ডিয়ানরা আগে গরমের সময় হান্টিং ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করত জায়গাটাকে। তারপর একবার গিরিপথে ঝড়ে-পড়া একদল স্টেজযাত্রী ওখানে থেমে নিজেদের জীবন বাঁচিয়েছিল। তারাই ওই নাম রেখেছে জায়গাটির। পরে এক ঘোড়া ব্যবসায়ী আস্তানা গেড়েছিল ওখানে, এবং বছর খানেক বাদে র‍্যাঞ্চার আর ইণ্ডিয়ানরা যখন জানতে পারে নির্বিচারে সে উভয় পক্ষের আস্তাবলেই হানা দিচ্ছে, তারা ফাঁসিতে

boighar.com

ঝুলিয়ে দেয় তাকে। বেঞ্চবাসীরা অবশ্যি প্রকাশ্যে স্বীকার করতে চায় না এখনো এ-ধরনের ব্যবসাপত্র চলে এখানে। তবে অভিজ্ঞ মহল জানে, জায়গাটা ফেরারি আসামিদের একটি প্রিয় হাইড-আউট। খাবার, পানি সবই মেলে এখানে। রসিদ ছাড়া ঘোড়াও কেনা যায়। এরকম জায়গায়, লেন নিশ্চিত, মাসে অন্তত একবার বিল শেলের অস্থির পা দুটো বিশ্রাম নেবেই।

পড়ন্ত বিকেলে রিলিফে পৌঁছয় সে। দীর্ঘ একহারা পাইনের অন্ধকার ফিকে হয়ে গেল আচমকা, এবং লেন দেখল সামনেই তার গন্তব্য। কাঠের একটা ঝুপড়ি ঘেঁষে ওয়াগন রোড চলে গেছে। নড়বড়ে অব্যবহৃত কোরাল রয়েছে কয়েকটা। এর ওপাশে, রাস্তার অপর দিকে, কাঠের হতদরিদ্র দোতলা একটা বাড়ি। দেখে বোঝা যায় কস্মিনকালেও রঙ ছোঁয়ান হয়নি। শুধু ফলস্ ফ্রন্টের ওপর বড় বড় হরফে লেখা 'হোটেল' কথাটা জ্বলজ্বল করছে। এর সাথে লাগোয়া কাঠের লিন-টুতে বার, এবং এরপর বড়সড় দুটো বার্নের মাঝ দিয়ে সোজা দক্ষিণে এগিয়েছে ওয়াগন রোড, গাছপালার ভেতর হারিয়ে গেছে আবার।

ঘোড়া হাঁটিয়ে ঝুপড়ির পাশ দিয়ে এগোল লেন সয়্যার, দেখল হোটেলের পোর্চে-বসা এক লোক উঠে দাঁড়াল হঠাৎ, হনহন করে ভেতরে অদৃশ্য হল।

হোটেলের সামনে স্যাডল থেকে নামল সে, বারান্দায় উঠল সিঁড়ি টপকে, ভেতরে গেল। কেউ নেই লবিতে। আসবাব বলতে গোটা দুই নড়বড়ে কাঠের চেয়ার আর কোণের একটি ডেস্ক।

লিন-টু বারে যাবার দরজাটা চোখে পড়তে, কাঠের মেঝেয় শব্দ

বইঘর.কম

তুলে সেদিকে এগোল লেন। ভেতরে উঁকি দিল সে। পোর্চের সেই লোকটা বারে বসে খবরকাগজ পড়ছে। বার বাই চোদ্দ মাপের ঘর এটা। ছোট্ট বার আর তাস খেলার বড় একটা গোল টেবিল রয়েছে।

টেকো লোকটা পলক তুলল কাগজ থেকে, আলতো মাথা ঝাঁকাল। বারে গিয়ে লেন বলল, 'আমি বিল শেলের খোঁজ করছি। ওকে দেখেছ?'

মাথা নাড়াল বারটেণ্ডার। লেন জরিপ করল ওকে। কলারহীন ডুরে শার্টের ওপর ভেস্ট চাপিয়েছে। জামার আস্তিন আর গলায় চিতি পড়েছে ময়লার। হাড্ডিসার থ্যাবড়া মুখ। চোখ দুটো ঘষা কাচের মত, দেখে মনের কথা বোঝার জো নেই।

অলস কণ্ঠে 'না,' বলে আবার কাগজে ডুবে গেল বারটেণ্ডার।

লেন মৃদু গলায় বলল, 'আমি একটু খুঁজে দেখব।'

'স্বচ্ছন্দে,' কাগজ থেকে মুখ না-তুলেই, উদাসীন গলায় বলল লোকটি।

লেন নিশ্চিত বারটেণ্ডার মিথ্যে বলছে। কিন্তু কেন বলছে তা জানে না। ওর সন্দেহ হবার কারণ বারটেণ্ডারের হাতের কাগজটা সাতবাসি। কম করে হলেও সপ্তাহ খানেকের ওপর আছে এখানে, তবু ওটাই সে গোগ্রাসে পড়ার ভান করছে।

'তুমি এলে বোধহয় ভাল হয়,' লেন প্রস্তাব দিল।

চকিতে পলক তুলল বারটেণ্ডার, আগুন ঝরল চোখে। 'আমার বিশ্বাস, আমি না-গেলেই ভাল হয়।'

দোটানায় পড়ল লেন, কী করবে বুঝতে পারছে না। হঠাৎ

boighar.com

হোটেলের ভেতরের কোথাও থেকে একটা দমকা হাসির আওয়াজ এল ওর কানে। স্মিত হাসল সে। ওই হাসি নির্ঘাত বিল শেলের। ঘুরে লবির দিকে রওনা হল ও, পেছনে বারটেণ্ডারের নড়াচড়ার শব্দ পেল।

দালানের পেছনের অংশে যাবে বলে ডাইনিং রুম পেরোল সে, রান্নাঘরের দরজা খুলে ফেলল ঠেলে। চুলোর পাড়ে দাঁড়িয়ে দশাসই এক ইণ্ডিয়ান রমণী, হাসছে। কামরার আরেক প্রান্তে, দেয়ালে চেয়ারের পিঠ ঠেকিয়ে বিল শেল বসে, টুপি ঠেলে দেয়া মাথার পেছনে, হাসি কান ছুঁয়েছে।

লেনকে দেখে মরে গেল হাসিটা, অপলকে সে চেয়ে রইল একটুক্ষণ। সশব্দে মেঝেয় নেমে এল চেয়ার, ইতিমধ্যে হাসি আবার ফিরে এসেছে যথাস্থানে।

'নীরস লেন,' হাই তুলল শেল। 'তারপর কেমন আছ, বুড়ো খোকা?'

মন্থর পায়ে উঠে এল ও, লেনের হাত ঝাঁকাল আন্তরিকভাবে। শেলের রঙজ্বলা লেভাইসের এখানে-সেখানে তালি। আধময়লিন নীল শার্টের বাঁ-আস্তিনটা ধূসর খাকি। নিশ্চয় এই দীনহীন বেশ দেখে দয়া হয়েছিল কোন মহিলার। হাতের কাছে যে-কাপড় পেয়েছে তা দিয়ে মেরামত করে দিয়েছে। বিল শেল একহারা যুবক। লম্বা নয়, প্রাণবন্ত সুদর্শন মুখখানা রোদে পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে প্রায়। ওর কালো চোখ দুটো এখন চেয়ে আছে লেনের কাঁধের ওপর দিয়ে। আচমকা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সে। পেছন ফিরল লেন, দেখল বারটেণ্ডার চৌকাঠের ঠিক বাইরেই

দাঁড়িয়ে, হাতে দোনলা শটগান।

'বব, এ আমার বন্ধু। লেন সয়্যার। ওকে নিয়ে ভয়ের কিছু নেই।'

ঘাড় কাত করল গোমড়া-মুখ রবার্ট, ডাইনিং রুমের ভেতর অদৃশ্য হল। লেনকে মাপল বিল শেল। সিগন্যালে ওদের একত্র দিনযাপনের স্মৃতি হাসি বয়ে আনল ওর মুখে। ও বলল, 'বাছা, তুমি শহর ছেড়ে অনেকদূর চলে এসেছ।'

মাথা ইশারায় পেছনের দরজাটা দেখিয়ে লেন বলল, 'বাইরে চল, কথা আছে।' বিলের কালো চোখে কৌতূহল ঝিকিয়ে উঠল এবার, পেছনের এবড়োথেবড়ো পোর্চে গিয়ে সে হাজির হল আগেভাগে। একদম ওপরের ধাপে বসল লেন, আর বিল পাশে দাঁড়িয়ে পলক নামাল। বিল শেলের মধ্যে একধরনের খোলামেলা ভাব আছে, খুব কম মানুষই যা পারবে উপেক্ষা করতে। যেমন এখন ওর চোখে ফুটে উঠেছে লেনের প্রতি অকপট ভালবাসা এবং তা সে লুকোছাপার কোন চেষ্টাই করছে না।

বিল বলল, 'হারামি, কোন্ দুঃখে তুমি পরের চাকরি করছ? সবসময় তোমার কথা মনে পড়ে আমার।'

লেনের পাশে বসে পড়ল সে। কিছু বলল না লেন, তামাকের থলে বার করে এগিয়ে দিল বন্ধুর দিকে।

একটা সিগারেটের উপযোগী মশলা নিয়ে বিল হাত বদল করল থলেটা, লেন নিজের জন্যে কাগজ আর খানিকটা তামাক বার করে নিল। ও বলল, 'বিল, তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ?' তারপর ওর চোখে চোখ রেখে যোগ করল, 'আমার জানা দরকার।'

boighar.com

বিল হাসল। 'ববকে দেখে বলছ নিশ্চয়? না। তেমন কিছু না। এক মেয়েকে আমি চুমু খেয়েছিলাম। বব ভেবেছে তুমি হয়ত তার বাবা।'

দুটো সিগারেটেই অগ্নিসংযোগ করল বিল। এবার লেন শান্ত গলায় জানতে চাইল, 'একটা চাকরি আছে। করবে?'

নিমেষে হাসিখুশি ভাব উবে গেল বিলের মুখ থেকে। গুঙিয়ে উঠল সে। 'এ-ই জন্যে তুমি এসেছ এখানে? এখনো আমার পকেটে টাকা আছে কিছু। চাকরি করব কোন্ দুঃখে?'

'লড়াই করার সুযোগ পাবে।'

বিলের আগ্রহ বাড়ে। 'তাই?'

'সুসানা বুশ,' মৃদু স্বরে বলল লেন, 'কসম খেয়েছে তার বাবাকে একটা শিক্ষা দেয়ার—এবং সেই সাথে ফ্র্যাংক আইভিকেও।'

বিস্ময় ফুটল বিল শেলের চেহারায়। লেন সংক্ষেপে জানাল সিগন্যালের ঘটনা। ওয়াল্ট শিপলি কী রকম বেত-মারা কুকুরের মত পালিয়েছে তার ইতিহাস বলল, আর সুসানার বদলা নেবার তিক্ত শপথের কথা।

সমনোযোগে শুনল বিল। যখন শেষ হল লেনের কথা, উঠনের ওপাশের একটা চালাঘরে-রাখা লাকড়ির গাদার দিকে তাকিয়ে আস্তে জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু?'

'ব্যস, এই।'

'তুমি টাকার জন্যে লড়ছ না,' বিড়বিড় করে বলল বিল। 'আমি হয়ত তা-ই লড়ব—কিন্তু তুমি লড়বে না।'

'না,' স্বীকার করল লেন, তারপর স্যালুনে রেড কেটসের সাথে

বইঘর.কম

মারামারি আর ফ্র্যাংক আইভির হুঁশিয়ারির কথা জানাল। বলা শেষ করে লেন পলক তুলে দেখল বিল হাসছে।

চাঁচাছোলা কণ্ঠে শেল বলল, 'তোমার বিশ্বাস আইভি তোমাকে তাড়াতে পারবে না আর তাই তুমি থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছ?'

মাথা ঝাঁকাল লেন। আর বিল চুপ করে ভাবতে লাগল। যা-যা বলার সবই বলেছে লেন। বিল শেলের সাহায্য কামনা করেছে, কারণ তাকে সে জানে। বিল অস্থির। সবসময় নির্ভর করা যায় না। অত্যন্ত হালকা স্বভাবের। চলাফেরা চিন্তাভাবনা প্রায় ইণ্ডিয়ানদের মত। এত দোষ সত্ত্বেও, একটি গুণ তার আছে: ঈশ্বর বা মানুষ কাউকে সে ভয় করে না। তার আনুগত্য, লেন জানে, টাকা দিয়ে কেনা সম্ভব না; তবে ওর আগ্রহকে যদি উসকে দেয়া যায় কোনভাবে, কুকুরের মতই সে বিশ্বস্ত থাকবে। এ-অঞ্চলের সবকিছু তার নখদর্পণে। এখানকার দলাদলি আর লোকের গোপন কুৎসার কথা জানে। শহরের জীবন আর ক্ষমতাবান মানুষদের সাথে তার শত্রুতা চিরন্তন। মনে মনে বাধাবন্ধনহীন এক অতীত সময়ে বাস করে সে, যে-যুগে টাকার এত অসীম ক্ষমতা ছিল না।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করল বিল, 'আমার কাছে সুসানা পাঠিয়েছে তোমাকে?'

'না।'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল বিল। 'সেক্ষেত্রে মানতেই হচ্ছে, বন্ধু, তুমি খুব চতুর লোক।'

লেন, হতভম্ব, কিছু বলল না। বিল হাসল মৃদু। 'ফ্র্যাংক

boighar.com

আমাকে পছন্দ করে না। ভয়ও পায়। আমিও পছন্দ করি না ওকে। বড্ড বেশি অহংকার।'

'ঠিক,' একমত হল লেন।

'তাহলে লোকটাকে ছিঁড়েই দেখা যাক কিসের এত বড়াই তার।' খাদে নেমে গেছে বিলের গলা।

'যখন আমি বলব তখন,' লেন গম্ভীর। 'এভাবেই ঘটতে হবে এটা। মানতে না পারলে তোমার দরকার নেই চাকরি নিয়ে।'

একগাল হেসে বিল বলল, 'তোমার কথাই সই, বাছা।'

লেন বুঝল বন্ধুর প্রতিশ্রুতি সে পেয়েছে। একটুক্ষণ নীরবে সিগারেট টানল ওরা, তারপর লেন বলল, 'আমাদের আরো জনাদুই লোক লাগবে, বিল।'

বিল হাসল। 'আরে, আমি অন্তত পঞ্চাশজনকে জানি যারা শুধু আইভিকে ঘায়েল করার আশায়ই বেগার খাটতে রাজি হবে।'

'এ-ধরনের লোকই আমি চাই। তবে জিম ক্রু-র কাছে পাস করতে হবে তাদের।'

বিলের চোখে জিজ্ঞাসা। 'এর মধ্যে ক্রু আসছে কোত্থেকে?'

'ক্রু,' লেন বলল ধীর গলায়, 'আমাদের তুরুপের টেক্কা। কিন্তু ভাড়াটে বন্দুকবাজ দিয়ে ওকে আমরা কিনতে পারব না।'

'কিন্তু তুমি যে আবার কঠিন লোক চাইছ?'

'এতটা যেন ক্রু-র কাছে পাস নম্বর পায়।' শর্ত জুড়ে দিল লেন।

মুহূর্ত খানেক ভাবল বিল, জানতে চাইল, 'কত তাড়াতাড়ি?'

'যত তাড়াতাড়ি পারবে তুমি। আর এই খবরটা ছড়িয়ে দাও,

বইঘর.কম

ঠিক দুদিন পর এখানে আমরা গরু কিনব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ল বিল শেল, 'দেখা হবে, বাছা,' বলে হোটেলের কোনা ঘুরে হারিয়ে গেল। লেন উঠে কোণে গিয়ে দাঁড়াল, দেখল পা চালিয়ে কোরালের দিকে এগোচ্ছে বিল। ঘনায়মান অন্ধকারে ওর শিস আনন্দের জাল বুনছে।

লেন জানে সবে দাবার একটা ঘুঁটি সে চেলেছে। তবে এর শেষটা এখনই অনুমান করা যাবে না। কৌশলটা সেই সাবেকি, যদিও সেটা ও পছন্দ করে এমন না। কঠিন একদল লোকের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে কঠিন লোকজন ভাড়া করা হচ্ছে। প্রচুর রক্ত ঝরবে এতে, তবে শক্ত হাতে হাল ধরে রাখতে পারলে এ-খেলায় জয় সুনিশ্চিত।

বিল অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করল সে, জানে এখন আর ফেরার পথ নেই।

boighar.com

চার

মাঝ-বিকেলে ডি বারে পৌঁছয় সুসানা। বাসার পেছনের ক্রীকের সেতুতে ওর বাগির ঘর্ঘর আওয়াজ স্টোন বাংকহাউসের কোনায় টেনে আনল তরুণ লিংক টমসকে। নবনিযুক্ত মেক্সিক্যান আয়ার সাথে সুসানাকে দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি ওয়াগন শেডে চলে এল লিংক, মেহমানদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

অল্পক্ষণের ভেতর সুসানা হাজির হল। 'লিংক, বাকবোর্ডে হোসেফার ট্রাংকটা তুলে দাও,' আদেশ করল সে। 'বাবা কোথায়?'

'আশেপাশেই কোথাও আছেন,' বলল লিংক। এখনো কৈশোর পেরোয়নি তরুণ এই কাউবয়ের। একহারা গড়ন, সুন্দর চেহারা। ডি বারের হর্স র‍্যাংগলার সে, সুসানার অন্ধ ভক্ত। সুসানাকে নামতে সাহায্য করল লিংক, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মেক্সিক্যান মহিলার দিকে তাকাল।

'ঘণ্টাখানেকের ভেতর তাজা ঘোড়া লাগিয়ে বাকবোর্ড রেডি করে রাখবে। ঠিক আছে, লিংক?' সুসানা বলল।

বইঘর.কম

তরুণ র‍্যাংগলারের জবাবের জন্যে অপেক্ষা করল না সুসানা, ইশারায় মেক্সিক্যান আয়াকে আসতে বলে পা বাড়াল বাসার দিকে।

বিশাল র‍্যাঞ্চ হাউসের ভেতরটা বেশ ছিমছাম, সুসানার মায়ের হাতে সাজান। পাথর আর কাঠ দিয়ে তৈরি। দোতলায় চারপাশে ঘোরান বারান্দা। বড় বড় কটনউড গাছ ছায়া দিচ্ছে বাড়িটাকে। সুসানার মা দুভাবে ডি বারে নিজের ছাপ রেখে গেছেন: জর্জ বুশকে বাধ্য করেছেন বাংকহাউস কোরাল আর বার্নের অবস্থান বাসা থেকে দূরে রাখতে এবং বাড়ির পেছনের অংশে ক্রীক অবধি নিজের হাতে বাগান করেছেন।

সামনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে সোজা দোতলায় নিজের ঘরে উঠে গেল সুসানা। ওর ঘরটা বেশ বড়, কাল মেহগনি কাঠের আসবাবে সাজান। জানালায় দাঁড়ালে কোরাল আর বার্ন চোখে পড়ে।

মেক্সিক্যান আয়া যখন পৌঁছল এসে, খাটের কিনারে দাঁড়িয়ে দ্রুতলয়ে নিশ্বাস নিচ্ছে সুসানা, পথশ্রম আর সিঁড়ি ভাঙার ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছে।

তর্জনী তুলে ওপাশের দেয়ালের গায়ে একটা দরজা দেখাল সে। 'ওখানে বড় ট্রাংক আছে। ওটা বার কর। ওই ওয়ারড্রোবে জামাকাপড় পাবে আমার, সব গুছিয়ে নাও তাড়াতাড়ি।'

'সি, সিনোরিটা,' হোসেফা বলল।

'আমাকে সুসানা বলে ডাকবে,' রুক্ষ স্বরে বলল সুসানা। 'মিস সুসানাও না—শুধু সুসানা।'

boighar.com

'সি, সিনোরিটা,' তোতাপাখির মত আউড়াল হোসেফা, তারপর, মনিবের নির্দেশ্ মনে পড়ায় একটু থেমে, 'সুসানা।'

মৃদু হাসল সুসানা, জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। আয়ার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়ে গেছে। এখান থেকে চলে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছে সে, এটা তারই লক্ষণ। গতরাতে ওয়াল্ট ওই চিঠি দেয়ার পর সীমাহীন স্তব্ধতার মাঝে জেগে জেগে সে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক ভেবেছে। বুঝেছে শেষ পর্যন্ত এ-সিদ্ধান্তই নিতে হবে তাকে। শুরুতে তার মনে হয়েছিল সাহসের প্রয়োজন পড়বে, কিন্তু এখন দেখছে ব্যাপারটা আদৌ তেমন কঠিন কিছু নয়। এ যেন সাপের খোলস বদলাবার মত। নিজেকে নতুন রূপে আবিষ্কার করা, অতীতের সমস্ত বাধাবন্ধন উদ্বেগ আর ভয়ের ঊর্ধ্বে উঠে। এমনকি ওয়াল্টকে হারিয়েছে বলে তার কোন আফসোস নেই। ব্যাপারটাকে সে এখন একটা প্রতীক মনে করছে, যা তাকে বিদ্রোহী হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ওয়াল্টের কাছে সে কৃতজ্ঞ, কিন্তু কখনই তাকে ভালবাসেনি, এখন বুঝতে পারছে। ওকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল কেননা সে ভেবেছিল এভাবে বাবা আর ফ্র্যাংক আইভির নাগপাশ থেকে মুক্তি মিলবে। এখন দেখছে কাজটা বোকামি হয়েছে, কারণ ওয়াল্ট ছিল দুর্বল। তবে এই দুঃসাহসের পরিণাম কী হতে পারে তখনই সে জানত। তার সৌভাগ্য, খুব অল্পসময়ের ভেতর প্রেমিকের আসল পরিচয় সে পেয়ে গেছে, আর তা পাবার পথে আবিষ্কার করেছে নিজের শক্তিকে। বাপ-বেটিতে যে-বিরোধ চলছে এখন তাকে প্রসন্নভাবে গ্রহণ করতে পারে সে। এক অর্থে নিজের আত্মজাকে তিনি পরাজিত

বইঘর.কম

করেছেন, কিন্তু তা করতে গিয়ে খুলে দিয়েছেন বন্দিশালার দরজা।

আলমারির জামাকাপড় বার করে বিছানার ওপর জড় করল সুসানা। শিস বাজাচ্ছে আপনমনে, যা সে গেল কয়েক মাসের মধ্যে করেনি। নিজের শক্তির পরিচয় পেয়ে এখন ওর গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে।

ড্রেসারের ড্রয়ারগুলো টেনে টেনে খুলল সে, খালি করতে লাগল। হঠাৎ জানালার বাইরে চোখ পড়তে থেমে গেল, তীক্ষ্ণ হল দৃষ্টি। বাংকহাউসের সামনে রেড কেটসের ডান ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। দরজার কাছে জটলা করছে তিনজন কাউহ্যাণ্ড। সুসানা ভাবে কেটসের সাথে ওর বাবাও ভেতরে আছেন কিনা। সিগন্যালে যেমন ওকে দিয়েছিল, রেডের মার খাওয়ার ব্যাপারটা তাঁকেও চমকে দেবে। লেন সয়্যার জানায়নি ওকে। সে-দায়িত্ব পালন করেছে জিম ক্রু। সংক্ষেপে বর্ণনা করেছে ডি বারের ফোরম্যানকে কীভাবে দক্ষ হাতে আড়ং ধোলাই করেছে লেন। এরপর সুসানার অনুমান করে নিতে কষ্ট হয়নি কেন হঠাৎ মত বদলেছে লেন সয়্যার, এবং তাকে সবকিছু খুলে না-বলা সত্ত্বেও বুঝে নিয়েছে কী ধরনের লোকজন দরকার হবে সার্কল সিক্সটি সিক্সে। আধঘণ্টা পর, বাঁধাছাঁদার কাজে যখন দারুণ ব্যস্ত সুসানা, দরজায় করাঘাতের শব্দ হল।

'ভেতরে এস, বাবা,' বলে সোজা হয়ে দাঁড়াল সুসানা।

গটগট করে ভেতরে ঢুকলেন জর্জ বুশ, তাঁর ঠোঁটের কোণে নিভে-আসা সিগার। ঘরের এলোমেলো অবস্থা আর মেক্সিক্যান আয়াকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন, সিগারটা নামালেন মুখ থেকে।

boighar.com

'এসব কী?' কপাল কুঁচকে জানতে চাইলেন।

সুসানা অবিকল ওর বাবারই মেয়ে। জর্জ বেঁটে, হালে মেদ জমেছে শরীরে। আচার-আচরণে একধরনের অসচেতন উগ্রতা রয়েছে। ঠোঁটের ওপর ঝুলে-পড়া ঘন কাঁচাপাকা গোঁফ চেহারাকে যদিও হাস্যকর করে তুলেছে, কিন্তু তাঁর অন্তর্ভেদী নীল চোখ দুটো মানুষটা সম্পর্কে অন্য ধারণা দেবে। মাথায় খুলি-কামড়ান বাদামি চুল, দিনে একবার আঁচড়ান, এবং দশ মিনিট পরপর এত অস্থিরভাবে আঙুল চালান তাতে যে চুলগুলো সবসময় শজারুর কাঁটার মত দাঁড়িয়ে থাকে। বাহ্যিক অবয়বের সাথে তাঁর পোশাকেরও মিল রয়েছে: দামি অথচ অপরিপাটি, অধিকাংশ সময় টাই ছাড়াই কলারের বোতাম আটকে রাখেন। আজ রাইডিং বুটের ওপর গেইটার বেঁধেছেন। সব মিলিয়ে, এখন গোমড়া-মুখো এক টেরিয়ারের মত লাগছে তাঁকে, যে নিজের চারপাশের জগৎকে চিনতে না-পেরে হকচকিয়ে গেছে।

'কোথাও যাচ্ছ?'

'আমি চলে যাচ্ছি, বাবা,' মৃদু কণ্ঠে বলে আবার গোছগাছে লেগে পড়ল সুসানা।

বিছানার কিনারে গিয়ে দাঁড়ালেন জর্জ বুশ, মেয়ের একটা জামা নেড়েচেড়ে দেখলেন, তার পর নরম গলায় জানতে চাইলেন, 'কোথায়?'

'সার্কল সিক্সটি সিক্সে। আমি এখন ওটার মালিক।'

চকিতে পলক তুললেন জর্জ। 'তারমানে তুমি ওকে বিয়ে করেছ?'

বইঘর.কম

'না, শান্তভাবে বলে সুসানা। 'এনগেজমেন্টের সময়েই বাথানটা আমাকে দিয়ে দিয়েছিল ও। যাবার আগে বলে গেছে ওটা নিয়ে নিতে।'

কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন জর্জ, খেয়াল হয়েছে ঘরে আয়া রয়েছে।

'অ্যাই, তুমি বাইরে যাও,' রুক্ষ স্বরে বললেন তিনি, মাথা ইশারায় দরজা দেখালেন।

সুসানা বলল, 'হোসেফা, রান্নাঘরে গিয়ে অ্যানাকে বল আমার ধোয়া কাপড়গুলো দিতে।'

ঘাড় কাত করল মেক্সিক্যান আয়া, নীরবে বেরিয়ে গেল।

খাটের কিনারে ধপ করে বসে পড়লেন জর্জ, জিজ্ঞেস করলেন, 'এসবের মানে কী?'

'যা বললাম আমি।'

'তুমি তোমার নিজের একটা বাড়ি চাও, এই তো?'

'নিজের একটা র‍্যাঞ্চ চাই—এবং সেটা আমি পেয়েওছি।'

'র‍্যাঞ্চ,' বুশ হতভম্ব, 'তার মানে?'

'ওহ্, বাবা,' সুসানা ক্ষোভ প্রকাশ করল, 'এই সোজা জিনিসটা তোমার মাথায় ঢুকছে না। আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। সার্কল সিক্সটি সিক্সের দেখাশোনা করব। মায়ের রেখে-যাওয়া টাকাটা নিয়ে যাচ্ছি—বার্থলোমিউর সাথে এ-ব্যাপারে আমার কথা হয়েছে আজ। উনি বলেছেন ওটা নেবার ব্যাপারে তুমি আমাকে বাধা দিতে পারবে না। সার্কল সিক্সটি সিক্সে গরু আনব আমি, তারপর যতটা পারি ঘাসের দখল নেব।'

boighar.com

ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়লেন জর্জ। বললেন, 'কিসের ওপর এত বিতৃষ্ণা তোমার?'

'নিজের জীবনের ওপর,' সুসানা বলল সোজাসাপটা।

'আমি বুড়ো মানুষ। সহজ করে বল।'

'বলব,' সুসানা অমায়িক। 'তুমি শুধু প্রশ্ন করে যাও।'

আবার বাঁধাছাঁদায় মন দিল ও। আর জর্জ উদ্বিগ্ন, জরিপ করতে লাগলেন মেয়েকে। 'ছেলেটা তোমাকে ফেলে পালিয়েছে বলে কষ্ট পাচ্ছ?'

Boighar

সোজা হল সুসানা, হাসল। অট্টহাসির মত শোনাল সেটা। জর্জের পছন্দ হল না মেয়ের এই ভাবভঙ্গি।

'বেশ গুছিয়ে বলেছ কিন্তু, বাবা,' সুসানা বলল অবশেষে। 'শোন, ও আমাকে ফেলে পালায়নি। তোমার আর আইভির সাথে লড়াই করার মত শক্তি ওর ছিল না বলেই পালিয়েছে। ভেবে দেখেছে, সে আমাকে এত ভালবাসে না যে আমার জন্যে তাকে মরতে হবে। ওকে আমি দোষ দিতে পারি না এজন্যে।'

'সুসানা,' বুশ প্রতিবাদ করলেন, 'তুমি এসব কী আবলতাবল বলছ?'

তাকাল সুসানা। 'সত্যি কথাটাই, বাবা। ও ভেড়া আনার হুমকি দেয়ায় চমৎকার একটা ছুতো পেয়ে গেছ তোমরা। আসলে লোকটা সরল ছিল, আর তোমরা তার সুযোগ নিয়েছ। দেশছাড়া করেছ ওকে। আর এখন তুমি আর ফ্র্যাংক দুজনেই ভাবছ তোমাদের শক্তি দেখে আমি ভয় পাব, রাজি হয়ে যাব ফ্র্যাংককে বিয়ে করতে। কিন্তু সেটি হচ্ছে না—আমি চলে যাচ্ছি।'

বইঘর.কম

নিভে-আসা সিগারটা জরিপ করতে করতে মেয়ের কথাগুলো নিয়ে এক মুহূর্ত ভাবলেন জর্জ বুশ। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' অসহিষ্ণুভাবে বললেন, 'মানলাম তুমি সার্কল সিক্সটি সিক্সের কাজকর্ম দেখাশোনা করতে যাচ্ছ। কিন্তু গরু পাবে কোথায়?'

'কিনব।'

'একাই?'

'আমার ফোরম্যান আছে, কর্মচারিও রাখব।'

কৌতূহলী দেখায় জর্জকে। 'কে তোমার ফোরম্যান?'

'লেন সয়্যার।'

জর্জের চোখে বিস্ময় লক্ষ করে মুখ টিপে হাসল সুসানা। 'পছন্দ হয়েছে?'

'তাহলে এজন্যেই রেডের সাথে মারামারি করেছে লোকটা?'

'আমার তা মনে হয় না,' জবাব দিল সুসানা। 'ব্যক্তিগত কোন কারণ নিশ্চয়ই ছিল। যাই হোক, তোমরা সহজে ওকে তাড়াতে পারবে না। গোলমাল হবেই।'

'হুম,' স্বগতোক্তির সুরে বললেন জর্জ। 'তবে তোমার সবচেয়ে প্রয়োজনের সময়েই ওকে তুমি পাশে পাবে না। এ-ধরনের লোক কেমন হয় আমি জানি।'

'বাঁচতে চাইলে ঝুঁকি তো আমাকে একটা নিতেই হবে,' সুসানা অবিচল। কথাটা বলে মজা পায় ও, বাবা আর ফ্র্যাংক আইভি যদি লেন সয়্যারকে খাট করে দেখে ওর তাতে কোন ক্ষতি নেই। 'কয়েকটা ঝুঁকি আমি এড়াতে পারব না, তার ভেতর এটাও একটা।'

boighar.com

'আরো আছে,' বুশ বললেন চাঁচাছোলা স্বরে। 'ভেবেছ, ফ্র্যাংক আর আমি এত সহজে তোমাকে আমাদের ঘাস চুরি করতে দেব?'

'আমার মনে হয় না তোমরা কিছু করতে পারবে,' সুসানা শান্ত জবাব দেয়।

'কেন পারব না?'

'আজ পর্যন্ত কেউ তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি। আমার ধারণা তোমরা বেশি ঘেউ ঘেউ কর,' সুসানার কণ্ঠে বিদ্বেষ, 'কামড়াবার মুরোদ নেই।'

জর্জ অনুসন্ধিৎসু চোখে মেয়ের দিকে তাকালেন। ওর জিভের ধার দেখে তিনি বিস্মিত হননি। সুসানার শরীরে তাঁরই রক্ত বইছে। কিন্তু অন্য একটি ব্যাপার তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে। 'সুসানা,' গাঢ় স্বরে বললেন, 'এটা পুরুষের কাজ। গোলাগুলি হবে এতে, লোকক্ষয় হবে।'

'তোমাদের, সংক্ষেপে বলল সুসানা, আবার ফিরে গেল কাজে।

খাটের কিনারে বসলেন জর্জ, সিগার ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়ার আড়াল থেকে মেয়েকে দেখতে লাগলেন। সুসানা এসে হটিয়ে দিল তাঁকে জামাকাপড়ের কাছ থেকে। বুশ খাটের আরেক মাথায় চলে গেলেন, হেলান দিলেন বাজুতে। দ্রুতলয়ে নাগাড়ে হাত চলছে সুসানার। আর জর্জ ধূর্ত অর্ধনিমীলিত চোখে ওকে লক্ষ করছেন। জীবনে অনেক বেয়াড়া ঘোড়া পোষ মানিয়েছেন তিনি, জানেন ওদের বশে আনবার একটা পথই আছে। সুসানাকে

বইঘর.কম

মুহূর্তে তিনি সেভাবে দেখছেন। মেয়েটা জেদি, কিন্তু বোকা নয়। এখন এমন এক খেলায় সে নেমেছে যার কোন নিয়মনীতি নেই। এটা নাকি মেয়েদের বিশেষ গুণ, তিনি শুনেছেন, তবে এক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হয় কিনা সে-ব্যাপারে তাঁর সন্দেহ আছে। শুরু করার আগেই যদি সুসানাকে টাইট দেয়া যায়, ও হার মানবে। কারণ, ওই যে, সে বোকা নয়। এ সবই একনিশ্বাসে ভাবলেন জর্জ, এবং সাথে সাথে এও উপলব্ধি করলেন কেন এরকম ভাবছেন। সুসানাকে তিনি হারাতে চান না। দশ বছর বয়স থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে ও তাঁর সাথে লড়ছে, কখনো গোপনে কখনো-বা প্রকাশ্যে, তবু ওকে হারাতে হলে তিনি শেষ হয়ে যাবেন।

জর্জ গলা খাঁকারি দিলেন। সুসানা পলক তুলল। তাঁর কথা মেয়েটা ভুলেই গিয়েছিল, এত বেশি সময় তিনি নীরব ছিলেন।

'সুসানা, আস্তে বললেন বুশ, 'আমি তোকে যেতে দেব না।'

'বাধা দিয়ে লাভ হবে না, বাবা।'

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে সিগারটা ঝাঁকালেন জর্জ। কায়দা করে বললেন, 'কথাটা আমি ওভাবে বলিনি। বাধা তোকে আমি দেব না—শুধু ভাবছি এমনটি না-হওয়াই উচিত ছিল।'

হাতের কাজ বন্ধ করে সুসানা। 'তো?'

'কী হলে তুই খুশি হবি?'

একটুক্ষণ ভাবে সুসানা। বুকে হাত বেঁধে দরজার কাছে যায় একবার, ঘুরে আবার বিছানার সামনে এসে দাঁড়ায়। 'তুমি আর ফ্র্যাংক যদি আমেরিকান ক্রীক অবধি সরে যাও।'

boighar.com

সিগারের ওপর শক্ত হয়ে চেপে বসল জর্জের চোয়াল, রাগে জ্বলে উঠল আপাদমস্তক। কিন্তু পাকা জুয়াড়ি তিনি, বাইরে কিছুই প্রকাশ পেল না। 'এ তো গায়ের অর্ধেক মাংস, তিক্ত সুরে তিনি বললেন।

'পুরোটাই বলতে পার,' সুসানা টিপ্পনী কাটল।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন বুশ। 'আমার মৃত্যুর পর এমনিতেও তুমিই পাবে সব, তো বেঁচে থাকতে অর্ধেকটা দিতে আমি কোন বাধা দেখছি না আর ফ্র্যাংকের কথা যদি বল' —কাঁধ ঝাঁকালেন র‍্যাঞ্চার, বাতাসে হাত খেলালেন—'সে চাইছে তুমি ওর নাম গ্রহণ কর। আমার মনে হয় না তারও কোন আপত্তি হবে।'

'আমার বিশ্বাস, ফ্র্যাংক আপত্তি করবে,' সুসানা বলল।

'আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে।' জর্জ উঠে দায়সারাভাবে জানতে চাইলেন, 'সিক্সটি সিক্সে কে আছে?'

'সয়্যার হয়ত এসে পড়েছে এতক্ষণে।'

'আমি বলি কি,' শুরু করলেন বুশ, 'কাল লোক পাঠিয়ে ওকে ফ্র্যাংকের ওখানে আনিয়ে নিই। ফ্র্যাংককে আমি জানিয়ে রাখব, আমরাও আসছি। বেল র‍্যাঞ্চে বসে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা যাবে। আশা করি আমরা সবাই একমত হতে পারব।' অস্পষ্ট হাসলেন তিনি। 'মাত্র একটা রাত বেশি তুই এখানে থাকতে পারবি না, সুসান?'

সুসানা চিন্তা করে এক মুহূর্ত। আর জর্জ ওর মনের কথাটা যেন পড়তে পারেন। ও ভাবছে তিনি ওকে ভালবাসা দিয়ে নিরস্ত করতে চাইছেন। সুসানাকে তিনি চিনে থাকলে, ও রাজি হবে

বইঘর.কম

থাকতে, হয়ত তাঁর আর ফ্র্যাংকের কাছে শুধু এটা প্রমাণ করতেই যে সে ভালবাসার বশ। সুসানা যা-ই ভাবুক, ক্ষতি নেই—তাঁর প্রয়োজন কেবল একটি রাত।

'ঠিক আছে, থাকব নাহয় আজ রাতটা,' সুসানা বলল।

'গুড,' বললেন বুশ। 'কাল আমরা বাপ-বেটিতে একসাথেই যাব।' যখন দরজার বাইরে এলেন, তাঁর কাঁচাপাকা গোঁফের নিচে সূক্ষ্ম হাসি খেলা করছে।

boighar.com

পাঁচ

লেন যখন সিক্সটি সিক্সে পৌঁছল, নাস্তার সময় পেরিয়ে গেছে। বৃষ্টি আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল গতকাল, ধূসর আকাশে আজো তার ছবি ফুটে আছে। ফেডারেলস থেকে ধেয়ে-আসা ঠাণ্ডা বাতাস কাঁপন তুলেছে তৃণপ্রান্তরে। লেন সমভূমি পেরিয়ে রিজের পাশ দিয়ে এগোল, আমেরিকান ক্রীকে গিয়ে নামল। সার্কল সিক্সটি সিক্স আরো পাঁচ মাইল সামনে। র‍্যাঞ্চের উইণ্ডমিলটা এখন একটা চড়াইয়ের ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে। চড়াইয়ের মাথায় উঠল লেন, পেছন ফিরে নিচের সবুজ সতেজ তৃণভূমির দিকে তাকাল। ওয়াল্ট শিপলিকে এখন আর সে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য দোষ দিতে পারে না। যে-কারো লোভ জাগবে এই ঘাসের ওপর।

উত্তরের ন্যাড়া ঢালের গোড়ায় র‍্যাঞ্চ হাউসটা দাঁড়ান। দেখতে অতি সাধারণ—কাঠের লম্বা চালাঘর, লগ বার্ন, কয়েকটা স্ল্যাব শেড আর পোল কোরাল। গাছপালা নেই কোথাও। বাড়িটা বানানই হয়েছে উপযোগিতার কথা চিন্তা করে। লেন ভেবে পায়

না সুসানা বুশ কীভাবে এর চেহারা ফেরাবে।

উঠনে ঢুকে লেন দেখে বারান্দার ধারে একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে, পাশেই বসে ওটার রাইডার। বিল শেল, সন্দেহ নেই, খুব দ্রুত নিজের দায়িত্ব পালন করেছে। নিশ্চয়ই এ-লোক বাথানের নতুন কর্মচারি।

ঘোড়া হাঁটিয়ে বারান্দার কাছে গেল লেন। রাইডার উঠে দাঁড়াল। প্রথমে নেহাত ছেলে-ছোকরা মনে হয় তাকে, চেহারায় লাজুক একটা ভাব। লেনের দৃষ্টি ঘোড়ার দিকে সরে গেল এবং এবার ওটার নিতম্বে ডি বার মার্কা চোখে পড়ল তার।

রাশ টানল সে। লিংক টমস একগাল হাসল। 'হাউডি। তুমিই লেন সয়্যার?'

'হ্যাঁ,' বলল লেন, শান্ত কণ্ঠে।

'সুসানা বুশ আমার সাথে তোমাকে আসতে বলেছে।' লিংক এগিয়ে এল, শার্টের পকেট থেকে চিঠি বার করে লেনকে দিল। সুসানা লিখেছে, পত্রবাহকের সাথে ও যেন চলে আসে।

চিঠিটা পকেটে রেখে লেন বলল, 'আমি তৈরি।' লিংক ঘোড়ায় চাপল।

ও কোনাকুনিভাবে উত্তরে রওনা হয়েছে লক্ষ করে সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগল লেনের মনে। 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'বেল র‍্যাঞ্চে।'

চোখ কুঁচকে ছোকরা র‍্যাংগলারের দিকে তাকাল লেন। সরল নিষ্পাপ চেহারা। চিঠিটাও যে সুসানা লিখেছে তাতে সন্দেহ নেই, তবু লেনের বুকের ভেতর একটা অস্বস্তি খচখচ করতে থাকে।

boighar.com

ফ্র্যাংক আইভির হুমকির কথা তার মনে আছে। হাসল সে। সুসানা হয়ত সব বুঝে-শুনেই ডেকে পাঠিয়েছে। কিন্তু যদি তা না হয়, তার কপালে আজ কী আছে কে জানে! একটি পথই আছে এখন জানবার। লেন ধৈর্য ধরল।

আমেরিকান ক্রীক পার হল ওরা, ফেডারেল পর্বতমালার পাথুরে রিজ ধরে ওপর পানে উঠতে লাগল। রিজের মাথা থেকে দূর-পুবে বেঞ্চের সীমানাবর্তী নিবিড় ঝোপঝাড় আর পতিত জমি দেখতে পাচ্ছে লেন। রিজের উত্তর ঢালের গোড়ায় বেলের লাইন ক্যাম্প আছে একটা। বাংকহাউস ধাঁচের লম্বা অপরিসর চালাঘর, দুটো শেড আর কোরাল। শীতে, তুষারপাতের অত্যাচার থেকে বাঁচতে গরুবাছুর যখন নেমে আসে প্রান্তরে, বেল কর্মচারিদের অস্থায়ী আস্তানা হিসেবে কাজ করে এই ক্যাম্প।

ওটা অতিক্রম করল ওরা, উত্তরে, বেল রেঞ্জের গভীরে এগোল। মাঠের এখানে-সেখানে বেল ব্র্যাণ্ডের মোটাতাজা গরু-বাছুর চরছে। সোজা-সরল লিংক টমস, মালিকের কূটকৌশল সম্বন্ধে যে কিছুই বোঝে না, গরু ঘোড়া আর আসন্ন রাউণ্ড-আপের কথা বলছে।

মেটেরঙা একটি পাহাড়-প্রাচীরের কাঁধের পাশ দিয়ে এগোল ওরা, একটা গভীর বক্স ভ্যালিতে ঢুকল। এবার পথ এঁকেবেঁকে ক্রমশ খাড়া হয়ে ফেডারেল পর্বতমালার দিকে উঠে গেছে।

এখন বেল র‍্যাঞ্চ চোখে পড়ল ওদের। উপত্যকার মাথায় সাজান-গোছান কাঠাম, তার পেছনে পাহাড়ের কোলে বড় বড় গাছপালা।

বইঘর.কম

বাড়ির দিকে এগোবার সময়ে লেনের স্মৃতির পাতায় ঢেউ জাগল। বিয়ের পর সে আর রুথ যেখানে র‍্যাঞ্চ করেছিল সেখানে ফিরে গেল তার মন। ঠিক এমনি একটি বক্স ক্যানিয়নে, সামনে সবুজ গালিচা, তবে এত বিরাট কিংবা এরকম পরিপাটি নয়। এতদিনে হয়ত ওটার ছাদে আগাছা গজিয়েছে। জানালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে মালপত্র লুটপাট করে নিয়েছে প্রতিবেশীরা। রুথের মৃত্যুর পর ওই বাড়িতে আর থাকেনি লেন। এরপর থেকে অনেক সহজে অন্যদের সাথে কাজ করতে পেরেছে সে। নিজের স্বাধীনতার বিনিময়ে মানুষের সঙ্গ লাভ করেছে। শুধু একার জন্যে অমানুষিক পরিশ্রম করে কোনকিছু গড়ে তোলা ওর কাছে এখন অর্থহীন মনে হয়। একটা সময় গেছে যখন সে স্যাডলে চেপে নানান কাজে ছুটে বেরিয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। আর রোববার এলেই সব ফেলে চলে গেছে ছেলের কাছে, সারা বেলা খেলে কাটিয়েছে ওর সঙ্গে। সেসব আজ অতীতের ঘটনা।

লেন অস্থির, নড়েচড়ে বসল স্যাডলে, ভাবনাগুলো ঠেলে সরিয়ে দিল দূরে। বেল, অভিজ্ঞ চোখে দেখতে পেল সে, চালু আউটফিট। গাছের গুঁড়ি-কেটে-বানান নিচু দালান, 'এল' প্যাটার্নে পাইন বীথির মাঝে ছড়ান। নারী-স্পর্শরহিত পরিবেশ, একজন পুরুষ যেমন বানিয়ে থাকে অন্য পুরুষদের জন্যে। দালানের বড় অংশ জুড়ে বাংকহাউস আর কুকশ্যাক। মূল বাড়িটা শুধু এল-এর ভিত। অফিস এই প্রান্তে। এখন তার সামনে তিনটে ঘোড়া দাঁড়িয়ে। বার্নগুলো বিরাট, কোরাল মজবুত। ওপাশে, সম্ভবত নিজেদের ব্যস্ততা প্রমাণ করতেই, কামারশালার নেহাইতে

boighar.com

এক লোক লোহা পিটছে।

হিচরেইলে-বাঁধা ঘোড়াগুলোর পাশে গিয়ে থামল লেন। 'আসি, সয়্যার,' বলে কোরাল অভিমুখে চলে গেল লিংক।

রেইলে ঘোড়ার লাগাম বাঁধছে লেন এই সময়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল সুসানা। পরনে আঁটসাঁট রাইডিং ড্রেস, দেহের কানায় কানায় লোভনীয় যৌবনের স্পষ্ট আভাস।

'লোক পেলে?' নিচু কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে।

'বিল নিয়ে আসবে,' লেন জানাল।

স্মিত হেসে সুসানা আবার ঢুকে গেল অফিসে, লেন পিছু নিল।

জর্জ বুশ, পুরনো একটা চামড়ার চেয়ারে বসে, মাথা ঝাঁকালেন আলতো, স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, 'হ্যালো, সয়্যার।' ফ্র্যাংক আইভি, পিঠ পেছনের দেয়ালে, মুখ গোঁজ করে রইল।

রোল-টপ ডেস্কের সামনে লোহার চেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে বসে পড়ল সুসানা। 'তোমাদের বক্তব্য তাহলে শোনা যাক এবার,' বাবার উদ্দেশে বলল।

লেন, দরজা-লাগোয়া দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে, ঘরের পরিবেশ বোঝার প্রয়াস পায়। ফ্র্যাংক আইভির অকুতোভয় অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি তাকে জরিপ করছে এটা টের পেয়ে তার চোখে সে চোখ রাখল। লোকটার মাঝে নিষ্ঠুর কাঠিন্য রয়েছে। বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সে, ওয়েস্ট ওভারঅল আর ঘামের দাগপড়া সুতি শার্টের নিচে কিলবিল করছে শালপ্রাংশু দেহের পেশিগুলো। আইভির খুলি-কামড়ান কালো চুল দেখে সাদা-মুখ ষাঁড়ের কপালের কোঁকড়ান লোমের ছবি মনে পড়ল লেনের।

বইঘর.কম

সহজাত বুদ্ধি থেকে ও বুঝতে পারে সুসানাকে আটকাবার জন্যে আইভি আর বুশ এখন শেষ চেষ্টা নিচ্ছে।

'ফ্র্যাংক,' বললেন বুশ, 'সুসানা হঠাৎ করেই ক্ষুধার্ত হয়ে উঠেছে। র‍্যাঞ্চ করতে চাইছে। আর তা ওর একটা আছেও।'

সুসানার দিকে তাকাল আইভি, চেহারা ঈষৎ মোলায়েম হল। লোকটা ওর প্রেমে পড়েছে। সুসানা না-বললেও লেন ঠিকই বুঝতে পারত।

'চাইলেই ও যে-কোন সময়ে আমার-টার মালিক হতে পারে,' গমগম করে ওঠে ফ্র্যাংকের ভরাট গলা। লোকটা যেভাবে সবার মাঝে অকপটে নিজের ভালবাসার কথা ঘোষণা করল লেন তার প্রশংসা না-করে পারল না।

'তোমার নিয়মে না, ফ্র্যাংক,' সুসানার কণ্ঠ শীতল। 'তোমার নিয়ম দড়ির মত শক্ত।'

'থাম, সুসানা, আমাকে বলতে দে,' নরম সুরে বললেন জর্জ, তাকালেন আইভির দিকে। 'শিপলি সিক্সটি সিক্স ওকে দিয়ে গেছে। এখন সুসানা ওর মায়ের টাকায় সেখানে ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছে।'

এসব ওর অজানা না, লেন ভাবল আইভির মুখ দেখে।

কথা বলছেন বুশ, কণ্ঠস্বরে এখন প্রচ্ছন্ন নিদ্রূপ, 'সুসানা দাবি করছে ও ঠিকই আমাদের ঘাসে ভাগ বসাতে পারবে।'

আইভির চোখের কোণে কৌতুক নেচে উঠল, কোন মন্তব্য করল না সে।

'আমি ওকে বলেছি,' বুশের কথা শেষ হয়নি, 'এতে অনেক

boighar.com

রক্তারক্তি হবে। মানুষ মরবে। কিন্তু ও মনে হয় নাছোড়বান্দা।'

'দেখব, বাবা,' সুসানা বলল, 'ওসব মনে হয়-টয় বাদ দিতে পার, আমি কাউকে পরোয়া করি না।'

'এবার আমরা কাজের কথায় আসছি,' বুশ বললেন, সামনে ঝুঁকে। লেনের দিকে তাকালেন অলসভাবে, পরক্ষণে চোখ নামিয়ে ফেললেন। 'সুসানা বলছে ওর প্রস্তাবে আমরা রাজি হলে, ওর কুকুরদের সে লেলিয়ে দেবে না। আমি রাজি আছি, এখন তোমার কাছে এসেছি তুমি কী বলছ তাই জানতে।'

'প্রস্তাবটা শুনি আগে,' ফ্র্যাংক হাই তুলল।

'সুসানা ওর র‍্যাঞ্চের দিকে আমেরিকান ক্রীকের যে-অংশটা পড়েছে, সেখানকার সব ঘাস চাইছে।'

চকিতে সুসানার পানে তাকাল লেন। নির্লিপ্ত চেহারা, ফ্র্যাংক আইভির প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে। সুসানার প্রতি আবারো সমীহ বোধ করে লেন। দৃঢ়তার অভাব নেই ওর। এখনই যা আছে তার সাথে যদি নতুন রেঞ্জ যোগ হয়, আরতনে বেল বা ডি বারের কাছাকাছি চলে আসবে সিক্সটি সিক্স।

'তাই?' বিড়বিড় করে বলল ফ্র্যাংক। 'আর আমরা যদি রাজি না হই?'

'আমি কেড়ে নেব,' মৃদু অথচ স্পর্ধার সুরে সুসানা জবাব দিল।

হাসল ফ্র্যাংক আইভি, কিন্তু চেহারা লাল হয়ে উঠেছে। পুরুষ মাত্রেই যা হবে, সুসানার হুমকিতে তার আঁতে ঘা লেগেছে। লেনের দিকে ফিরল সে। 'তুমি কী পাচ্ছ এর বিনিময়ে?'

'বেতন।'

বইঘর.কম

'এবং মদ ?'

'যত খেতে পারি,' লেনের কণ্ঠ ঘুম-জড়ান।

ফ্র্যাংকের দৃষ্টি আবার সুসানার ওপর স্থির হল। 'আমি একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না, সুসানা,' ধীরে ধীরে বলল সে। 'প্রথমে তুমি এক হামবাগ ভেড়া ব্যবসায়ীর সাথে নিজেকে জড়ালে, তারপর এখন জড়িয়েছ এই মাতালটার সঙ্গে। আমরা শিপলিকে যে-জমি দান করেছিলাম, তার দখল পেয়ে তুমি আমাদের সাথে লড়তে চাইছ। কেন ? কেন ?' শেষ দিকে ফ্যাঁসফ্যাঁসে শোনায় আইভির কণ্ঠস্বর।

'আমি চোটপাট পছন্দ করি না,' সুসানা শান্ত গলায় বলল। 'তোমার জবাব, ফ্র্যাংক ?'

'আমার ধারণা তুমি একটা বদ্ধ পাগল,' অস্ফুট স্বরে ঘোষণা করল আইভি।

উঠে দাঁড়াল সুসানা, বলল, 'আর তোমার, বাবা ?'

'এত দীর্ঘ সময় ফ্র্যাংকের কথায় সায় দিয়ে আসছি, ব্যাপারটা এখন আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে,' বুশ জানালেন। 'এই বয়সে সেটা আর বদলান সম্ভব না।'

'বেশ,' রুক্ষ স্বরে বলল সুসানা। 'বেওয়ারিশ ঘাস তার দখল যার। আমি আমার চেষ্টা চালাব।' লেনের উদ্দেশে ফিরে ও বলল, 'আমাদের আলোচনা শেষ।' সুসানা বেরিয়ে গেল বাইরে। লেন যাবে বলে পা বাড়িয়েছে এই সময়ে জর্জ বুশ, শান্ত অথচ আদেশের সুরে, ডাকলেন, 'সয়্যার।'

দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়াল লেন, ওর বিশাল দেহ দরজার প্রায়

boighar.com

অর্ধেকটা ঢেকে ফেলল।

বুশ বললেন, 'তোমাকে দেখে আমার বোকা মনে হয়নি। ফ্র্যাংক বলেনি, তোমার দিন ফুরিয়েছে এখানে?'

'ওরকম কিছু একটা বলেছে বটে,' লেন স্বীকার করে।

ধূর্ত চোখে ওকে জরিপ করেন বুশ। 'তুমি যদি ভেবে থাক সুসানা যথেষ্ট বড়—বা বড় হতে যাচ্ছে—তোমাকে পুষতে পারবে, তাহলে ভুল করেছ। শিপলি গেছে। লিনচ আর হার্ভে গেছে। তুমিও যাবে।'

মুখ টিপে হাসল লেন। 'তোমার আর আইভির ট্র্যাক আমি দেখেছি, জর্জ। ওগুলো আমার কাছে এত বড় মনে হয়নি যে ভয় পাব।'

বুশ এতই আত্মবিশ্বাসী, দমলেন না। 'তোমার খেলাটা কী এখানে?'

আইভির দিকে সরে গেল লেনের দৃষ্টি। উদ্ধত চোখে তাকিয়ে আছে বেল মালিক। লেন বলল, 'কেন, শিপলির একটা কথা ভীষণ কৌতূহলী করে তুলেছে আমাকে।'

'কথাটা কী?' জর্জের কণ্ঠ রুক্ষ শোনায়।

'শিপলি বলেছিল আইভি ঈশ্বর না। আইভি দাবি করছে সে তা-ই। আমি জানতে চাই কার কথা সত্যি।' এক মুহূর্ত অবজ্ঞার দৃষ্টিতে ফ্র্যাংকের পানে চেয়ে রইল লেন, দেখল লোকটা রেগে উঠছে, তারপর সে গটগট করে বেরিয়ে গেল।

ঘোড়ার বাঁধন খুলে নিয়ে স্যাডলে চাপল ও, পাশাপাশি হল সুসানার। যখন বাসা থেকে আর শোনা যাবে না এতটা দূরে

বইঘর.কম

চলে এল, সুসানা ওর উদ্দেশে চতুর হাসল।

'চেষ্টাটা মন্দ ছিল না, কী বল?'

'কার বুদ্ধিতে করেছ?'

লেনের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যা সুসানার মুখের হাসি মুছে দিল। 'ফ্র্যাংকের সাথে কথা বলার? বাবার। কেন?'

জবাব দেয়ার আগে একটুক্ষণ ভাবল লেন। 'তোমার বাবা বলার আগেই ফ্র্যাংক তোমার প্রস্তাব কী হবে জানত। আমার প্রশ্ন, জানল কীভাবে।'

সুসানা, এখনো দেখছে লেনকে, বলল, 'কাল রাতে বাবা ওকে জানিয়ে থাকতে পারেন। গতকাল আমি তাঁকে বলেছিলাম।'

'বুঝেছি,' লেন বলল। 'আমাদের দুজনকেই ওরা সিক্সটি সিক্স থেকে সরিয়ে এনেছে।' রাশ টানল ও, চকিতে সুসানার ঘোড়াটা একবার দেখে নিয়েই তীক্ষ্ণ সুরে বলল, 'ঝটপট নেমে পড়, সুসানা। ঘোড়া বদলে নাও আমার সঙ্গে।'

একমুহূর্ত দেরি করল না সুসানা। মাটিতে নেমে জিনের পেটি খুলে ফেলল। ইতিমধ্যে লেনও নেমে পড়েছে পিছলে, স্যাডল তুলে নিয়েছে ঘোড়া থেকে। সুসানার ঘোড়ায় ওটা চাপাল সে। ওর রোয়ানের চেয়ে এটা অপেক্ষাকৃত তাজা। সুসানা, মুখ পাঁশুটে, ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'তুমি এরকম করছ কেন, লেন? কী করেছে ওরা?'

'কিছুই না, যদি বিল এসে পড়ে থাকে। আর তা না হলে, বহু কিছুই।'

মাথা ঝাঁকায় সুসানা। 'আমি শিখে যাব,' নিচু অথচ কঠিন

boighar.com

স্বরে বলল। 'যেমন আজ শিখলাম পয়লা সবক। কাউকে বিশ্বাস করতে নেই, এমনকি বাবাকেও না।'

মৃদু স্বরে লেন বলল, 'পয়লা সবক, সুসানা, বড়াই করবে না অযথা।' স্যাডলে উঠে ঘোড়ার পেটে স্পার ছোঁয়াল সে, বেরিয়ে গেল ক্যানিয়নের বাইরে। ফেডারেলসের মাথায় এখন মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। ফ্র্যাংক আইভি আর জর্জ বুশের কথা ভাবল লেন। নিশ্চয় ঘোড়া বদলাতে দেখেছে ওরা এবং এ নিয়ে হাসাহাসি করছে নিজেদের মধ্যে।

সুসানা প্রথম চালেই ভুল করেছে। লেন অনুমানের চেষ্টা করে সেটা কতখানি মারাত্মক। এখন সে জানে এ-লড়াইয়ের সমস্ত ঝক্কি-ঝামেলা তাকেই পোয়াতে হবে। লড়াই করার তেজ আছে সুসানার, কিন্তু এর কৌশল সে জানে না।

সুসানার সোরেলের পিঠে প্রায় সেঁটে গিয়ে নাগাড়ে ছুটে চলল লেন। শেষ বিকেলে, যখন রিজ অতিক্রম করছে, বৃষ্টির প্রথম বড় ফোঁটাটা ঝরে পড়ল। ও স্লিকার বার করে গায়ে চড়াতে চড়াতে তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তবে অল্পক্ষণের মধ্যে তা কমে ছিপছিপে রূপ নিল, ভাবগতিকে মনে হয় টানা কয়েকদিন চলবে হয়ত।

যখন রাত নামল সিক্সটি সিক্স থেকে আরো মাইল দুয়েক দূরে আছে লেন। ঠাণ্ডায় এখন মৃদু কাঁপছে সে। প্রচণ্ড অস্থিরতায় ছটফট করছে। অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনতে পেল সে, থেমে কান খাড়া করল। আবার হল শব্দটা—গুলির আওয়াজ। আরো দুটো গুলি হল। দুটো আওয়াজ দুদিক থেকে এসেছে। এই ব্যবধান থেকে ও আঁচ করার প্রয়াস পেল কী ঘটছে, কিন্তু পারল না।

বইঘর.কম

এবার জোরকদমে ঘোড়া ছোটাল সে, তারপর উত্তরের পাহাড়ের পাশ দিয়ে যখন র‍্যাঞ্চের দিকে এগোল তখন যথেষ্ট সাবধানে।

নিচে সবকিছু অন্ধকার, নীরব-নিথর। হঠাৎ, বাড়ির ভেতর থেকে, একটা রাইফেল গর্জে ওঠার শব্দে বৃষ্টি-ভেজা রাতের নিস্তব্ধতা খানখান হয়ে গেল। পরক্ষণে ওয়াগন শেডের পাশ থেকে কমলা রঙের এক ঝলক আলো দেখা গেল। তারপর কড়াৎ করে আওয়াজ হল একটা। এবার বাড়ি থেকে একযোগে পাঁচটা বন্দুক গর্জে উঠল। লেন পরিষ্কার শুনতে পায় বুলেটগুলো ওয়াগন শেডের ভেতর বাতাস কাটছে।

বাসার দলটা বিল শেলের নয়। কারণ তাকে এত লোক ভাড়া করার অনুমতি দেয়া হয়নি। সুতরাং শেডে আছে সে। এর অর্থ, জর্জ বুশ কিংবা ফ্র্যাংক আইভি অথবা উভয়েই তার অনুপস্থিতির সুযোগে সার্কল সিক্সটি সিক্স দখল করতে লোক পাঠিয়েছে। কৌশলটা কাজের, আপনমনে স্বীকার করল লেন। মাথা গোঁজার ঠাঁই না-থাকলে র‍্যাঞ্চ চালাতে পারবে না সুসানা। ওর গরুবাছুর তাড়িয়ে দেবার ঝুঁকি নেয়নি। সেক্ষেত্রে ওদেরকে রাসলিংয়ের দায়ে পড়তে হত। তাই এভাবে জায়গা-জমি দখল করে নিয়ে সুসানাকে বেঘর করেছে।

পাহাড়ের কিনারে পিছিয়ে গেল লেন, ঘুরপথে বার্নের পেছনে এসে হাজির হল। নামল এখানে, এভাবে এগোল যেন ওর আর বাড়ির মাঝে শেডটা থাকে।

অন্ধকার থেকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল একটা কণ্ঠস্বর। 'নাম বল!'

'লেন সয়্যার।' একটা ওয়াগনের সাথে ধাক্কা খেল লেন, কোনা

boighar.com

ঘুরে এগোল।

বিল শেলের খিস্তি শুনতে পেল সে, তারপর শেডের ভেতরে গিয়ে ঢুকল। কেউ একজন ম্যাচ ঘষল, পরক্ষণে লণ্ঠনের মৃদু আলো জ্বলে উঠল। বিল শেল আর অচেনা তিনজন লোক শেডের ওপাশের দেয়ালের ধারে-রাখা লাকড়ির গাদার পেছনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে।

রাইফেল হাতে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল বিল শেল। ভিজে সপসপ করছে গা, ঠাণ্ডায় ঠোঁট প্রায় নীল। জামাকাপড় আর বুট কাদায় মাখামাখি।

বিলের মুখ জুড়ে হাসি, কিন্তু চোখে প্রশ্ন। 'কে ঘুমাচ্ছিল, বাছা?'

'আমি-ই,' জবাব দিল লেন।

লোক তিনজনের উদ্দেশে ফিরল বিল। সবচেয়ে কাছের জন দেখতে ইণ্ডিয়ানদের মত। গম্ভীর শ্যামলা মুখ, একদিকের গালে গভীর কাটা দাগ। এরও গা ভেজা, উষ্ণতার জন্যে কাঁধের ওপর ছেঁড়া স্লিকার ফেলে রেখেছে।

'তোমার সহকারীদের সাথে পরিচিত হও,' কাঠখোট্টা গলায় বলল বিল। 'এ হচ্ছে বেইলি—আর কোন নাম নেই। এ'—কৃশ, কঠিন চেহারার এক পাঞ্চারকে দেখাল সে, লোকটার খটখটে শরীর বলে দিচ্ছে এদের মধ্যে একমাত্র তারই স্লিকার আছে—'টম পিবলস।' তৃতীয়জনকে দেখিয়ে হেসে উঠল বিল। 'কালি ফ্যানস্টক। সব সময়ই অসুখী মানুষ।' কালির মাথাজোড়া টাক, মাঝবয়সী, দেখে মনে হয় পাকা ল্যোক।

ওর দিকে তাকাল সবাই, কারো মুখে হাসি নেই। ওদের দেখে হতাশ হল লেন, ভেতরে ভেতরে রেগে গেল। তবু নিচু গলায় সে বলল, 'সবাইকে স্বাগতম।'

একথায় একগাল হাসল কালি। বিলকে জিজ্ঞেস করল লেন, 'কী হয়েছে?'

'কিছু না। সন্ধের পর আমরা এসেছি, আর অমনি বাড়ির ভেতর থেকে নরক ভেঙে পড়ল। আমার ঘোড়াটা গুলি খেয়ে পড়ে আছে বাইরে। মাটি কামড়ে এখানে এসে উঠেছি আমরা। ওরা সমানে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যস, এই।'

বাড়ির ভেতরে হঠাৎ কমলা রঙের একটা আলো জ্বলে উঠতেই ঝট করে বসে পড়ল বিল আর লেন।

কাঠের দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে গেল বেশির ভাগ বুলেট, কয়েকটা বিঁধল লাকড়ির গাদায়। যেমন শুরু হয়েছিল তেমনি আচমকা বন্ধ হয়ে গেল গুলি।

লেন ওর স্নিকারটা খুলে ছুড়ে দিল বিলের দিকে। বলল, 'চল, বাইরেটা একবার দেখে আসি।'

অন্ধকারের ভেতর বেরিয়ে গেল সে, বিল পিছু নিল। যখন বার্নের কোনায় পৌঁছল ওরা, থমকে দাঁড়াল লেন। কাঁধে বৃষ্টির পানি ঝরে পড়ছে।

বিল পাশাপাশি হল ওর, এবং মুহূর্তখানেক ওরা চুপ করে রইল। তারপর বিল বলল, 'বাছা, তুমি নিশ্চয় ওদের যুদ্ধ করতে হুকুম দিতে পার না। অন্তত এরকম খালি পেটে না।'

'ঠিক,' লেন স্বীকার করল। রাগ দমন করে বুদ্ধি খাটাবার

boighar.com

প্রশ্বাস পেল সে। এই আবহাওয়াও যেন ফ্র্যাংক আইভির আঙুল ইশারায় নাচছে। ঠাণ্ডা আর ক্ষুধায় ক্লান্ত একদল মানুষ, অতর্কিতে আটকা পড়েছে অ্যামবুশে। আশ্রয় অনিশ্চিত, এ-অবস্থায় ওরা যদি হার মেনে নেয় ওদের সে দোষ দিতে পারবে না।

আবেগ বিজড়িত কণ্ঠে খিস্তি করল বিল। 'ওদের দাঁড়াবার একটা জায়গা দাও, লেন। বেইলির মুখে ওই-যে কাটা দাগটা দেখেছ ওটা ফ্র্যাংক আইভির বুট থেকে সৃষ্টি। টম পিবলসকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে আমেরিকান ক্রীকের ওপারে। তার ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে ওরা। দশ বছর বেল ব্র্যাণ্ডের সেরা কাউহ্যাণ্ড ছিল কার্লি ফ্যানস্টক। তারপর যখন একদিন ঘোড়া থেকে পড়ে পা ভেঙে গেল, ফ্র্যাংক আইভি বিদায় করে দিল ওকে। স্রেফ একটা সুযোগ করে দাও, ওরা আইভির চামড়া—'

বাহুতে লেনের আলতো চাপ টের পেয়ে কথা থামাল বিল। দুজনেই কান খাড়া করল। পানি ভেঙে ছপছপ শব্দে একটা ঘোড়া এগিয়ে আসছে। বাড়ির ভেতর থেকে এক পশলা গুলিবৃষ্টি হল, তারপর আবার সব শুনশান। ওরা ফের ঘোড়া এগোবার শব্দ পেল, এবার আরো কাছে। বার্নের দেয়ালের গায়ে সেঁটে গেল লেন আর বিল। ঘোড়াটা এখন ওদের সামনে চলে এসেছে।

লেন চাপা কণ্ঠে বলল, 'সুসানা?'

'লেন,' জবাব এল।

সুসানার কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল ওরা, নামবার আওয়াজ পেল তার, তারপর ওদের সামনে এসে হাজির হল সে। সুসানাকে শান্ত করার জন্যে হাত বাড়াল লেন, ও ঠেলে সরিয়ে দিল। ওর

বইঘর.কম

গায়েও কোন স্লিকার নেই, ভিজে একসা হয়ে গেছে

'বাড়িতে ওরা কারা?'

'বেল, আমার বিশ্বাস, সংক্ষেপে বলল বিল। 'তোমার লোকজন,' তিক্ত সুরে যোগ করল সে, 'ওয়াগন শেডে লাকড়ির গাদার পেছনে আশ্রয় নিয়েছে।'

'দোষটা আমারই,' সুসানা বিষণ্ণ, বলল। 'ওদের ফাঁদে পা দিয়েছি, আবার লেনকেও ডেকে নিয়েছিলাম।' থামল মেয়েটা, লেন ওর নিশ্বাসের শব্দ পেল। 'ভাল রাস্তাই বেছেছে। লড়াইয়ের জন্যে বেশি লোক ভাড়া করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তার ওপর এখন আবার পথে বসেছি।'

'বেশি লোকের দরকার নেই,' লেন শান্ত গলায় বলল। 'বিল, ছেলেদের এখানে নিয়ে এস। ঘোড়াগুলোও আনবে। তোমার আর আছে?

'কালি বাড়তি একটা এনেছে।'

'নিয়ে এস এখানে।'

অন্ধকারে হারিয়ে গেল বিল, আর লেন ওর বাহুতে সুসানার ছোঁয়া টের পেল। 'কী করতে যাচ্ছ, লেন?'

'অপেক্ষা কর, এখুনি জানতে পাবে।'

শিগগিরই ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে হাজির হল তিন বাথানকর্মী।

নিরাবেগ কণ্ঠে লেন জানতে চাইল আইভিকে একহাত দেখে নেয়ার জন্যে পাঁচ মাইল দূরে যেতে ওদের আপত্তি আছে কিনা।

এক মুহূর্তের নীরবতা, তারপর বিল শেল বলল, 'আমার নেই। বিশ মাইল হলেও না।'

boighar.com

'রিজের ওপাশে বেলের লাইন ক্যাম্প আছে একটা,' লেন বলল। 'স্টোন কেবিন, আমাদের-টার চাইতে বড়। খাওয়া মিলবে ওখানে, সম্ভবত বিছানাও।' থামল সে, তার পর ঈষৎ উৎফুল্ল সুরে যোগ করল, 'আর আমরা যখন আমেরিকান ক্রীক অবধি সীমানা বাড়াচ্ছিই, সিক্সটি সিক্সের র‍্যাঞ্চ হেডকোয়ার্টার ওখানে হলেই সুবিধে হবে বেশি।'

'আহ,' সন্তোষ প্রকাশ পেল কালি ফ্যানস্টকের গলায়। আর লেন বুঝল এই লোকগুলো এখন তার অধীন।

নিদারুণ ঠাণ্ডার ভেতর রিজের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল ওরা। সুসানার পাশে লেন। কোন কথা বলছে না সুসানা। মনে মনে লেন আবারো মেয়েটার ধৈর্যের প্রশংসা করল।

রিজের চূড়া অতিক্রম করল ওরা, ঘোড়ার খুর নরম কাদামাটিতে গভীর হয়ে বসে যাচ্ছে, দূর-প্রান্তের পিছল ট্রেইল বেয়ে নেমে এল নিচে। সমতল জমিতে পৌঁছে বেল লাইন ক্যাম্প স্পষ্ট চোখে পড়ল ওদের। একটা জানালায় ম্লান আলো দেখা যাচ্ছে। সন্দেহ নেই, এরকম বৃষ্টি-ভেজা রাতে ওখানে আশ্রয় নিতে পারলে কষ্ট লাঘব হবে। কেবিনের শ-দুয়েক গজের ভেতর এসে লেন রাশ টানল।

'বিল, তুমি ভবঘুরে মানুষ, ওরা তোমাকে চেনে। এভাবে যাও যেন খাবারের খোঁজে বেরিয়েছ। ভেতরে আটকে রাখবে ওদের। বাকিটা আমরা সারব।' সুসানার উদ্দেশে ফিরল সে। 'সুসানা, তুমি ঘোড়া সামলাবে।'

বিল আর সুসানা বাদে অন্যরা নেমে পড়ল যে যার ঘোড়া

বইঘর.কম

থেকে। সন্তর্পণে পায়ে হেঁটে কেবিনের কাছাকাছি চলে গেল ওরা। এবার বিল, শিস দিতে দিতে, দোরগোড়ায় গিয়ে থামল। একজন লোককে দেখা গেল দরজায়। বিল বলল, 'বাসায় কে আছ! আমার একটু খাওয়া আর থাকার জায়গা চাই।'

'বিল শেল! এই বৃষ্টিতে বাইরে কেন?' দরজা থেকে হাঁকল লোকটি। 'ভেতরে এস।'

জিন খসাল বিল, শেডের ভেতর ছুঁড়ে দিল ওটা, ঘোড়া কোরালে তুলে রাখল। একই সাথে সে সমানে খিস্তি করে চলেছে দরজার লোকটার উদ্দেশে।

ভেতরে অদৃশ্য হল ওরা। একটুক্ষণ অপেক্ষা করে, লেন এগোল কেবিনের দিকে। কালি আর বেইলি, কিছুই বলা লাগেনি ওদের, পেছনের দরজা আর জানালার উদ্দেশে পা বাড়াল। পিবলস সদর আগলে রইল।

পিস্তল বার করল লেন, নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল ভেতরে। তিনজন লোক রয়েছে ঘরে। দরজা পেছনে রেখে বেঞ্চে বসে, জ্বলন্ত উনানের ধারে দাঁড়ান বিলের সাথে গল্প করছে। একটা পার্টিশন বড় কামরাটাকে দুভাগে ভাগ করেছে। এদিকে বাংকহাউস আর বুকশ্যাক, আরেক পাশে কিচেন। চুলোয় রান্না হচ্ছে, ঘরের স্থির বাতাসে তার সুঘ্রাণ ভেসে বেড়াচ্ছে। Boighar

পলক তুলে লেনকে দেখতে পেল বিল, কাছের লোকটাকে দায়সারা ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা এখানে কজন, জেস?'

'শুধু আমরাই।'

বিল হাসল একগাল, লেনকে চোখ মটকে বলল, 'ওরা সবাই

boighar.com

এখানে আছে।'

তিন বেল কর্মচারি পাঁই করে ঘাড় ফেরাল একযোগে, দেখল লেনের পিস্তল চেয়ে আছে ওদের দিকে। ঠিক তখুনি নিজের পিস্তল বার করল বিল, দেয়ালের ধারে পিছিয়ে গেল।

একজন বেল হ্যাণ্ড উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। বিল টেনে টেনে বলল, 'লেন, এর নাম এড বার্মা। আইভির ফোরম্যান, কঠিন লোক।'

বেঁটে হৃষ্টপুষ্ট গড়নের ফোরম্যানকে চিনতে পারল লেন। চোখ কুঁচকে ওকে লক্ষ করছে সে।

বিল তীক্ষ্ণ সুরে আদেশ করল, 'ওঠ, তোমরা দুজন।' অপর দুই বেল কর্মচারি উঠে দাঁড়াল। সবচেয়ে লম্বা লোকটাকে ইশারায় দেখাল বিল। নির্বোধ চেহারা এর, মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল। 'ভার্গ লি,' বিড়বিড় করে বলল বিল। 'ওকে ফাঁসি দেয়ার চেষ্টা কর, ভয়ে দড়িসুদ্ধ খেয়ে ফেলবে। আর এ হল গিয়ে জেস মুর। লুকোচুরি খেলতে ভালবাসে।' এই লোকের চোয়াল বিলের চেয়ে সামান্য ভাঙা। শত্রুর মুখে নিজের নাম শুনে ঘাড় ফেরাল সে, বিলের পায়ের কাছে একদলা থুতু ফেলল। বিল মধুর হাসল। 'বাইরে চমৎকার রাত, বন্ধুগণ,' হাই তুলল সে, 'যাও, উপভোগ কর গিয়ে।'

বিলের দিকে তাকাল এড বার্মা, অস্ফুটে বলল, 'ব্যাটা বজ্জাত ভবঘুরে। এই অপমান আমি ভুলব না।'

'আমারও তাই বিশ্বাস,' বিল বলল উৎফুল্ল কণ্ঠে। 'হেঁটে বাড়ি ফিরতে হলে ভুলে যাওয়া মনে হয় আরেকটু কঠিন হবে।'

'না, লেন বলল। 'অস্ত্রপাতি রেখে ঘোড়া নিয়ে কেটে পড় তোমরা। আইভিকে বলবে, এই অদলবদল আমাদের অপছন্দ হয়নি।'

গোমড়া মুখে তিন পাঞ্চার টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল ওদের গানবেল্ট, দেয়ালের পেরেক থেকে স্লিকার তুলে নিয়ে গায়ে চড়াল। চটের বস্তা দিয়ে লণ্ঠন আড়াল করে রান্নাঘর থেকে এপাশে এল বেইলি, কোরালের উদ্দেশে বেরিয়ে গেল। এবার সুসানা এসে ঢুকল ভেতরে, ভাবলেশহীন মুখে পাশ কাটাল বেল কর্মচারিদের।

লেনের পিস্তলের মুখে স্যাডলে চাপল তিন পাঞ্চার।

লেনকে পাশ কাটাবার সময়ে পলক নামাল বার্মা, হিসহিস করে বলল, 'তুমি নিস্তার পাবে না, মিস্টার। আমরা ফিরে আসব।'

'যখন খুশি এস,' আমন্ত্রণ জানাল লেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেল হ্যাণ্ডদের যাওয়া দেখল।

দৃঢ় পায়ে বাংকহাউসে ফিরে এল সে। দেখল সুসানা চুলো থেকে স্টু নামিয়ে টিনের থালায় বাড়ছে, আর বিল কফি ঢালছে কাপে। বিনা বাক্যব্যয়ে, খেতে বসে গেল সবাই। লেন বুঝল এদের দিয়ে তার কাজ চলবে। ভরা পেটে উষ্ণতার আমেজ উপভোগ করতে করতে সমস্ত কষ্টের কথা ভুলে যাবে ওরা, উপলব্ধি করবে এখন আর ফেরার পথ নেই।

খানিক বাদে, পার্টিশনের দরজায় পর্দা টানিয়ে ছোট্ট রান্নাঘরে সুসানার শোবার ব্যবস্থা করে দিল লেন। আর কর্মচারিরা বেল র‍্যাঞ্চের কম্বলের নিচে ঢুকে পড়ল গিয়ে।

boighar.com

হাতের কাজ সেরে সুসানার দিকে তাকাল লেন। চুলোর পাড়ে দাঁড়িয়ে পরনের জামাকাপড় শুকোচ্ছে। ওকে কৃশ অথচ অপরাজেয় মনে হচ্ছে। লেনের সাথে চোখাচোখি হতে সুসানা স্মিত হাসল।

'বদলাবদলিটা মন্দ হয়নি। ওই শেডগুলোর একটায় হোসেফা আর আমার ব্যবস্থা করে নিতে পারব আমি।'

মাথা ঝাঁকাল লেন, পা বাড়াল চলে আসার জন্যে। সুসানা গলায় বলল, 'সকালে আমি ভীষণ বোকামি করেছি, লেন। একটু হলেই পথে বসছিলাম।'

'এভাবেই সব শিখে যাবে।'

সুসানা বলল, 'লেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আমাদের লোকবল পাঁচ। বাবার ছয়। আইভির আট বা এর কাছাকাছি। এখন কী ঘটবে?'

রান্নাঘরের ভেতর শেষ একবার নজর বোলাল লেন। সুসানার দিকে যখন তাকাল ও দেখল মেয়েটার চোখে প্রশ্ন। 'কী ঘটবে?' বিরস গলায় পুনরাবৃত্তি করল লেন। 'সেটা নির্ভর করছে জিম ক্রু-র ওপর।'

যখন মাথা নাড়াল সুসানা, অর্থাৎ কিছুই বোঝেনি, দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়ায় লেন, গম্ভীর চোখে জরিপ করে ওকে। 'জিম ক্রু-র ক্ষমতা, সুসানা,' বলল সে, 'ফ্র্যাংক আইভির দশটা লোকের চাইতে বেশি। সে এখানকার শেরিফ। আমাদের ভেতর যে সামান্য বেচাল হবে, ক্রু তার বিরুদ্ধে যাবে। আর ও যার শত্রু হবে, তারাই হারবে।'

সুসানা নীরব, মনোযোগ দিয়ে শুনছে। লেন বলে চলে,

বইঘর.কম

'আমরা, সুসানা, সবসময় আইনের পথে থাকব। আর সেই স।৬ চেষ্টা চালাব ফ্র্যাংক আর বুশকে বেচাল করতে। একবার যদি সফল হই এতে, জিম ক্রু আমাদের হয়ে যাবে—এবং আইভি পরাজি হবে।'

'কিন্তু এটা তো বেআইনি,' সুসানা যুক্তি দেখাল, 'এই ক্যাম্প আমাদের না।'

সোজা হল লেন, হাসছে। 'হয়ে যাবে। কেবল একটু সবুর কর। চলি। শুভরাত্রি।'

boighar.com

ছয়

খাওয়া সেরে কর্মচারিরা বিদায় নেবার পরও, নাস্তার টেবিলে অনেকক্ষণ বসে থাকে ফ্র্যাংক আইভি। আজ সকালে বিশেষ এক উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করছে সে: সবকিছু একাকী ভাবতে চাইছে। রিজ লাইন ক্যাম্প থেকে সয়্যার আর সুসানা যাদের তাড়িয়ে দিয়েছে সেই তিনজন গতরাতেই ডেকে তুলেছে তাকে, এবং তক্ষুনি সে লোক মারফত ডি বারে খবরটা পাঠিয়েছে। বুশকে খবর দেয়ায় এখন অবশ্যি তার আফসোস হচ্ছে। এর ফলে মনে হতে পারে সে পরামর্শ বা সাহায্য চাইছে, অথচ দুটোর একটাও তার কাম্য নয়। স্রেফ ঝোঁকের বশে করে ফেলেছে কাজটা, যেহেতু সার্কল সিক্সটি সিক্সের দখল নিয়েছে ডি বার কর্মচারিরাই।

এখন, রোদেলা দিনের ঠাণ্ডা আলোয় বসে, সে চেষ্টা করে যা যা ঘটেছে এ-পর্যন্ত সেগুলো পর্যালোচনা করার। সুসানা আর সয়্যার দুজনেই ভেবেছে বেল আউটফিট ভিটেছাড়া করেছে তাদের, আর তাই ওরা বেল র‍্যাঞ্চের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে তার কোন আপত্তি নেই এতে, বরং খুশি হয়েছে।

বইঘর.কম

সিক্সটি সিক্স দখল করে নেবার বুদ্ধিটা ছিল জর্জ বুশের। বলতে কি, এরকম লাগসই বুদ্ধি তার মাথায় খেলেনি কেন এজন্যে নিজেকেই পরে গাল দিয়েছে আইভি। কিন্তু যুদ্ধের পুরো ধকল, গতরাতে যা প্রমাণিত হয়ে গেছে, বেল আউটফিটকেই পোহাতে হবে। আর ফ্র্যাংকও তা-ই চায়।

উঠে বেঞ্চ টপকাল সে, বহু-ব্যবহৃত দোমড়ান একটা স্টেটসন চাপাল মাথায়, একটু থেমে লম্বা টেবিলের মাঝখানে-রাখা কাচের পাত্র থেকে টুথপিক তুলে নিল, তার পর বাবুর্চির উদ্দেশে 'সরিয়ে ফেল এগুলো,' বলে গটমট করে বেরিয়ে এল তরতাজা দিনের আলোয়। বৃষ্টির পর উজ্জ্বল রোদে এখন হাসছে পৃথিবী।

কোরালের দিকে একনজর তাকিয়েই বুঝল সবাই তৈরি হচ্ছে। সূক্ষ্ম হাসল ফ্র্যাংক। গতরাতের অপমান গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে ওদের, তাই ওর হুকুমের অপেক্ষা করছে ওরা। এটাই, আপনমনে ভাবে সে, দক্ষ আউটফিট গড়ে তোলার যথার্থ পথ। কর্মচারিদের মাথায় অহংকার আর ঈর্ষার বীজ ঢুকিয়ে দাও যাতে সবসময় তারা জঙ্গী অবস্থায় থাকে এবং অপমানের শোধ নিতে একমুহূর্ত দেরি না করে। তবে, এক্ষেত্রে তাড়াহুড়োর কিছু নেই।

হনহন করে কোরালের দিকে এগোল সে। তাগড়া ব্যায়ামপুষ্ট শরীর, আলতো পায়ে হাঁটে, খিলালটা চওড়া মুখের এক কোণে ঝুলছে। ওর পরনের পুরোনো বোতামহীম ভেস্টের পেছনের এক জায়গা ছেঁড়া। অন্যান্য জামাকাপড়ও মলিন। হাঁটাচলা, বাহ্যিক অবয়ব সবকিছু বলে দেয় ফ্র্যাংক আইভি মোটেও আয়েসি নয়, খেটে-খাওয়া র‍্যাঞ্চার।

boighar.com

কোরাল থেকে বেরিয়ে এল এড বার্মা, অধস্তনরা যেন শুনতে না-পায় এতটা তফাতে এসে মনিবের সাথে মিলিত হল। এটাও রোজকার রীতি। একটুক্ষণ দিনের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করবে ওরা। তারপর কর্মচারিদের নির্দেশ দিতে ফিরে যাবে এড, আর ফ্র্যাংক নিজের কাজে যাবে। আজ এডের ক্ষৌরি না-করা মুখ গম্ভীর দেখাচ্ছে। মাথা ঝাঁকিয়ে সুপ্রভাত জানাল সে, প্রত্যাশার চোখে তাকাল।

ফ্র্যাংক দেখল কর্মচারিরা, না-দেখার ভান করে, লক্ষ করছে ওদের। অলসভাবে সে বলল, 'মর্নিং, এড। আমার গ্রে-টা কোথায়?'

ঘাড় ফিরিয়ে এক কাউহ্যাণ্ডকে বলল এড, 'দেখ তো ফ্র্যাংকের ঘোড়া আছে কিনা?'

কোরালের ভেতরে একনজর তাকিয়েই লোকটা বলল, 'আছে।'

'স্যাডল চাপাও,' নির্দেশ দিল এড, তারপর যখন ঘুরে ফ্র্যাংকের মুখোমুখি হল তার চোখে প্রত্যাশার ঝিলিক।

'এত তাড়াতাড়ি না,' ফ্র্যাংক বিড়বিড় করে বলল। 'তুমি বুঝি এক্ষুনি সব সারতে চাও, এড?'

'ঠিক।'

'এরকম কর না। জ্যাককে সিক্সটি সিক্সে পাঠিয়ে খবর নাও ওখানকার অবস্থা। ভার্গকে বলে রাখ দুপুরের আগে আগে লোকজন নিয়ে সে যেন ক্রীকের ধারে আমার জন্যে অপেক্ষা করে। আমি একটু শহর হয়ে আসছি। আর তুমি, ম্, তুমি রিলিফে যাচ্ছ।'

বইঘর.কম

এড বার্মার চেহারায় হতাশা ফুটতে দেখে হাসল ফ্র্যাংক। 'সুসানা গরু কিনছে। আমি জানতে চাই কতগুলো কিনছে। বিক্রি করছে কারা। দাম কত, এবং সেগুলো যাচ্ছে কোথায়।'

'ঠিক আছে,' বলল এড, তারপর জিজ্ঞেস করল, প্রায় গোমড়া মুখে, 'তুমি ওকে রিজে থাকতে দিচ্ছ?'

'যতক্ষণ নিজের অবস্থাটা আমি পুরোপুরি জানতে না-পারছি।'

মুহূর্ত দ্বিধা করে এড বলল, 'তোমাকে বলেছি কালি ফ্যানস্টক এখন ওদের দলে যোগ দিয়েছে?'

'বলেছ। ও আর বিল শেল।' একটু থেমে আবার যখন মুখ খুলল ফ্র্যাংক, চেহারা শক্ত হয়ে উঠেছে। 'যথাসময়ে, এড। সবই যথা সময়ে।'

কোরালে গিয়ে ঘোড়াসহ বেরিয়ে এল সে, স্যাডলে চেপে উপত্যকার প্রবেশমুখের দিকে রওনা হয়ে গেল। চমৎকার দিন আজ, শরতে একপশলা বৃষ্টির পর যেমন হয়। গতরাতের ঘটনার প্রতি নিজের ভাবনাকে ফেরায় ফ্র্যাংক, সবদিক বিচার করে শঙ্কিত হবার মত কোনকিছু খুঁজে পায় না। সুসানাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে সিক্সটি সিক্স থেকে। ওখানে সে আর ফিরতে পারছে না, কারণ ওয়াল্ট শিপলি শুধু ঘরই তুলেছিল, জমির মালিকানা পাকা করেনি।

সুসানার কথা ভাবতে গিয়ে, এরপর, ঈষৎ বিব্রত বোধ করে সে। এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক, তার ধারণা, কোন মেয়ে যখন দেখবে তার হবুস্বামী কাপুরুষ তখন সে আঘাত পাবে। আর মানুষ আঘাত পেলে অন্ধের মত উলটোপালটা কিছু করে বসতেই পারে।

boighar.com

সুসানার আকস্মিক অনমনীয় রাগের ব্যাখ্যা এতে মেলে। এভাবেই সে পালটা আঘাত হানছে। ব্যাখ্যাটা সন্তুষ্ট করে ফ্র্যাংককে। কারণ জীবিত এমন কোন পুরুষ—অথবা মেয়ের কথা সে জানে না যে তার মত জেদি। একদিন সে সুসানাকে জয় করবে, ওর বিষদাঁত ভেঙে দিয়ে। মনে মনে সে সুসানার তেজের প্রশংসা করে। নম্র নির্জীব স্ত্রী সে চায় না। তার প্রয়োজন এমন মেয়ে যার তেজ আর নিজস্ব চিন্তাশক্তি আছে। এদিক থেকে সুসানা আদর্শ নারী। ভুলেও ফ্র্যাংক একবার ভাবল না যে সুসানা, শেষ পর্যন্ত, তাকে বিয়ে নাও করতে পারে। ফ্র্যাংকের জানামতে এ-অঞ্চলে সে-ই সেরা পুরুষ—আর মেয়েরা স্বামী হিসেবে এরকম লোকই পছন্দ করে।

মাঝ-বেলায় সিগন্যালে পৌঁছয় ফ্র্যাংক, তার পিঠে তপ্ত রোদ। ভোরে ওয়াগন চলাচলের ফলে রাস্তা কাদায় একাকার হয়ে আছে, ভেজা মাটির মন-মাতান সোঁদা গন্ধ উঠছে।

হোটেলটা অতিক্রম করবার সময়ে সেদিকে একবার তাকাল ফ্র্যাংক। আর ঠিক তক্ষুনি ওয়াল্ট শিপলির কথা তার মনে পড়ল। কোনরকম ঝামেলা ছাড়াই লোকটাকে তাড়ান গেছে, ফ্র্যাংক ভাবল হৃষ্টচিত্তে। এরপর সয়্যারের পালা আসছে। কীভাবে তাড়াবে তা জানে না এখনো, তবে জানে সময়ই সব সমস্যার সমাধান করে দেবে।

জিম ক্রু-র দফতরের সামনে ঘোড়া থামিয়ে নামল সে। স্পেশল স্যালুনের মুখোমুখি-দাঁড়ান জরাজীর্ণ দালান তিনটেই সিগন্যাল কাউন্টির কোর্টহাউস। কোণের দালানটা দখল করে আছে শেরিফের দফতর আর হাজত। পাশেই মহাফেজখানা, এবং

বইঘর.কম

শেষেরটায় ল্যাণ্ড কমিশনারের অফিস। রাস্তার এপাশে দালান এ-কটিই, এরপর শুরু হয়েছে ক্যানিয়নের ঢাল।

জিম ক্রু-র অফিসে কাউকে পেল না ফ্র্যাংক। যখন আবার সরু ফুটপাতে নামল, শহরে তার পরবর্তী কাজগুলোর কথা ভাবল সে। কাদামাখা রাস্তায় পা বাড়াতে নিয়েই থমকে দাঁড়াল। আরেকটু হলেই এখানে আসার আসল উদ্দেশ্য সে ভুলতে বসেছিল।

ফ্র্যাংক আবার উঠে পড়ল ফুটপাতে, মহাফেজখানা পেরিয়ে ল্যাণ্ড কমিশনারের অফিসে গিয়ে ঢুকল। বিরাট কামরা, যার তিন-চতুর্থাংশ খালি। আসবাব বলতে ডেস্ক, পেতলের পিকদানি আর একরাশ ম্যাপবোঝাই একটা টেবিল। কেরানি ডেস্কের ওপর পা তুলে বসে, নিবিষ্ট মনে কী যেন পড়ছিল একটা।

দোরগোড়ায় বুটের কাদা ঝাড়ল ফ্র্যাংক, মেঝে কাঁপিয়ে ডেস্কের সামনে গিয়ে বলল, 'মর্নিং, হিলরিজ।'

উঠে দাঁড়াল কেরানি, বলল, 'কেমন আছ, ফ্র্যাংক?' মাঝবয়সী লোক হিলরিজ, আজ ওর অভ্যর্থনায় উষ্ণতার অভাব আইভির নজর এড়াল না।

ফ্র্যাংক রসিকতার সুরে বলল, 'হিলরিজ, তোমার ম্যাপগুলো একটু দেখি। আমি জমির মালিক হতে যাচ্ছি।'

হিলরিজ সশব্দে হাসল। 'হঠাৎ করে খুব ভালমানুষ হয়ে উঠছ নাকি, ফ্র্যাংক? আমি জানতাম হোমস্টিড আইন তুমি একটা ফালতু ব্যাপার মনে কর।'

'করি, তবে আমার প্রয়োজনের সময়ে ছাড়া,' স্বীকার করল

boighar.com

আইভি।

হিলরিজ, মুচকি হেসে, টেবিলে গিয়ে ম্যাপ গোছাতে লাগল।

'গ্রেড রোডের এক মাইল পুবে রিজের কাছে আমার লাইন ক্যাম্প আছে। ওই জায়গাটা একবার দেখতে দাও।'

চোখ কুঁচকে ওর দিকে তাকাল হিলরিজ। কিছু বলতে নিয়েও পরক্ষণে মত বদলাল। ম্যাপটা মেলে ধরল সে, দাগ আর খতিয়ান নম্বরগুলো একবার দেখে নিয়ে সরে দাঁড়াল।

হাতের ভরে ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়ল ফ্র্যাংক। রাস্তা ধরে রিজের কাছে চলে গেল ওর আঙুল, পাহাড় টপকে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে থামল। 'ঠিক এখানে,' বলল। 'এই সেকশনে আমি হোমস্টিড করতে চাচ্ছি।'

'সম্ভব না,' আস্তে করে বলল হিলরিজ।

চমকে উঠল ফ্র্যাংক। 'কেন?'

'দেখতেই পাচ্ছ কালো কালিতে গোল দাগ দেয়া আছে ওখানে,' হিলরিজ বলল। 'আজ সকালেই ক্লেইম ফাইল করেছে একজন।'

ধীরে ধীরে সোজা হল ফ্র্যাংক, চোখ হিলরিজের ওপর স্থির। 'কে করল?'

'সয়্যার নামে এক লোক। লেন সয়্যার।'

চকিতে আগুন জ্বলে ওঠে আইভির চোখে। 'তা কীভাবে হয়, হিলরিজ, ওটা আমার জমি।'

'ফাইল করেছিলে?

'আমার লাইন ক্যাম্প আছে ওখানে।'

বইঘর.কম

মাথা নাড়াল হিলরিজ। ধূর্ত স্বরে বলল, 'দুঃখিত, ফ্র্যাংক। ওটা সরকারি সম্পত্তি ছিল। ফাইল করে নিজের দখল প্রমাণ করলেই জমি তোমার হয়ে যেত। কিন্তু তুমি সবসময়ই ভেবেছ এসব করে শুধু বোকারা।'

'ওটা আমার জমি,' ফ্র্যাংক গোঁয়ারের মত বলে, 'কেউ আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।'

'সে-চেষ্টা করলে আইন ভাঙার দায়ে ইউ এস মার্শালের কাছে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে।'

আবার ম্যাপের দিকে চোখ নামাল ফ্র্যাংক, কিন্তু তখন ওটা গুটিয়ে গেছে। একঝটকায় টেবিল থেকে ম্যাপটা ফেলে দিল সে, পা বাড়াল হিলরিজকে পাশ কাটাবার জন্যে। পরক্ষণে থমকে দাঁড়াল, রাগত সুরে বলল, 'দেখি, আরেকবার দেখতে দাও আমাকে।'

অসীম ধৈর্যের সাথে ম্যাপটা তুলে নিল হিলরিজ, মেলে ধরল টেবিলের ওপর। ফ্র্যাংক ঝুঁকে পড়ল। এ-যাত্রা ওর আঙুল রিজ পেরিয়ে আরো পুবে চলে গেল, ছোট টিলামত একটা জায়গায় গিয়ে থামল। 'এটা,' জায়গাটার ওপর চেপে বসল তার আঙুল, 'এখানে ফাইল করব তাহলে।' যে-জমিটা এবার বেছেছে ফ্র্যাংক সেটাই ওয়াল্ট শিপলির সার্কল সিক্সটি সিক্স। কেরানির উদ্দেশে চোখ তুলল আইভি। হিলরিজ এবারেও মাথা নাড়াল।

'হবে না,' বলল। 'এখনো চিহ্ন দিইনি, তবে আজ সকালেই ওখানেও ক্লেইম ফাইল করেছে একজন। লোকটার নাম শেল।'

বিনা বাক্যব্যয়ে ঘুরে দাঁড়াল ফ্র্যাংক, গটগট করে দরজার কাছে

boighar.com

গিয়ে থেমে ঘাড় ফেরাল। 'হোমস্টেড প্রমাণ করতে হলে জায়গার ওপর তোমার দখল থাকতে হবে, তাই না?'

'ঠিক,' হিলরিজ বলল। 'তোমাকে—'

কিন্তু আইভি ততক্ষণে চলে গেছে। ঘোড়ার কাছে ফিরে এল সে। স্যাডলে চেপে এমন হিংস্রভাবে ঘুরিয়ে নিল ওটাকে যে পেছনের পায়ে সোজা হয়ে ওকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল গ্রে, তারপর পাহাড়ি রাস্তা ধরে বেরিয়ে গেল শহর ছেড়ে।

জানালা-লাগোয়া টেবিল থেকে উঠে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল শীলা বার্ড। যখন নিশ্চিত হল চলে গেছে ফ্র্যাংক, ফিরে এল ঘরে, দরজা লাগিয়ে কবাটে হেলান দিল। লেন তাকে বলেনি এরকম কিছু ঘটবে। কিন্তু সে আন্দাজ করে নিয়েছে। ওর কিচেনে নাস্তা খেতে খেতে লেন আর বিল যখন বেঞ্চের ঘটনাবলী ওকে জানিয়ে বলেছে আজ সকালে ল্যাণ্ড অফিস খোলামাত্র ক্লেইম ফাইল করবে ওরা, তখনই যা বোঝার বুঝে নিয়েছিল শীলা।

আর ঘটলও ঠিক তাই। মন্থর পায়ে কামরার আরেক পাশে এগোল শীলা, আচমকা থমকে দাঁড়াল দরজিবাড়ির ডামিটার সামনে গিয়ে। লেনের-দেয়া নীল সিল্কটা জড়ান আছে ওটার গায়ে। ওই কাপড়খানাই সম্ভবত মনস্থির করতে সাহায্য করল ওকে। ঝটপট চুল বেঁধে নিয়ে মাথায় হ্যাট চাপাল সে। ওর পরনে বাড়ির পোশাক, কিন্তু এ-মুহূর্তে সে কিছুই পরোয়া করল না।

দোকান বন্ধ করে রাস্তায় নামে শীলা, কাদা ভেঙে আড়াআড়ি অপর পারের দিকে এগোয়। জিম ক্রু-কে দেখতে পায় সে, ল্যাণ্ড

বইঘর.কম

অফিস থেকে বেরিয়ে নিজের দফতরে ঢুকল।

এবার হাঁটার গতি কমায় শীলা। তার সিদ্ধান্তের তাৎক্ষণিক পরিণামের কথা ভেবে দ্বিধা করে। তবে তা মুহূর্তের জন্যে। দোকানের ডামিতে-জড়ান সিল্কের কথা মনে পড়ে তার, বোঝে এর ঋণ তাকে শোধ করতে হবে।

শেরিফের ছোট্ট অফিস-কামরায় চামড়ার চেয়ারে জিম ক্রু হেলান দিয়ে। ঠাণ্ডা চোখে দেয়ালে-ঝোলান ফেরারি আসামিদের কয়েকটা হলুদ পোস্টার দেখছিল আনমনে, তারপর যখন শীলার দিকে নজর ফেরাল প্রথমে চিনতে পারল না তাকে। পরক্ষণে উঠে দাঁড়াল, স্বভাবসুলভ নিষ্প্রাণ হেসে বলল, 'হ্যালো, লেডি।'

ডেস্কের সামনে-রাখা চেয়ারে বসে পড়ল শীলা। 'জিম, তুমি মাত্র ল্যাণ্ড অফিস থেকে এলে?'

মাথা দোলাল ক্রু কাঠখোট্টা গলায় বলল, 'ব্যাপার বোঝার চেষ্টা করছিলাম।

বেঞ্চের ঘটনা ওকে খুলে বলে শীলা। শুনতে শুনতে ছোট হয়ে আসে ক্রু-র চোখ, সোজা ঠোঁটের কোণ দুটো বেঁকে যায় দুর্বোধ্য ভঙ্গিতে। যখন শেষ হল শীলার কথা, এক মুহূর্ত কিছু বলল না শেরিফ। তারপর ওকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে শুনল শীলা।

'তুমি ভয় পাচ্ছ কাকে?' আস্তে জিজ্ঞেস করে শেরিফ।

'ফ্র্যাংক আইভিকে। তবে সেটা আমি মেয়ে বলে না।'

'জানি,' ক্রু একমত হল।

ওর পরের কথার অপেক্ষায় থাকে শীলা। কিছু বলে না শেরিফ, অগত্যা শীলাই আবার মুখ খোলে। 'লেন আর বিল শেল গরু

boighar.com

কিনতে রিলিফে গেছে। ওরা থাকবে না ওখানে।'

মাথা দোলায় ক্রু, বিড়বিড় করে আপনমনে, যেন নিজেকেই শোনাচ্ছে, 'প্রতিহিংসা খুব খারাপ জিনিস।'

'কথাটা কিন্তু এক্ষেত্রে খাটে না,' শীলা বলল।

'জানি। সুসানা ভুল লোক বেছেছিল। এখন সেই ভুলটা শুধরে নিতে চাইছে—খোদা ওর সহায়ক হোক।' উঠে দাঁড়াল শেরিফ, অলস ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'ফ্র্যাংক কী করবে বলে তোমার ধারণা?'

'ঠিক বলতে পারব না। তবে একটা জিনিস জানি। ফ্র্যাংক এর মধ্যে কোন মার্শালকে জড়াতে চাইবে না, লেনের এ-ধারণা ভুল। আমার মনে হয়, রক্ত ঝরিয়ে হলেও ওই লাইন ক্যাম্পের দখল আবার সে নেবে।'

এবার কিন্তু সত্যি সত্যি হাসল ক্রু। বেদনা-মাখা স্নেহের হাসি। 'পুরুষরা নিজেদের যতটা চেনে, তারচেয়ে অনেক বেশি তুমি তাদের চেন।'

'আমার সাতটা ভাই আছে না?' শীলার কণ্ঠে কপট তিরস্কার।

দেয়ালের হুক থেকে টুপি তুলে নিল ক্রু। 'তুমি বহু কিছু জান, শীলা। আমাকে বলতে পারবে লেন সয়্যার সম্পর্কে কতটা জান?'

'তোমার উপকারে আসে এরকম কিছু বলতে পারব না।'

'ওর হাত কি পরিষ্কার?' শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে জিম।

'হ্যাঁ। এই একটা ব্যাপারে গ্যারান্টি দিতে পারি,' আস্তে জবাব দিল শীলা, তারপর অনুসন্ধিৎসু চোখে ক্রু-র পানে তাকিয়ে

বইঘর.কম

জিজ্ঞেস করল, 'কেন, জিম ?'

ক্রু ওর নরম স্টেটসনটা হাতের ফাঁকে ঘোরাল। 'বিল শেল মানেই,' অলসভাবে বলল সে, 'ঝামেলা। ওকে পছন্দ করি আমি, কিন্তু সবসময়ই সে একটা না একটা ঝামেলা বাধায়। কার্লি ফ্যানস্টক বেঁচেই আছে ক্র্যাংক আইভির ওপর প্রতিশোধ নিতে। বেইলি আধা-ইণ্ডিয়ান। জ্যান্ত দূরে থাক, মরা ইণ্ডিয়ানের সাথেও লাগতে চাই না আমি। আর কে আছে ওর দলে ?'

'টম পিবলস।'

'একটা জিনিস বটে,' অস্ফুটে বলল জিম 'গত চার বছরে যত মাংস খেয়েছে তার সবই বেল ...র গরুর। এর মানে দাঁড়াচ্ছে, শীলা ' ইতি টানে শেরিফ, 'সব কঠিন লোক ভাড়া করেছে লেন। সুযোগ পেলে এদের যে-কেউ আইভির পিঠে গুলি করতে পিছপা হবে না।'

'লেন তা করতে দেবে না ওদের।'

'না দিলেই ভাল,' ক্রু বলল। 'ঠিক এটাই চাই আমি

শীলা উঠে পড়ল, জিম ক্রু ওকে লক্ষ করছে এখনো, তার ধূসর চোখে কৌতূহল।

'তুমি ওকে পছন্দ কর, শীলা,' প্রশ্ন নয়, রায় ঘোষণা করল জিম।

মাথা ঝাঁকায় শীলা। 'তুমিও কর।'

'করি,' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ক্রু, চোখ আবার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে এখন। 'কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আজ পর্যন্ত যাদেরই ভাল লেগেছে আমার তাদের বেশির ভাগ কবরবাসী হয়েছে।'

boighar.com

শীলা বুঝতে পারে ওর কথার অর্থ কিন্তু কোন জবাব দেয় না। বাইরে এসে অপেক্ষা করে সে, পরে জিমের সাথে লিভারি স্ট্যাবল অবধি যায়। স্টল থেকে ঘোড়া বার করে আনে জিম। দেখে বার্চ নেলিস অ্যাপ্রন গায়ে স্পেশলের দরজায় দাঁড়িয়ে, চোখ ওদের দিকে।

'কিছুই বার্চের নজর এড়ায় না, না?' মন্তব্য করে জিম ক্রু।

'কিস্যু যায় আসে না আমার,' শীলা আন্তরিক জবাব দেয়।

সাত

দুপুরের আগেই কালি ফ্যানস্টকের সাহায্যে মালপত্র সরিয়ে চালাঘরটা সাফ করে ফেলল সুসানা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কামরাটা জরিপ করে সে, কাঠের মেঝেয় বড় বড় ফাট চোখে পড়ে। ছোট্ট এক-জানালার এ-ঘরেই থাকবে সে, এবং সম্ভবত হোসেফাও। ডি বারে নিজের কামরার কথা ভেবে ক্ষীণ একচিলতে হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। তবে তা ক্ষণিকের জন্যে। কালির উদ্দেশে ফিরল সে। রোদে দাঁড়িয়ে আধময়লা একটা ব্যাণ্ডানা দিয়ে টাকের ঘাম মুছছে পাঙ্কার।

'কালি, দেখ তো গিয়ে পানি গরম হয়েছে কিনা।'

'ঘর ধুতে চাচ্ছ?' সংশয়ের সুরে জানতে চাইল কালি।

'হ্যাঁ,' ক্লান্তভাবে জবাব দিল সুসানা। 'অন্তত দু-চারটে মাকড়সা তাড়ান যাবে।'

বাংকহাউসের দিকে যেতে যেতে, ফেডারেলসের ছায়ায়-শোয়া রৌদ্রালোকিত প্রান্তরের দিকে তাকাল কালি। হঠাৎ থেমে গেল সে, চোখ কুঁচকে রইল এক সেকেণ্ড, তার পর কাঁধের ওপর দিয়ে

boighar.com

চেঁচিয়ে বলল, 'মেহমান, ম্যাম।'

ঘুরে সামনে তাকাল সুসানা। বেশ কয়েকজন ঘোড়সওয়ারের অবয়ব চোখে পড়ল। দলবেঁধে ওদের দিকেই আসছে।

কার্লি ঘরের দিকে পা বাড়াল। কর্তৃত্বের সুরে সুসানা বলল, 'না, কার্লি। গোলাগুলিতে ফল ভাল হবে না।'

'তাই বলে এমনি এমনি ছিনিয়ে নিতে দেবে?'

'পারবে না,' সুসানা বলল। 'এতক্ষণে নিশ্চয় ক্লেইম ফাইল হয়ে গেছে। তুমি নিজের কাজে যাও।'

নাক দিয়ে বিরক্তিসূচক শব্দ করল কার্লি, অনড় দাঁড়িয়ে রইল যেখানে ছিল সেখানেই। জামার হাতা নামাল সুসানা, নিজের অজান্তেই স্কার্টের ভাঁজ ঝেড়ে ঠিক করে নিল। তারপর যখন টের পেল অসচেতনভাবে নিজেকে ফ্র্যাংক আইভির কাছে শোভনীয় করে তুলে ধরতে চাইছে তখন সে নিজের ওপরেই রেগে গেল। সুসানা নিশ্চিত ফ্র্যাংকই আসছে। সামান্য একটু দ্বিধা বোধ করে সে। বেইলি আর টম পিবলস এখন নেই এখানে। লেন সয়্যারের বিচক্ষণতার ওপর আস্থা রেখে সার্কল সিক্সটি সিক্সের ঘোড়া জড় করতে গেছে। কার্লিকে নিয়ে বাড়িতে সে এখন একা। লেন বলেছিল, এবং সুসানা আর বিল দুজনেই একমত হয়েছিল তার সঙ্গে, একবার ক্লেইম ফাইল হয়ে গেলে বেআইনি কিছু করতে ফ্র্যাংক আইভি সাহস পাবে না। কেননা জিম ক্রু সেক্ষেত্রে ওদের সাথে হাত মেলাবে।

ঘোড়সওয়াররা কাছাকাছি হতে, সুসানা কেবিনের সামনে চলে এল। আর কার্লি সামান্য পেছনে সরে গিয়ে কোণের খুঁটিতে

বইঘর.কম

হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

সুসানার অনুমান ঠিক। ফ্র্যাংকই এসেছে, চারজন কর্মচারিসহ। দলের সামনে আছে সে, স্যাডলে টানটান বসে। সুসানার থেকে গজ কয়েক তফাতে ঘোড়া থামাল ওরা, মনিবকে অনুসরণ করে নেমে পড়ল। চারপাশে নজর বোলাল ফ্র্যাংক, সবশেষে সুসানার দিকে ফিরে আঙুল ছোঁয়াল টুপির কানায়।

'লেন সয়্যার কোথায়, সুসানা?' জানতে চাইল।

'বাইরে গেছে। আমার নতুন বাসা তোমার কেমন লাগছে?' সুসানা পালটা জিজ্ঞেস করল। স্পষ্ট বিদ্বেষ ওর কণ্ঠে, কিন্তু ফ্র্যাংক তা গায়ে মাখল না।

'আমার জানা ছিল না আমি এটা দান করে দিয়েছি,' বলল সে।

'বদলাবদলিটা জুতসই হয়নি বটে,' বলল সুসানা, 'তবে কাজ চলবে আপাতত।'

বাড়ির পেছন দিকে রিজের মাথায় শব্দ পেয়ে ঘাড় ফেরাল সুসানা। তিনজন ঘোড়সওয়ার, বেল হ্যাণ্ড, পিছল ঢালের ওপর সাবধানে অবস্থান নিচ্ছে। আবার ফ্র্যাংকের উদ্দেশে ফিরল সুসানা। 'ওদের ডেকে নাও। বাসায় কার্লি আর আমি একা।'

'পরের জায়গা জবরদখল করে রাখার ভাল কায়দা বার করেছ মনে হচ্ছে?' ফ্র্যাংক বিদ্রূপ করল।

'জবরদখল করে রাখিনি। যা করার আইনই করছে, আমাদের হয়ে।'

'সেরকমই শুনেছি অবশ্যি।

boighar.com

চমকে উঠতে নিয়েও সামলে নিল সুসানা। একথা শোনার জন্যে সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। বরং ভেবেছিল খবরটা শোনার পর ফ্র্যাংকের কাতর অবস্থা দেখে মজা পাবে।

'তাহলে ওদের সরিয়ে নাও,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল সুসানা। 'এবং তুমিও চলে যাও।'

বাড়ির কোনা ঘুরে কার্লির পাশে এসে থামল এক রাইডার। ফ্র্যাংক গলা চড়িয়ে বলল, 'কার্লিকে এখানে নিয়ে এস, ভার্গ। ওকে পেলেও চলবে।'

'তোমার নিকুচি করি,' মৃদু গলায় বলল কার্লি।

রেকাব থেকে' ডনে পা ছাড়িয়ে নিল ঘোড়সওয়ার, ঘোড়াটাকে একটু পেছনে সরিয়ে কার্লির পিঠে লাথি মারল। দড়াম করে কাদার ভেতর আছড়ে পড়ল কার্লি, পরমুহূর্তে উঠেই ঘুরে দাঁড়াল লাটিমের মত। দেখল ভার্গ লি-র বিরাট পিস্তলের নল ড্যাবডাব করে চেয়ে আছে তার দিকে। চোখের পলকে এবং প্রায় নিঃশব্দে ঘটে গেল পুরো ব্যাপারটা

আস্তে আস্তে সুসানার দিকে ঘাড় ফেরাল কার্লি, ফাঁসফ্যাসে কণ্ঠে বলল, 'ম্যাম, তুমি চাও আমি নিজের কাজে যাই?'

ফ্র্যাংক দেখল অপর দুই রাইডার ব্যাংকহাউসের সামনে এসে নামল ঘোড়া থেকে এবং ভেতরে অদৃশ্য হল।

হঠাৎ আতঙ্কিত বোধ করল সুসানা। সরোষে ফ্র্যাংককে বলল, 'ওদেরকে এখান থেকে নিয়ে যাও, ফ্র্যাংক। নইলে তোমাদের বিরুদ্ধে আমি ওয়ারেন্ট জারি করাব।'

'জানি,' আস্তে বলে, গলা চড়িয়ে ফ্র্যাংক যোগ করল, 'ওকে

বইঘর.কম

এখানে নিয়ে এস।'

এবার নিজেই এগিয়ে এল কার্লি। গোমড়া মুখে সুসানার পাশাপাশি হল। বাংকরুম থেকে বেরিয়ে এল দুই রাইডার, মাথা নাড়াল এপাশ-ওপাশ, কার্লির পেছনে অবস্থান নিল।

ফ্র্যাংকের উদ্ধত বেহায়া চোখ দুটো একটুক্ষণ জরিপ করল সুসানাকে। তারপর সে বলল, 'তুমি খুব চালাক মেয়ে, সুসানা। হোমস্টিডের বুদ্ধিটা ভালই বার করেছ। তোমাকে আমরা তাড়াতে পারব না।'

'অবশ্যই পারবে না।'

'তার কোন প্রয়োজনও পড়বে না, আমার বিশ্বাস,' ভরাট গলায় বলল র‍্যাঞ্চার। 'কর্মচারি ছাড়া তো আর কাজ চালাতে পারবে না তুমি, নাকি?'

'কর্মচারি আছে আমার।'

'থাকবে না,' বিড়বিড় করল ফ্র্যাংক। গরম চোখে কার্লির দিকে তাকাল। 'কার্লি, এখান থেকে তুমি ভাগছ। আর কক্ষনো আসবে না।' হোঁৎকা ভার্গ লি-র উদ্দেশে ফিরল বেল মালিক, বলল, 'কাজ শুরু করে দাও, বাছারা।'

পেছন থেকে কার্লির হাত জাপটে ধরল দুজন, আর ভার্গ লি ওর মুখে ঘুসি মারল। খিস্তি করে উঠল কার্লি, মরিয়া চেষ্টা পেল নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে। ভার্গ আবার মারল, দুবার, যত জোরে পারে।

সুসানা, ঘটনার আকস্মিকতায় বিচলিত, লাফ দিল ভার্গের উদ্দেশে, ফ্র্যাংক চট করে ধরে ফেলল ওর হাত, হ্যাঁচকা টানে

boighar.com

পেছনে সরিয়ে আনল।

এখন পুরোদমে কাজে নেমে পড়েছে ভার্গ। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে, কালির মুখে বুকে আর পেটে দমাদম ঘুসি মারছে। কালি, হাত পেছনে বন্দি, আপ্রাণ চেষ্টা করছে মুক্তি পাবার, ঘুসি এড়াতে ডানে-বাঁয়ে পাগলের মত মাথা ঝাঁকাচ্ছে। ওর সারা মুখ রক্তে একাকার, প্রতিটি নতুন আঘাতের সাথে সাথে সে গুঙিয়ে উঠছে।

কিন্তু ভার্গ লি সনিষ্ঠ নৃশংসতায় চালিয়ে গেল নিজের কাজ। যতক্ষণ না বুকের কাছে নেতিয়ে পড়ল কালির মাথা, ওর পেটে অবিরাম আঘাত হেনে চলল সে, তারপর প্রচণ্ড গতিতে মুখে একটা আপারকাট ঝাড়ল। ঝাড়া আধমিনিট স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল কালি, তারপর ওর হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল। যে-লোক দুটো ধরে রেখেছিল তারা অবশ্যি পড়তে দিল না ওকে। ভার্গ আবার এগিয়ে এল।

সুসানা, আতঙ্কে চোখ বিস্ফারিত, মিনতি করল ফ্র্যাংককে। 'ওদের থামাও! প্লিজ, ওদের থামাও!'

ফ্র্যাংক হাসল শুধু। সুসানা হাতের তালুতে মুখ ঢাকল। দেয়ালঘড়ির পেণ্ডুলামের শব্দের মত নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতায় কালির রক্তাক্ত মুখে থ্যাচ-থ্যাচ করে হাতুড়ির বাড়ি পড়ার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে সে। এবং সেই সাথে ভার্গের পৈশাচিক উল্লাসের শব্দ।

নাগাড়ে এরকম চলল কিছুক্ষণ। সুসানা দুহাতে কান চাপা দিয়েছে, চোখ বন্ধ। তারপর হঠাৎ একটা ভূকম্পন টের পেল সে, সচকিত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল। কালিকে ছেড়ে দিয়েছে ওরা। চিত

বইঘর.কম

হয়ে পড়ে ও, মুখ একতাল থকথকে মাংসপিণ্ড, শার্ট ছেঁড়া এবং রক্তে ভেজা। এখন ভার্গ লি দাঁড়িয়ে কালির পাশে, মুখে একের পর এক লাথি মারছে। ওর জামায়ও কালির রক্তের ছিটে লেগেছে। নগ্ন হিংস্রতায় পশুর মত দেখাচ্ছে তাকে। তারপর একসময় ক্লান্ত হয়ে থেমে গেল লি।

পালা করে কালি এবং অন্য লোকগুলোকে দেখল সুসানা। কেউ তাকাচ্ছে না ওর দিকে। এখন যেহেতু কাজ শেষ, অস্বস্তিভরে সরে গেছে ওরা, আড়চোখে লক্ষ করছে ফ্র্যাংককে, সবার মুখেই স্পষ্ট লজ্জা।

কালির উদ্দেশে পা বাড়াল সুসানা। একঝটকায় ফ্র্যাংক ওকে নিজের দিকে ফেরাল। তার মুখ ক্রোধে শীতল, হিংস্র। খরখরে গলায় সে বলল, 'তোমার জন্যে যে কাজ করবে, সুসানা, তারই ওই অবস্থা হবে। কথাটা লেন সয়্যারকে জানিয়ে দিয়ো।'

'শয়তান! পশু!' হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর মত চেঁচাল সুসানা।

'যে কাজ করবে তোমার জন্যে,' আবার বলল ফ্র্যাংক।

এরপর ওকে ছেড়ে দিল সে, ঘোড়ার দিকে ফিরল। দলের অন্যরা, এখনো নীরব, ছড়িয়ে পড়ে যার যার ঘোড়ার উদ্দেশে এগোল। এখনো কেউ তাকাচ্ছে না সুসানার দিকে।

অবসন্ন পায়ে কালির কাছে এল সুসানা, হাঁটু গেড়ে বসল পাশে। অসুস্থ বোধ করে ও, তালগোল-পাকান মুখের দিকে তাকাতে পারে না কিছুক্ষণ। বেল কর্মচারিরা চলে যাচ্ছে, নীরব সবাই। একজন লোক, সুসানা দেখল, ঘাড় ফিরিয়ে একবার

boighar.com

তাকাল ওদের দিকে।

নিজেকে সংযত করল সুসানা। হাত রাখল কালির কবজিতে, টের পেল নাড়ি চলছে এখনো। ও ভেবে পায় না এত মার হজম করে কেউ বেঁচে থাকে কীভাবে। বাসা থেকে কাপড় নিয়ে এল সে, কালির মুখ ঢেকে দিল, তারপর বাংকহাউসের দিকে ওকে টেনে নিয়ে চলল। কাজটা সারতে মিনিট কয়েক লেগে গেল, পথে বিশ্রাম নিতে হল বার কয়েক, আর এ-সময়ে ক্রোধই শক্তি জোগাল তাকে।

বাংকহাউসে পৌঁছে কালিকে টেনেহিঁচড়ে বিছানায় তুলল সুসানা, ক্ষতগুলো পরিষ্কার করতে বসল। এটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। মুখ কেটে থকথকে হয়ে গেছে। কালির নাক খুঁজে পেল না সে। চোখ ঢাকা পড়েছে মাংসপিণ্ডের আড়ালে। একটা ভুরু নেই। প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির বলে গরম পানি আর পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে মুখটা সাফ করল ও। এরপর কালির জামা খুলে নিয়ে সবে কাঁধ আর বুকের জখমে হাত লাগিয়েছে এমন সময়ে বাইরে ঘোড়া থামার আওয়াজ পেল।

দৌড়ে দরজায় গেল সুসানা। জিম ক্রু, নামছে স্যাডল থেকে।

টুপি নামাবার জন্যে হাত উঠিয়েছিল জিম। সুসানার জামার দিকে চোখ পড়ায় মাঝপথে থেমে গেল।

'সুসানা, কী—' কথা থামিয়ে দ্রুত এগিয়ে এল জিম। ঘরের ভেতর পিছিয়ে গেল সুসানা, কালি যেখানে শুয়ে সেই বাংকের কাছে শেরিফকে নিয়ে গেল।

চোখ কুঁচকে কালির জখমগুলো দেখল জিম ক্রু, আড়ষ্ট হয়ে

বইঘর.কম

গেল মুখ। সুসানার দিকে ফিরে সে বলল, 'ফ্র্যাংক ?'

মাথা ঝাঁকাল সুসানা, ধপ করে বসে পড়ল বেঞ্চে। আবার উঠল সে, এতটুকু ক্লান্ত নয়, বুনো আক্রোশ ছাড়া অন্য কিছুই বোধ করছে না এখন, তাকাল জিম ক্রু-র পানে।

'দুজন ধরে রেখেছিল ওকে। ভার্গ লি মেরেছে, আর অন্যরা তামাশা দেখেছে।'

দুর্বল কণ্ঠে ক্রু বলল, 'শুধু ভার্গের নামেই ওয়ারেন্ট ইস্যু করা যাবে, সুসানা।'

সুসানা যেন শুনতে পায়নি ওর কথা। এখন দরজায় দাঁড়িয়ে সে, বোবা দৃষ্টিতে সামনের এবড়োখেবড়ো প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে আছে। না, সামান্য ওয়ারেন্টের বলে ফ্র্যাংক আইভির বিরুদ্ধে কিছু করা সম্ভব হবে না। জিম ক্রু-র কৈফিয়তের সুর তা বলে দিচ্ছে। লি-কে জেল-জরিমানা করা যাবে, কিন্তু জেলেই ওর বেতন দেয়ার ব্যবস্থা করে ফ্র্যাংক নিজে পার পেয়ে যাবে। যার কথা লেন বলেছে, ফ্র্যাংক আইভি-র এটা সে-ধরনের অপরাধ নয় যে জিম ক্রু গোটা বেল র‍্যাঞ্চের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। এখন সহসা সুসানা উপলব্ধি করে, ফ্র্যাংক আইভিও জানে এটা। ফ্র্যাংক আইভি ভয় পায় ক্রু-কে। এমন কিছু করবে না সে যার কারণে প্রবল ন্যায়পরায়ণ জিম ক্রু তার বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য হবে। কিন্তু তাই বলে এই নৃশংসতাকে কোনরকম প্রতিশোধ গ্রহণ ছাড়াই রেহাই পেতে দেয়া চলে না। আর ঠিক এখানে এসে লেনকে মনে পড়ে সুসানার। ও ঠিক বুঝবে কীভাবে করবে কাজটা। ইতিমধ্যেই সে আইভিকে পরাস্ত করার রাস্তা দেখতে পেয়েছে।

boighar.com

ঘুরে, জিমের কাছে ফিরে এল সুসানা। 'না, জিম, আমি নিজের মত করে এর বিহিত করব।'

ক্রু বোঝাতে চেষ্টা করে ওকে, 'মাথা গরম কর না, সুসানা।'

'জিম, আমাকে একটা ঘোড়া সাজিয়ে দেবে? তোমার সময় হবে অপেক্ষা করার, বেইলি আর টম ফিরে না-আসা পর্যন্ত? আমি একটু কাজে বেরোচ্ছি।'

বইঘর.কম

আট

বেলা দুশটা নাগাদ রিলিফে গরুবাছুর আসা শুরু হল। সার্কল সিক্সটি সিক্স কিনছে, বিল শেলের এ-খবর যথাসময়ে পৌঁছে গেছে জায়গামত। শেষ ঢালের নিচে রিজার্ভেশনের সীমানাবর্তী ছোট ছোট র‍্যাঞ্চারদের কাছে। দশ-বারটা গরুর একেকটা পাল। এনেই ওগুলোকে সোজা কোরালে তুলে রাখল মালিকেরা। ফলে দুপুরের দিকে লেন আর বিল যখন পৌঁছল এসে, একসাথে বেশকিছু গরুর দেখা পেল।

দরদাম করে কেবল সস্তাগুলো কিনল লেন। জাত বিচারের মধ্যে গেল না। সুসানার দেয়া-টাকায় যত বেশি সম্ভব গরু কেনাই ওর লক্ষ্য। এর পেছনে অবশ্যি একটি বিশেষ কারণ আছে। লেন চাইছে সবাই মনে করুক বিরাট এক তৃণভূমির দখল নিতে যাচ্ছে ওরা।

উপরন্তু, পরে এসব নিয়ে যাতে আইনগত ফ্যাকড়া না-বাধে সেদিকেও সে লক্ষ রাখছে। তাই কেনার পরপরই বিল শেলকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পরবর্তী কাজে। অপেক্ষাকৃত ছোট একটা

BanglaBook.org

কোরালে গরু নিয়ে যাচ্ছে দফায় দফায়, পায়ে দড়ি বেঁধে পেড়ে ফেলছে মাটিতে, আগের মার্কা বাতিল করে প্রত্যেকটার বাঁ-নিতম্বে সার্কল সিক্সটি সিক্সের মার্কা লাগিয়ে দিচ্ছে। আইভি আর জর্জ বুশ যদি গরুগুলো বেঞ্চে পৌঁছামাত্র হানা দেয়ার মতলব করে থাকে, এই সাবধানতায় সুফল মিলবে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। এখনো কাজ চলছে ওদের। ছোট ছোট যেসব র‍্যাঞ্চার গরু আনছে তারাও সাহায্য করছে। আগুন-ঢালা সূর্যের নিচে কোরালের ভেতর এভাবেই চলতে লাগল ব্র্যাণ্ডিং, আর জখমি গরুর আর্তনাদে চারপাশে কানপাতা দায় হয়ে উঠল।

একবার বিশ্রামের সময় ঘোড়ায় চেপে রাস্তা পেরোল বিল শেল, হোটেলের কোনা ঘুরে পেছনের কুয়ায় গেল পানি খেতে। এই ফাঁকে কোরালের ভেতরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে জিরিয়ে নিল লেন, একটা সিগারেট বানাতে বানাতে গল্প জুড়ল এক ইণ্ডিয়ান পুলিসের সাথে। কোন চোরাই গরু আছে কিনা ওদের পালে এটা দেখতেই রিজার্ভেশন থেকে এসেছে লোকটা। লেনের রঙজ্বলা শার্ট ঘামে ভিজে সেঁটে গেছে পিঠের সাথে, টুপি মাথার পেছনে ঠেলে দেয়ায় ঘাম-চটচটে কালো চুল বেরিয়ে পড়েছে।

অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরে এল বিল শেল। লেন তখন শার্টের পকেট হাতড়াচ্ছিল। শেলকে দেখে বলল, 'ম্যাচ আছে, বিল?'

'তার চেয়েও বেশি কিছু আছে,' একটা ম্যাচের কাঠি বাড়িয়ে দিয়ে অস্ফুটে বলল বিল। হোটেলের দিকে ইশারা করল। 'এড বার্মা।'

বইঘর.কম

লেন ঝট করে তাকাল রাস্তার ওপাশে। হোটেল পোর্চে এড বার্মা বসে, সকৌতূহলে দেখছে ওদের কার্যকলাপ।

অলস সুরে বিড়বিড় করল বিল, 'ব্যাটা এখন আবার পিস্তল ঝুলিয়েছে। আমার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে জানতে, কাল রাতের ব্যাপারে ওর কোন আপত্তি আছে কিনা।'

'জানতে চেয়ো না।' Boighar

চকিতে লেনের পানে তাকাল বিল, দৃষ্টিতে চাপা শয়তানি। 'কেন চাইব না? প্রশ্নটা খারাপ কিছু নয়।'

'কী লাভ হবে?' লেন বলল নিচু গলায়। 'ও আইভি না, বিল।'

'ব্যাটার ওই গোয়েন্দাগিরি আমার সহ্য হচ্ছে না,' বিলের কণ্ঠে বিরক্তি। 'এমনিতেও ওকে আমি পছন্দ করি না।'

'বাদ দাও,' লেন স্পষ্ট বলল।

লেন দেখল চোখে একরাশ অসন্তোষ নিয়ে বিল তাকিয়ে আছে, তারপর সে কাঁধ ঝাঁকাল। 'নাহ্, তুমি দেখছি মানুষকে একটু মজা করতেও দেবে না,' প্রতিবাদ করল বিল, আবার তাকাল বার্মার দিকে।

নতুন আরেক পাল গরুবাছুর বেরিয়ে এল গাছপালার বাইরে, ছড়িয়ে পড়ল। স্যাডলে চাপল বিল, ধরে আনতে গেল। পেছন থেকে লেন দেখে ওকে, ভেতরে ভেতরে চাপা অস্বস্তি বোধ করে। আগে বা পরে, বোঝে সে, বিলের সাথে তার গোলমাল বাধবে। বিল এই ঝামেলায় মাথা দিয়েছে স্রেফ বেল আউটফিটকে একহাত দেখে নিতে। ফাঁসি এড়িয়ে যদি সম্ভব হয়, ফ্র্যাংক আইভিকে সে খুন করবে। ওর অস্থিরতা আর এই বেপরোয়া

boighar.com

মনোভাব সামনাসামনি লড়াইয়ে কার্যকর। কিন্তু ওরা এখন অপেক্ষার যে-খেলায় নেমেছে তাতে এর ফল হিতে বিপরীত হয়। বিল ধৈর্য জিনিসটার গুরুত্ব বোঝে না, বুঝতে চায়ও না। লেন উপলব্ধি করে ওদের মধ্যে একটা এসপার-ওসপার অনিবার্য।

বার্মার দিকে তাকায় সে। টের পায় ওর উপস্থিতিতে সে নিজেও ক্ষুব্ধ। আইভির পাহারাদার কুকুর যে-রকম বেহায়ার মত অন্যের কাজকর্মের ওপর নজর রাখছে তা আর কোন আউটফিটের লোকই সাহস পাবে না। তবে এসব লেন ভাবল খুব অল্প সময় এবং শিগগিরই লোকটার কথা ভুলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে।

বিরাট কোরালটা ক্রমশ ভরে উঠছে গরুবাছুরে। বেল ফোরম্যানকে নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এখন আর পাচ্ছে না লেন কিংবা বিল। পালা করে র‍্যাঞ্চাররা হাত লাগাচ্ছে ওদের সাথে আবার গলা ভেজাতে বারে ফিরে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ আগে-আসা পালের শেষ গরুটাকে ছেড়ে দিয়ে, গা বাঁচাতে লেন যখন স্যাডলে উঠে একপাশে সরে দাঁড়াল, বিকেল বিদায় নেবার আয়োজন করছে। হাট হয়ে খুলে গেল কোরালের গেট, গরুটাকে দাবড়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল সে, তারপর রেকাব থেকে পা মুক্ত করে অবসন্ন দেহে স্যাডলেই বসে রইল, নজর বোলাল আশপাশে।

জঙ্গলের উত্তর কিনারে একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল ওর। সুসানা বুশ ঘোড়ায় চেপে এদিকেই আসছে।

'বিল,' বলে মাথা ইশারায় সুসানাকে দেখাল লেন, ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে এগোল। হোটেলের সামনে মিলিত হল ওরা, স্যাডল

বইঘর.কম

থেকে নেমে সুসানার ঘোড়ার লাগামটা লেন হাত বাড়িয়ে ধরল। সুসানার জামাকাপড়ে লেগে-থাকা শুকনো রক্ত দেখেই অনুমান করে নিল কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। শীতল ক্রোধে জ্বলজ্বল করছে মেয়েটার সবুজ চোখ। বিল শেল ওকে সাহায্য করল নামতে।

'এখানে তোমার কামরা আছে, লেন?'

লেন বুঝল এত লোকের মাঝে ও কথা বলতে চায় না। বিশেষ করে এড বার্মার উপস্থিতিতে। আগে আগে লবিতে ঢুকল সে, ডেস্কের পেছনের বোর্ড থেকে চাবি তুলে নিল একটা, তারপর তিনজনই সিঁড়ির দিকে এগোল।

করিডরের প্রথম কামরাটাই লেনের। দরজা খুলে ও সরে গেল একপাশে, সুসানার পেছন পেছন বিল ঢুকল ভেতরে। দরজা লাগিয়ে ঘুরে দাঁড়াল লেন, জিজ্ঞাসার সুরে বলল, 'তোমার কাপড়ে রক্ত লেগে আছে, সুসানা।'

'কালি ফ্যানস্টকের রক্ত,' জবাব দেয় সুসানা। 'দুজন ধরে রেখেছে আর তৃতীয়জন পিটিয়ে লাশ বানিয়েছে ওকে।'

এরপর হড়হড় করে ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল পুরো কাহিনী। শুনতে শুনতে লেনের চেহারা শক্ত হয়ে গেল। কিছুই বাদ দিল না সুসানা। যখন শেষ হল বলা, ঘরে উপস্থিত অপর দুজনের কেউই বলল না কিছু। শুধু বিল শেল তাকাল লেনের পানে, দৃষ্টিতে প্রশ্ন প্রতিহিংসা এবং প্রত্যাশা।

সুসানা বিছানায় গিয়ে বসে পড়ল, সেও লক্ষ করছে লেনকে। হঠাৎ ও বলে উঠল, 'আমি চাই ফ্র্যাংকের ওপর তুমি এর বদলা নাও, লেন। কীভাবে নেবে তা তোমার ব্যাপার।' সীমাহীন ক্রোধ

boighar.com

ঝরে পড়ে ওর কণ্ঠে। এক মুহূর্ত কোন কথা বলে না লেন, অপলকে চেয়ে থাকে সুসানার হাতের দিকে। উত্তেজনা দমন করতে মেয়েটা বিছানার চাদর খামচে ধরেছে।

তারপর সে বলে, 'একটু ভাবলেই, এটা তোমারও ব্যাপার হবে।' ঘুরে ধীর পায়ে জানালায় গিয়ে দাঁড়ায় লেন, দুটো হাতই মুঠি পাকিয়ে প্যান্টের পেছনের পকেটে ঢোকান। শূন্য দৃষ্টিতে নিচের কোরালের দিকে সে তাকিয়ে থাকে। তার নিজের রাগ এখন বশে এসেছে। তবে যতক্ষণ না বদলা নিচ্ছে, এর আগুন নিভবে না। কালিকে এভাবে মারার পেছনে আইভির উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধে হয় না। আইভি বেপরোয়া হয়নি। যে-জমি ইতিমধ্যে আইনের প্যাঁচে পড়ে বেহাত হয়ে গেছে সেখান থেকে ওদের তাড়াবার চেষ্টা করাটা যে ভুল হবে সে জানে। তাই প্রতিপক্ষের মনে আতঙ্ক ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছে। মারধোর কর, ভয় দেখাও, যাতে সে-লোক একা চলাফেরা করার সাহস না পায়। তারপর ফ্র্যাংক আইভির ভয় যখন একদিন গেঁথে যাবে তার মনে, আপসেই সে পাততাড়ি গোটাবে। তাছাড়া আইভি এমন আশাও করছে, কালির মারের বদলা নিতে গিয়ে সিক্সটি সিক্স এরকম কোন ভুল করবে যার দরুন জিম ক্রু-র সমর্থন হারাবে তারা। ধিকিধিকি ক্রোধের আগুন জ্বলে ওর মনে। জোরে জোরে চোয়ালে সে হাত ঘষে। ব্যথায় ভেতরের জ্বালাটা যেন কমে খানিকটা। সুসানার দিকে ঘাড় ফেরায় লেন। ওকে লক্ষ করছে মেয়েটা, তার চোখের আগুন এখনো নেভেনি।

এবার অত্যন্ত নিচু স্বরে, 'এড বার্মা,' এই দুটো শব্দ উচ্চারণ

বইঘর.কম

করেই বিল শেল দরজার উদ্দেশে পা বাড়াল।

লেন বলল, একই রকম নিচু গলায়, 'তুমি ওই দরজার বাইরে যাবে, বিল, আমি আর থাকব না এর মধ্যে। সুসানা, তুমি কী বল?'

'দাঁড়াও, বিল,' সুসানা ডাকল।

'ব্যাটা এখানেই আছে।' রাগে চিরে গেল বিলের গলা। 'খোদার কসম লাগে, চল হারামিটাকে বস্তায় ভরে পাঠিয়ে দিই আইভির কাছে।'

লেনের দিকে তাকাল সুসানা, বলল, 'কালিকে ওরা রেয়াত করেনি। তো বাধা কোথায়?'

আস্তে জিজ্ঞেস করল লেন, 'তোমার লড়াইটা কার সাথে, সুসানা? বার্মা না আইভি?'

'আইভি।'

'তাহলে ওর সঙ্গেই লড়। বার্মা না। বার্মা কী দোষ করেছে? তোমার ওই ছোট্ট মোটা মাথাটায় একটু শান দাও।'

চমকে উঠল সুসানা, মুখ লাল। ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে লেন, চেহারা নির্লিপ্ত।

জেদ আর রাগ ঝরল সুসানার কণ্ঠে। 'তুমি তোমার নিজের লোকদের রক্ষা করবে না?'

'আলবত করব—তবে আমার নিয়মে,' চাঁচাছোলা জবাব দেয় লেন। 'তোমার আপত্তি থাকলে বল, আমি চলে যাচ্ছি।'

একে অন্যের দিকে ঠায় চেয়ে রইল ওরা, তারপর সুসানা চোখ নামিয়ে ফেলল। আন্তরিক বলল, 'আমি দুঃখিত, লেন। ভুল হয়ে

boighar.com

গেছে।'

এবার বিলের দিকে ফিরল লেন, স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল, 'ফের যদি এরকম কর, বিল, আমি পাখি পড়াবার ধার ধারব না। হয় তুমি আমার হুকুমে চলবে, নচেৎ এক্ষুনি বিদায় হবে।'

প্রতিবাদ ঝলসে উঠল বিল শেলের মুখে, চাপা গলায় সে বলল, 'সাবধান, লেন!'

'হয় আমার হুকুমে চলবে, নয়ত বিদায় হবে,' আবার বলল লেন। 'কোনটা করবে এখনই ফয়সালা করে নাও।'

একটা হিংস্রতা খেলা করে বিলের চোখে, আর লেন নিশ্চল দাঁড়িয়ে ওর জবাবের অপেক্ষায় থাকে।

মিহি সুরে বিল বলে, 'তুমি খুব কঠিন লোক, দোস্ত।'

'যতটা কঠিন হওয়া প্রয়োজন ঠিক ততটা।'

স্থির একটা মুহূর্ত লেনকে জরিপ করে বিল শেল, তারপর স্বভাব-সুলভ চওড়া হাসিতে ভরে ওঠে তার মুখ। 'ঠিক আছে, বুড়ো খোকা। তোমার কথাই এখানে আইন।'

এবার সুসানার উদ্দেশে ফিরল লেন। 'কালির আঘাত কতটা খারাপ?'

'ঠিক জানি না। তবে মনে হয় বেশ খারাপ।'

বিছানা থেকে টুপি তুলে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল লেন। কবাট খোলার আগে একটু থামল সে, বিল শেলকে বলল, 'আমি আমার লোকদের রক্ষা করি, বিল। তবে সেটা করি আমার নিজস্ব পদ্ধতিতে। এড বার্মাকে একা থাকতে দাও। কালির বদলা আমি ঠিকই নেব।'

বইঘর.কম

বিল বলল না কিছু। লেন বেরিয়ে গেল। বন্ধ দরজার দিকে বিল আর সুসানা উভয়ই তাকিয়ে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত, তারপর নিস্তেজ সুরে সুসানা বলল, 'ও কোথায় যাচ্ছে, বিল?'

'আমি শুধু ওর হুকুম তামিলই করি,' তিক্ত সুরে বিল জানাল, 'মনের হদিস রাখি না।'

এরপর সেও বেরিয়ে গেল। সুসানা বিছানা ছেড়ে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। দেখল ঘোড়ায় চেপে লেন উত্তরে সিগন্যালের পথে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ ওর উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা করল সে, শেষমেষ হতাশ হয়ে বিছানায় গিয়ে বসে পড়ল আবার।

সুসানা আবিষ্কার করে লেনের কথার ঝালে এখনো তার গা জ্বালা করছে। যুগপৎ কৃতজ্ঞতা আর বিরক্তি বোধ করে সে। উপলব্ধি করে দ্বিতীয় আরেকটা ভুল সে করেছে। প্রথমে লেনকে ডেকে নিয়ে শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছে বাথানটা। আর এবার জ্ঞান দেয়ার চেষ্টা করেছে ওকে।

প্রথমবার ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে লেন। কিন্তু পরের বার পালটা আঘাত হেনেছে, এবং তাতে ওর লাগছে। সুসানা এখন বুঝতে পারে, এড বার্মাকে হত্যা করার ব্যাপারে বিলের প্রস্তাবে সায় দেয়াটা তার উচিত হয়নি। লেনের কথাই ঠিক। বার্মা দোষ করেনি। সুতরাং তাকে শাস্তি দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আবার এটাও ঠিক, আইভির ঔদ্ধত্য বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়াটাও ভুল হবে। লেন যা-ই বলুক, একথা কে না-জানে, কারো কর্মচারির গায়ে হাত তোলা তার মালিকের গায়ে হাত তোলারই শামিল।

boighar.com

বুকভরে নিশ্বাস নেয় সে, নজর বোলায় ঘরের ভেতর। আবার তার ভাবনায় ফিরে আসে লেন এবং ওর তখনকার কথাগুলো। অত্যন্ত রূঢ় আচরণ করেছে লোকটা আর সে মুখবুজে হজম করেছে। ব্যাপারটা উপলব্ধি করে সুসানা এখন অবাক হয়। ফ্র্যাংক আইভি না-হলেও হাজার বার এমন ব্যবহার করেছে তার সাথে। আর এজন্যে সে ক্রমশ লোকটার ওপর বিষিয়ে উঠেছে। অথচ লেনের কথা এভাবে মেনে নিয়েছে যেন সে এখনো স্কুলে পড়ে। সুসানা বহু ভেবেও তার এই বিষম আচরণের রহস্য ভেদ করতে পারে না।

ওদিকে নিচের কোরালে তখন নতুন করে আরেক দল গরুর গায়ে মার্কা লাগানর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিল শেল। অচঞ্চল একটা রাগ কুরে কুরে খাচ্ছে তাকে। আর তা ভুলে থাকার চেষ্টায় সে নীরবে কাজ করে চলেছে। লেনের তিরস্কারে এখনো ঝাঁ-ঝাঁ করছে তার কান। কিন্তু কালির কথা যখনই ভাবছে মনে মনে গাল বকছে সে। লেনের প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রশ্নাতীত। কিন্তু লেন এখানে নতুন, তাই জানে না কালিও তার কতটা প্রিয়। কালি বরাবর তার বন্ধু, এমনকি যখন বেল র‍্যাঞ্চে কাজ করত তখনো ছিল। একসাথে ঘুরে বেড়ায় তারা, মাতাল হয় একসঙ্গে, আবার ঠিক তেমনিভাবে ফ্র্যাংক আইভিকে ঘৃণাও করে একই সাথে। আর এখন সেই বিলকে কিনা অসহায়ভাবে হাত-পা গুটিয়ে থাকতে হচ্ছে। অথচ সে এরকম ধাতুতে গড়া মানুষ না। লেন সয়্যারকে যখন কোন দাসখত লিখে দেয়নি, কাজে সে ইস্তফা দিতে পারে। কিন্তু বিল এও জানে এটা তার সমস্যার জবাব নয়। আর

বইঘর.কম

তা জানে বলেই তার মানসিক যাতনা আরো বেড়ে যায়। লেন সয়্যারকে এ-পর্যন্ত যতটুকু চিনেছে তাতে সে নিশ্চিত কালির রক্ত বিফলে যাবে না, বরং দ্বিগুণ উসুল করা হবে। বিল আরো জানে, লেন সয়্যারের সাথে থাকলে একদিন সে ঠিক ফ্র্যাংক আইভির শোচনীয় পরাজয় দেখতে পাবে। বলতে কি, শুধু এই একটি প্রত্যাশায় লেনের সাথে সে হাত মিলিয়েছে, এবং এখনো নিজের মেজাজে লাগাম পরিয়ে রেখেছে। তবু, কালির কষ্টের কথা বিল ভুলতে পারে না। তাই মনের দুঃখ মনে রেখে ব্র্যাণ্ডিং করে চলে নাগাড়ে।

সন্ধে নাগাদ সারা হল কাজ। কোরালে ঠাসাঠাসি-করে-রাখা গরুবাছুরগুলোকে শেষ একবার দেখে নিয়ে বেরিয়ে এল বিল, ঘোড়াটাকে বার্ন-লাগোয়া স্ট্যাবলে তুলে রাখল। এখন গলা ভেজান প্রয়োজন। এতে হয়ত কালিকে ভুলে থাকা সম্ভব হবে। কিন্তু তার আগে টাকার হিসেবে-নিকেশটা লিখে রাখতে হবে টালি খাতায়। বারে অনেক বন্ধুবান্ধব রয়েছে, ওখানে কাজ করা যাবে না। তাই লণ্ঠন জ্বেলে নিয়ে ফিডবক্সের ওপর বসল সে, টালি খাতাটা বার করল।

লেন সয়্যারের অধীনে যখন চাকরি করছেই, তাকে সে দেখিয়ে দেবে বিল কাজের লোক। ক্ষুব্ধ হলেও দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে না। অঙ্কে সে কখনই পাকা ছিল না। বব যখন ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খাওয়াতে এল, বিল মাথা ঠিক রাখতে গিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছে।

ববের কাছ থেকে সিগার চেয়ে নিয়ে ধরাল সে, ফের হিসেবে

boighar.com

ডুবে গেল। বব ফর্কের সাহায্যে ঘোড়াগুলোকে খড় দিতে লাগল। খানিক বাদে ঘুরতে ঘুরতে দো-আঁশলা এক ইণ্ডিয়ান এসে হাজির হল সেখানে, নিচু গলায় আলাপ জুড়ে দিল ববের সাথে।

কাজের ব্যাঘাত ঘটায় খেঁকিয়ে উঠল বিল, 'আহ্, বব, চুপ কর।'

বব হাসল একগাল। 'পোকি আমাকে ফুসলে মদ কিনতে চাইছে।'

পোকি আধা-ইণ্ডিয়ান। আর ইণ্ডিয়ানদের কাছে ববের মদ বিক্রি মানা। বিল বলল, 'তোমার মর্জি হলে বিক্রি কর, তবু কথা বল না এখানে।'

থেমে গেল কথা। আবার হিসেব নিয়ে বসল বিল। কিছুক্ষণ পর নতুন আরেকটা শব্দ ফের ব্যাঘাত ঘটাল তার মনঃসংযোগে। কেউ একজন বার্নে এসেছে। বিল প্রথমে গা করল না। কিন্তু শেষমেষ বিরক্তির সাথে পেছন ফিরল কে তার ওপর নজর রাখছে এটা দেখার জন্যে।

এড বার্মা। স্টলের দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে বিষদৃষ্টিতে বিলকে জরিপ করছে। বেল আউটফিট সম্পর্কে বিলের মনে যে-ঘৃণা রয়েছে এডকে দেখে নিমেষে ধক করে জ্বলে উঠল তার আগুন। উপরন্তু কালির মারের বদলা নেয়ার ইচ্ছেটা এখন যেন বেড়ে গেল আরো। এখানে বার্মার উপস্থিতি ওর কাছে একটা চ্যালেঞ্জ বলে মনে হল।

বেল ফোরম্যান বলল, 'গতরাতের কথা আমি ভুলিনি, বিল।'

'ভুলবার কথাও না,' টেনে টেনে বলল বিল। 'তা কী করবে ঠিক করেছ?'

'কিছুই না, আপাতত।'

বইঘর.কম

ক্রূর হাসল বিল, বলল, 'অথবা কখনই, বন্ধু।'

সোজা হল বার্মা, কাছে এসে শান্ত গলায় জানতে চাইল, 'কত গরু কিনছ তোমরা?'

'কেন?' বিল প্রশ্ন করল।

বার্মা সূক্ষ্ম হাসল, বিলের গলায় ঝাঁঝ সে লক্ষ করেনি। 'না; সিক্সটি সিক্স যখন লাটে উঠবে, আমাদেরকেই আবার ওগুলো কিনে নিতে হবে কিনা তাই জেনে নিচ্ছি।'

কথা তো নয়, হুল ফুটল বিল শেলের স্নায়ুতে। ক্রোধে সাদা হয়ে গেল ওর তামাটে মুখ। আঙুলের ফাঁকে সিগার ঘোরাতে ঘোরাতে বিল বলল খরখরে গলায়, 'তোমার নাকটা যদি আরেক ইঞ্চি বড় হত, এড, আমি ওটা তোমার বেল্টের সাথে বেঁধে দিতাম।'

পলকে এড বার্মার চেহারা বদলে গেল। বেল ফোরম্যান হিসেবে কড়া কথা শুনে সে অভ্যস্ত, কিন্তু সার্কল সিক্সটি সিক্স কর্মচারির খোঁচার মাত্রাটা একটু বেশি মাত্রায় তেতো। চোখ কুঁচকে তাকাল সে, বিলের মারমূর্তি দেখে বিস্মিত হল।

নরম সুরে বার্মা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এমন করছ কেন, বিল?'

'তোমার গায়ের দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারছি না বলে,' খেঁকিয়ে উঠল বিল, এখন সে পুরোপুরি বেপরোয়া। 'এক্ষুনি তুমি আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।'

বার্নের পেছনে একটা আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফেরাল বার্মা। বব আর পোকি এসে দাঁড়িয়েছে। বব সাধারণত পিস্তল ঝোলায় না, কিন্তু বার্মা দেখল এখন সে পোকির পিস্তলটা হাতে তুলে নিয়েছে।

boighar.com

এডের বুঝতে দেরি হল না সংঘর্ষ আসন্ন। চকিতে মনস্থির করে ফেলল সে। 'ঠিক আছে, আমি নাহয় চলেই যাচ্ছি,' বলল আপসের সুরে, দরজার দিকে পা বাড়াল।

ঝট করে ওর সামনে চলে এল বিল, কঠিন সুরে বলল, 'এড, তোমার সাথে এখন লোক নেই যে তার সাহায্য দিয়ে আমাকে পিটিয়ে লাশ বানাবে। যেমনটা কালিকে বানিয়েছ তোমরা। একা লাগতে সাহস পাচ্ছ না বুঝি?'

এড তাকাল স্থির চোখে, চেহারায় রাগের আভাস। বিলের কথা সে বুঝতে পারছে না, তবে অপমানটা ঠিকই গায়ে বাধবে। শান্ত গলায় বেল ফোরম্যান বলল, 'আমি লড়াই করতে চাইলে, বিল, কারো সাহায্যের দরকার পড়বে না।'

'তোমাকে লড়াইতে নামাতে হলে কী করতে হবে?' বিল ভেংচি কেটে জিজ্ঞেস করল।

এড বার্মা সাবধান হয়ে গেল। এই গায়ে-পড়া ঝগড়ার কারণ সে জানে না। কিন্তু বিলের উদ্দেশ্য ঠিকই বুঝতে পারল এবং ঠাণ্ডা মাথায় ঝামেলা মিটিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। এটা বড়াই করার সময় না। মৃদু গলায় বার্মা বলল, 'অনেক কিছু।'

ওর গালে চড় মারল বিল। আঘাতটা বার্মার ভারসাম্য নষ্ট করে দিল। লণ্ঠনটা যে-ফিডবক্সের ওপর রয়েছে সেটা ধরে কোনমতে পতন রোধ করল সে। বাক্সের ওপর হাত রেখেই, পালা করে বিল আর ববকে দেখল বার্মা, তারপর আবার বিলের দিকে ফিরল।

দুটো হাতই সে ধীরেসুস্থে ফিডবক্সের ওপর রাখল যাতে তার এই নড়াচড়ার ভুল অর্থ কেউ করতে না-পারে। বার্মা বলল,

বইঘর.কম

'বিল, তোমার সাথে আমার কোন ঝগড়া নেই। দয়া করে এসব থামাবে?'

কাছে এল বিল, মুখ আড়ষ্ট। 'আমি তোমার মুখে লাথি মারতে যাচ্ছি, এড,' বলল সে। 'আমাকে সাহায্য কর।'

বাক্স থেকে হাত দুটো সরাল না এড, জানে এখন ওগুলো তুললেই সে মরবে। 'অন্য সময়ে, বিল,' মৃদু গলায় বলল বার্মা।

এবার বাঁ-হাতে-জ্বলন্ত সিগারটা বিল ঠেসে ধরল ওর হাতে। আত্মরক্ষার সহজাত তাগিদে একঝটকায় হাতটা সরিয়ে নিল এড এবং তক্ষুনি বুঝতে পারল তার সময় শেষ। বিদ্যুৎগতিতে দূরে সরে গেল সে, পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল।

পুরো ব্যাপারটাই ঘটে গেল চোখের পলকে। এরকম কিছুর জন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিল না বিল। ফিডবক্সের পেছনে বসে পড়ল সে। বিলকে সামনে না-পাওয়ায়, পিস্তল হাতে পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল এড, স্যালুন মালিকের উদ্দেশে গুলি ছুড়ল। ওপাশ থেকে পালটা ছুটে এল একটা বুলেট, বার্মার পায়ের কাছে ধুলো ওড়াল।

এবার উঠে দাঁড়াল বিল। ওকে দেখতে পেয়ে পিস্তল তাক করা চেষ্টা করল এড, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। বিল গুলি করল।

স্টলের দেয়ালের গায়ে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল এড, টলতে টলতে পিছিয়ে এল কয়েক কদম, দড়াম করে লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়। কাছে এল বিল, বুটের ডগা দিয়ে কাত করল ওকে, মুখটা দেখে নিয়ে ফের উপুড় করে দিল।

boighar.com

এবার পোকি আর ববের মুখোমুখি হল বিল। স্থির একটা মুহূর্ত পরস্পরকে দেখল ওরা, তারপর বিল আস্তে বলল, 'পোকি, তোমার পিস্তল নিয়ে কেটে পড়। বব তোমাকে একটা বোতল দিয়ে দেবে।'

গম্ভীর মুখে পিস্তলটা ফেরত নিল দো-আঁশলা, বার্নের পেছন দরজার দিকে এগোল। ইতিমধ্যে হইচই শুরু হয়ে গেছে বাইরে। স্যালুন থেকে লোকজন ছুটে আসছে।

'পোকি,' বিল ডাকল।

থমকে দাঁড়াল ইণ্ডিয়ান।

'তুমি কিছুই দেখনি। এমনকি কাছেপিঠেও ছিলে না। মনে থাকবে?'

মাথা ঝাঁকাল দো-আঁশলা, বার্নের খিড়কি পথে উধাও হল। আবার ববের পানে তাকাল বিল। এসব ব্যাপারে কিছু বলে দিতে হবে না ওকে। আর পোকি মুখ বন্ধ রাখবে বোতলের লোভে।

স্যালুনের প্রথম দলটা যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছল ওরা দুজনেই তখন বার্মার পাশে দাঁড়িয়ে।

বিল দেখল ওদের, বলল না কিছু। দুজন লোক পা বাড়াল বার্মার দিকে। বব শুকনো গলায় বলল, 'মুখে গুলি খেয়েছে।' থেমে গেল লোক দুটো, বীভৎস দৃশ্য দেখতে চায় না বলে।

আরো কিছু লোকের সাথে সুসানা যখন হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির হল, তখনো আগের জায়গায়ই দাঁড়িয়ে আছে ওরা। বার্মার লাশটা দেখতে পেল সুসানা, চাপা একটা চিৎকার বেরিয়ে এল ওর গলা চিরে। পরক্ষণে বিলের দিকে তাকাল সে, চেহারায়

বইঘর.কম

হতাশা।

'ববকে জিজ্ঞেস কর,' শান্ত কণ্ঠে বলল বিল। ববের দিকে তাকাল। 'ওকে বল। সব।'

একেএকে উপস্থিত সবার ওপর নজর বোলাল স্যালুন মালিক, সুসানার কাছে এসে থামল তার চোখ।

'বিলকে আক্রমণ করেছিল ও। আগে গুলি ছুড়েছিল। আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

boighar.com

নয়

ঝুপ করে রাত নামল জঙ্গলে। আর সাথে সাথে যেন জেগে উঠল সম্পূর্ণ নতুন এক জগৎ। ট্রেইল যেখানে ফুটহিলে নেমে গেছে তার কাছেই এক জায়গায় লেনকে দেখে ভড়কে গেল একজোড়া হরিণ। থেমে ওদের পালাবার শব্দ শুনল লেন। স্তব্ধ পাইন বনে মৃদু কম্পন তুলে আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে গেল সে-আওয়াজ। দুটো প্যাঁচা ডাকল। দূর-পাহাড়ে তারস্বরে চিৎকার জুড়েছে কয়োট। এগিয়ে চলল লেন, ফুটহিলে নেমে এল, পাথর যেখানে দিনের গরম এখনো ধরে রেখেছে কিছুটা।

সুসানার-দেয়া খবরটা এখন ঠাণ্ডা মাথায় ভাববার ফুরসত পায় সে, বোঝে তার সিদ্ধান্তই ঠিক। কালির মারের বদলা নেয়ার জন্যে সিক্সটি সিক্স অন্ধের মত কিছু একটা করে বসুক এটাই চাইছে আইভি। কারণ লড়াইটা তখন আর গোপনে হবে না। লোকবল বেশি হওয়ায় বেলেরই জেতার সম্ভাবনা থাকবে। উপরন্তু ক্রু-র সমর্থনও পাশে পাবে সে। এরপর জিম ক্রু-র কথা ভাবে লেন, বুঝতে চেষ্টা করে মানুষটাকে। ক্রু, ওর বিশ্বাস, আইভিকে

বইঘর.কম

পছন্দ করে না। তবে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ কখনই তার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারবে না। ক্রু-র বয়স হয়েছে। ক্লান্ত মানুষ, আবেগ মরে গেছে। ঝামেলামুক্ত থাকতে চায়। একান্ত দায়ে পড়েই আইন প্রয়োগ করবে সে, কারো উস্কানিতে নয়। কিন্তু একটা সময় আসতে বাধ্য যখন আর নিরপেক্ষ থাকতে পারবে না ক্রু, কোন এক পক্ষকে শাস্তি দিতেই হবে। আর একবার নিজের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গেলে সে হয়ে উঠবে নেকড়ের মত নির্দয়।

একটা হোমস্টিডার ঝুপড়ির বাতি ধীরে ধীরে লেনের পেছনে পড়ল। প্রান্তরে নেমে কয়েকটা র‍্যাঞ্চ ডগের চিৎকার শুনতে পেল সে। আবার ভাবল কার্লির এই দুরবস্থা ক্রু-কে ওদের দিকে টেনে আনবে কিনা। নিশ্চিত হতে পারল না। তবে এটা ঠিক, এড বার্মাকে রেহাই দিয়ে সুসানার হাত যথাসম্ভব পরিষ্কার রেখেছে সে। বার্মার কথা মনে পড়ায় এখন সুসানার কথা ভাবল লেন। প্রয়োজন ছিল বলেই মেয়েটার সাথে সে দুর্ব্যবহার করেছে। আইভির বদলা তার ফোরম্যানের ওপর নেয়াটা ব্যক্তিগতভাবে ওর রুচির বিরোধী। তবে সুসানা বা বিলের মনোভাবকে সে দোষের মনে করে না। বরং ওদের ভেতরকার এই সাহসটাকেই ও পছন্দ করে। সুসানার অভিমানী স্বভাবের সাথে এই বন্যতা সুন্দর মানিয়ে গেছে। ও, লেন ভাবে, এমন এক অদ্ভুত জেদি মেয়ে যাকে সে মোটামুটি বুঝতে পারে।

মাঝ-সন্ধ্যায় সিগন্যালে পৌঁছল লেন। যেমন হয় রোজ, সন্ধের পর ঝিমোচ্ছে শহরটা। বনডুর‍্যান্টের দোকান খোলা আছে

boighar.com

এখনো। স্পেশলের সামনে কয়েকটা স্যাডল হর্স দাঁড়িয়ে। জিম ক্রু-র অফিস অন্ধকার। শীলার বাসার দিকে এগোল লেন, বাড়ির পেছনে গিয়ে থামল। ঘোড়া থেকে নেমে টোকা দিল দরজায়। খুলল শীলা।

ম্লান অভ্যর্থনা জানাল ও। তারপর যখন দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল, ডাইনিং টেবিলে জিম ক্রু-কে দেখতে পেল লেন। আরেক চেয়ারে মাঝবয়সী এক লোক বসে, পাশে কালো একটা ব্যাগ রাখা। লেন অনুমান করল ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ডাক্তার। সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শীলার দিকে তাকাল।

'কার্লিকে আমরা নিয়ে এসেছি এখানে, আস্তে বলল ও, লেনের টুপিটা নিল হাত বাড়িয়ে। 'উনি ডাক্তার পারকিনসন,' পরিচয় করিয়ে দিল। 'আর এ লেন সয়্যার।'

গোলগাল সৌম্য চেহারা ডাক্তারের। হাসিখুশি মুখ। লেনের সাথে হাত মেলাবার সময়ে সত্যি সত্যি হাসলেন তিনি।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল জিম ক্রু। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকাল লেনের পানে।

'কার্লি তোমার লোক?' জানতে চাইলেন ডাক্তার। তারপর লেন যখন মাথা ঝাঁকাল, পারকিনসনের মুখে অন্ধকার ঘনাল।

'আজ রাতে আর কিছু করার সাহস পাচ্ছি না। ওর নাকটা কাল ঠিক করে দেব।'

'ওর অবস্থা কতটা খারাপ, ডাক্তার?' লেন জিজ্ঞেস করল।

ডাক্তার পারকিনসন কাঁধ ঝাঁকালেন। 'যদি বাঁচেও আর কোনদিন দেখতে পাবে মনে হয় না।' ইতস্তত করলেন তিনি। 'আচ্ছা,

বইঘর.কম

ওকে কি ঘোড়া টেনে নিয়ে গেছিল?'

'না,' বলে শীলার ঘরে গিয়ে ঢুকল লেন। কালির শরীর চাদরে ঢাকা। ওর মুখ দেখে শিউরে উঠল লেন। টের পায় ও, ডাক্তার আর জিম ক্রু চলে যাচ্ছে। দরজা বন্ধ করার আওয়াজ শোনে, তবু নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে, স্থির দৃষ্টিতে কালির মুখখানা দেখতে দেখতে ভাবে: আমি মানুষ খুন করতে যাচ্ছি।

শীলা ভেতরে এসে জানালার পর্দা টেনে দিল। লেন ফিরে গেল কিচেনে। বেরিয়ে এল শীলা, দুঘরের মাঝের পর্দাটা টেনে দিয়ে চুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ ওর ফোঁপানির শব্দ পেল লেন।

কাছে গেল ও, কিন্তু শীলা সরে যেতে যেতে বলল, 'আমি ঠিক আছি, লেন। কাউকে তো ওর জন্যে কাঁদতেই হবে।'

টেবিলে ফিরে গিয়ে চেয়ারের গভীরে ডুবে গেল লেন। ফাঁকা চোখে ল্যাম্পের শিখার দিকে চেয়ে রইল। 'এই ভার্গ লি লোকটা কে?' গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল যখন শীলার কান্না থামল।

'জানি না,' শীলা বলল। ওর পাশাপাশি হল সে, জিজ্ঞেস করল, 'কফি খাবে?'

'দাও,' আনমনে বলল লেন।

মিনিট খানেকের ভেতর ধূমায়িত কফির পেয়ালা হাজির করল শীলা। নিজেও এক কাপ নিয়ে লেনের মুখোমুখি চেয়ারে বসল। লেন তাকাল ওর দিকে। মুখে বিষাদের ছায়া, কিন্তু এর আড়ালে চাপা ক্রোধের আভাস রয়েছে।

'ওরা সবাই তোমার কাছে আসে, না?' অস্ফুটে বলল লেন।

boighar.com

চঞ্চল হাসল শীলা, কিছু বলল না। উঠে পড়ল লেন, ঘুরে শীলার চেয়ারের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। আলতো হাত রাখল ওর কাঁধে, মৃদু গলায় বলল, 'আমি এর বদলা নেব, শীলা। কালির যে-অবস্থা করেছে ওরও তা-ই করতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু তা করব না। আমি স্রেফ খুন করব ওকে।'

কেবল একবার ঘাড় কাত করল শীলা, খুব আস্তে। এবার রান্নাঘরের ভেতর অস্থির পায়চারি শুরু করল লেন। একবার থামল চুলোর পাড়ে, অলস দৃষ্টিতে কফি পটের ভেতর উঁকি মারল, তারপর ফিরে এল টেবিলে, এমন জায়গায় দাঁড়াল যেখান থেকে শীলার মুখ দেখতে পাবে।

'জর্জ বুশ কী ধরনের মানুষ, শীলা?' জিজ্ঞেস করল সে।

জবাব দেবার আগে একটু ভাবল শীলা। 'মাথায় বুদ্ধি কম, লেন। এরচেয়ে খারাপ কিছু বলা যাবে না।' এক মুহূর্ত ওকে লক্ষ করল সে, অনেকটা স্বগতোক্তির সুরে বলল, 'শুধু এখন শহরে।'

পলকে পলক তুলল লেন, কী যেন ভাবল এক মুহূর্ত, তারপর টুপিটা স্ট্যাণ্ড থেকে তুলে নিয়ে বাইরের অন্ধকারে পা রাখল।

সোজা স্যালুনের দিকে এগোল সে, ডিম্বাকৃতি জানালার নিচের অংশ দিয়ে দেখল, পেছনের একটা টেবিলে রেড কেটসের সাথে জর্জ বুশ বসে। বারে দুজন হোমস্টিডার গল্প করছে বার্চ নেলিসের সঙ্গে। ভেতরে ঢুকল লেন।

বার্চের উদ্দেশে আলতো নড করল সে, জর্জ বুশের টেবিলের দিকে এগোল। রেড কেটসের নাকে, লক্ষ করে লেন, পুরু সাদা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। লেনকে দেখে হাত টেবিলের ওপর রাখল সে,

বইঘর.কম

চোখে নগ্ন বিদ্বেষ ফুটল। মদ্যপান করেছেন জর্জ বুশ। গালে লালের ছোপ লেগেছে। কিন্তু চোখ অচঞ্চল। কেবল লেনের উপস্থিতিতে সেগুলো এখন সামান্য কুঁচকে উঠল মাত্র।

কাছে গিয়ে মাথা ঝাঁকাল লেন, বলল, 'খুব ব্যস্ত, জর্জ?'

'মোটেই না,' নিচু গলায় জবাব দিলেন জর্জ।

'তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই,' লেন বলল। 'এস আমার সাথে।'

'আমি দেখতে চাই না,' ধীর গলায় বললেন জর্জ।

'কেন, ভয় পাচ্ছ?' লেন বলল বিড়বিড় করে। 'সুসানা কিন্তু পায়নি।'

ও দেখে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বুশের চোয়াল সামনের দিকে ঠেলে বেরোল একটু। অপেক্ষা করে লেন, নড়ে না। কেটসের দিকে তাকালেন বুশ। দায়সারাভাবে কাঁধ ঝাঁকাল ফোরম্যান। আরো এক মুহূর্ত দ্বিধা করে গোমড়া মুখে উঠে পড়লেন জর্জ বুশ।

কেটসও দাঁড়াল। কিন্তু লেন ঠাণ্ডা সুরে 'তুমি না,' বলে একপাশে সরে গিয়ে জর্জকে পথ ছেড়ে দিল। কেটসের দিকে আর একবারও তাকাল না সে। জর্জও আর তার ফোরম্যানের উপস্থিতির জন্যে পীড়াপীড়ি করলেন না।

গটগট করে স্যালুন থেকে বেরিয়ে এলেন বুশ। ফুটপাতে লেন তাঁর পাশাপাশি হল। বোঝা গেল জর্জ জানেন কী দেখতে যাচ্ছেন, কারণ কোনরকম নির্দেশ ছাড়াই তিনি সোজা শীলার খিড়কি দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

এবার আর নক করল না লেন, নিজেই ঠেলা দিয়ে খুলল

boighar.com

দরজাটা। রান্না করছিল শীলা, বুশকে দেখে সম্ভাষণ জানাল। জবাবে জর্জ স্বভাবসুলভ ভরাট গলায় বললেন, 'ইভনিং, শীলা।' কৌতূহলভরে চারপাশে নজর বোলালেন, তারপর তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লেনের ওপর নিবদ্ধ হল।

'ওখানে।' মাথা ইশারায় শীলার ঘরটা দেখাল লেন।

জর্জ একাই গেলেন ভেতরে। কবরের নিস্তব্ধতা নামল ঘরে। অনেকক্ষণ পর যখন বেরিয়ে এলেন তিনি, চোয়াল ঝুলে পড়েছে। শীলার দিকে তাকালেন বুশ, যেন জানতে চাইছেন লোকটা বেঁচে আছে কিনা।

শীলা নীরবে লক্ষ করে তাঁকে। এবং দেয়ালে হেলান দিয়ে লেনও। এবার সয়্যারের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন জর্জ। সিগার বার করলেন পকেটে হাত ঢুকিয়ে, চোখের সামনে ধরে এভাবে জরিপ করলেন যেন ওটার আকৃতি সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাই নেই।

একটু বাদে সিগারটা রেখে দিলেন তিনি, ক্লান্ত অনুচ্চ স্বরে বললেন, 'সুসানা তাহলে দেখেছে ব্যাপারটা?'

'ও-ই ঘরে নিয়ে গেছে ওকে, শুশ্রূষা করেছে।'

'কোথায়—' শুরু করতে নিয়েও মাঝপথে থেমে গেলেন বুশ, কেশে গলা সাফ করলেন। 'ওর চোখ কোথায় গেল?'

'ডাক্তার পারকিনসন বলছেন,' জানাল শীলা, 'শেষ পর্যন্ত যদি বাঁচেও, কালি আর কোনদিন দেখতে পাবে না।'

লেন বিড়বিড় করে বলল, 'লাথি মারা হয়েছিল ওকে।' কথাটা শুনে শিউরে উঠলেন জর্জ।

খানিক বাদে ক্লান্ত সুরে প্রশ্ন করলেন, 'সয়্যার, আমার কাছে

বইঘর.কম

তুমি কী চাও?'

'কিছুই না। তুমি এখন ফ্র্যাংকের কাছে ফিরে যেতে পার।'

মুখ বিকৃত করলেন জর্জ, প্রতিবাদের ছাপ তাঁর ক্লান্ত চেহারায়। সোফায় বসে পড়লেন তিনি, সামনে ঝুঁকলেন, চোখ মেঝের মলিন কার্পেটের দিকে।

'ফ্র্যাংক ওকে গুলি করল না কেন?' যেন নিজেকে প্রশ্ন করছেন এভাবে অবসন্ন গলায় বললেন ডি বার মালিক।

'গোলাগুলির দায়িত্বটা মনে হয় সে ডি বারের ওপর ছেড়ে দিয়েছে, বিশেষ করে গুলিটা যদি কোন মহিলাকে করতে হয়,' ব্যঙ্গ ঝরল লেনের কণ্ঠে।

চমকে উঠলেন জর্জ। 'মহিলা?'

'তোমার লোকদের সাথে যখন আমাদের গুলি বিনিময় হচ্ছিল, সুসানা ছিল সেখানে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল বুশের চেহারা, কাঁপা গলায় বললেন, 'কথাটা কেউ আমাকে জানায়নি।'

'নিশ্চয়ই ভেবেছে এ নিয়ে তোমার কোন মাথাব্যথা নেই,' আস্তে বলল লেন। 'তুমি যখন ফ্র্যাংক আইভির লেজ ধরেছ।'

ধীরে ধীরে, কাউচের পিঠে হেলান দিলেন জর্জ, চিবুক ঝুলে পরেছে বুকের কাছে। শীলা আর লেন উভয়কেই এখন লক্ষ করছেন তিনি, ঘোর-লাগা চোখে।

শেষমেষ শীলাই মুখ খুলল। 'আমি জানি তোমার শরীরে মায়াদয়া আছে, জর্জ। লোক তুমি খারাপ নও।'

মৃদু গলায় বুশ বললেন, 'থ্যাংক য়ু, মাই ডিয়ার।' লেনের উদ্দেশে

boighar.com

দৃষ্টি ফেরালেন। 'সুসানা এমন করছে কেন ? তুমি জান কিছু ?'

'তুমি ওর অহংকারে ঘা দিয়েছ,' সংক্ষেপে বলল লেন। 'তার সামনেই তার প্রেমিককে ধ্বংস করেছ।'

'তাই ও এখন আমাকে শেষ করতে চাইছে ?'

শীলা বলল, 'আমি হলেও তাই করতাম।' বুশের সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'মেয়েদের মন কেমন হয় তুমি জান না, জর্জ। জানলে ফ্র্যাংককে কক্ষনো এ-কাজ করতে দিতে না।'

'শিপলি ফালতু লোক ছিল,' বুশ যুক্তি দেখালেন।

'আর ফ্র্যাংক আইভি কী ?'

বুশের প্রতিবাদ কণ্ঠেই মরে গেল। শীলা শান্ত সুরে বলে চলল, 'লোকটা ফালতু হোক আর যা-ই হোক, জর্জ, সেটা আবিষ্কার করার অধিকার ছিল শুধু সুসানার একার।'

আবার হেঁট হয়ে গেল জর্জের মাথা, আনমনে সোফার গদিতে তাল ঠুকতে লাগলেন তিনি। লেন বোঝে, সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন হচ্ছে তাঁর পক্ষে। যেকোন আত্মাভিমানী বিশ্বস্ত লোক মাত্রেই এমনটা হবে। কিন্তু কালি ফ্যানস্টকের ঘড়ঘড়ে নিশ্বাসের আওয়াজ এখন গুটিপায়ে এ-ঘরেও ঢুকে পড়েছে, যেন সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে জর্জকে সহায়তা করতেই।

কিছুক্ষণ পর উঠে পড়লেন বুশ, টুপি তুলে নিতে নিতে বললেন, 'সিক্সটি সিক্স থেকে আমার লোক আমি সরিয়ে নিচ্ছি। সুসানাকে আমার কাছে একটু পাঠিয়ে দিয়ো, আচ্ছা ?' কথা শেষ করে গটগট করে এগোলেন দরজার দিকে। লেন বুঝল বুশকে সে ফ্র্যাংকের রাহুমুক্ত করতে পেরেছে।

বইঘর.কম

দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়ালেন জর্জ, ঘুরে লেনের মুখোমুখি হলেন। 'সুসানার মনোভাবটা বুঝলাম। তোমারটা পারছি না,' ধীর গলায় বললেন। 'তুমি সুসানাকে বিয়ে করতে চাইছ?'

দেয়াল থেকে সরে এল লেন, বলল, 'জর্জ, প্লিজ তুমি যাও এখান থেকে।' বিহ্বল একটা মুহূর্ত অপেক্ষা করার পর বুশ বেরিয়ে গেলেন।

এবার শীলার পানে তাকিয়ে লেন বলল, 'লড়াইটা এখন শুধু ফ্র্যাংকের সাথে হবে।' অন্য তরফের সাড়া না-পাওয়ায় চোখ ছোট করল সে। শীলার মুখে দ্বিধা জেগে উঠেছে, যেন জর্জ বুশের প্রশ্নটা তাকে এমন এক না-বলা কথার ইঙ্গিত দিয়েছে যা সে আগে ভাবেনি। মুহূর্ত পরেই মিলিয়ে যায় দ্বিধা, এবং লেন ওকে বলতে শোনে, 'হ্যাঁ, শুধু ফ্র্যাংকের সাথে।' এবার হঠাৎ খেয়াল হল লেনের, সিগন্যালে শেষ পর্যন্ত তার রয়ে যাবার কারণ সে শীলাকে বলেনি। আসলে কথাটা সে নিজেও ভেবে দেখেনি। শীলাকে কার্লির ঘরে যেতে দেখে লেন। তামাক আর কাগজ বার করে সে, সিগারেট বানাতে বানাতে নিজেকেই করে প্রশ্নটা।

একটু বাদে শীলা বেরিয়ে দেখে লেন সোফায় বসে। চুলোর পাড়ে গিয়ে কেবিনেট খুলল সে, পরিষ্কার কাপড়, ময়দা আর কাপ-পিরিচ বার করে টেবিলে রাখল সকালের নাস্তার আয়োজন করার জন্যে। লেন একদৃষ্টিতে লক্ষ করে গৃহস্থালি কাজে শীলা কত অনায়াস। ওর মসৃণ পেলব হাতের দ্রুত অথচ সাবলীল নড়াচড়া দেখে সে। শীলা যখন বাতি আর লেনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল, ল্যাম্পের আলোয় মুহূর্তের জন্যে ঝিকিয়ে উঠল ওর

boighar.com

ঘন সোনালি চুল।

শান্ত গলায় শীলা বলল, 'জামাটা আমি শিগগিরই বানিয়ে ফেলব।' তারপর লেন যখন কোন জবাব দিল না, থমকে ওর দিকে তাকাল সে। লেন ঠায় দেখছে ওকে, দৃষ্টি ফাঁকা।

হাত তুলল শীলা, সজোরে আঙুল মটকাল। সচকিত হয়ে স্মিত হাসল লেন, সিগারেটটা টেবিলের অ্যাশট্রেতে নিক্ষেপ করল।

'জর্জের কথাটা নিয়ে ভাবছিলাম,' অস্ফুটে বলল সে।

হঠাৎ করেই, ময়দা ছানতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল শীলা, অনুচ্চ স্বরে বলল, 'তাই?'

'হোটেলের সামনে ফ্র্যাংক আইভি যখন ওয়াল্ট শিপলিকে ভেঙে ফেলল, নিজেকে আমি বলেছিলাম: "আমাকে সে কখনো ও-রকম করতে পারবে না।" '

'এবং তারপর ঠিক সে-চেষ্টাটাই সে করল,' বলে লেনের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল শীলা। 'এ জন্যেই তুমি এখনো রয়ে গেছ?'

'এ জন্যেই,' লেন বলল। শেষের ওই প্রশ্নটা করার সময়ে শীলার গলা যে কেঁপে গেছে, প্রচ্ছন্ন খুশির স্বর ধরা পড়েছে তাতে, খেয়াল করেনি লেন। উঠে পড়ে সে, টুপি তুলে নিয়ে বলে, 'জিমের সাথে আমাকে দেখা করতে হবে।'

দরজা অবধি ওকে এগিয়ে দেয় শীলা। শুভরাত্রি জানিয়ে লেন পথে নামে। অন্ধকারে ওর দীর্ঘ অবয়ব মিলিয়ে যেতে দেখে শীলা, আনমনে হাত নাড়ে।

এরপর দরজা বন্ধ করে সে, নবে হাত রেখে সেখানেই দাঁড়িয়ে

থাকে। মিষ্টি এক টুকরো হাসি খেলা করছে তার ঠোঁটে, সে গুনগুন করে গান গেয়ে ওঠে। লেন তাহলে সুসানার জন্যে থাকছে না এখানে। নিজের ভেতর অদ্ভুত এক সুখ আবিষ্কার করে শীলা।

ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে শেরিফের অফিসে গেল লেন। ভেতরটা অন্ধকার, তবে দরজা খোলা রয়েছে। স্যাডলে বসে এক মুহূর্ত দোনোমনো করল লেন। ঘোড়া থেকে নেমে ফুটপাত পার হল সে, ভেতরে ঢুকল। ডেস্কের ওপাশে একটা ছায়া নড়ে উঠল, তারপর জিম ক্রু-র গলা শোনা গেল, 'আমি ভাবছিলাম তুমি হয়ত আর এলে না।'

ম্যাচের কাঠি ঘষল ক্রু, দেয়ালে-ঝোলান ল্যাম্প জ্বেলে দিল। হাত ইশারায় ডেস্ক-লাগোয়া চেয়ারটা দেখাল। কোট খুলে ফেলেছে সে, জামার আস্তিনের নিচে হাতগুলো ভীষণ রোগা আর পলকা লাগছে। জিমের ছুড়ে-দেয়া থলে থেকে তামাক আর কাগজ নিয়ে থলেটা আবার টেবিলের ওপাশে ঠেলে দিল লেন। ইতিমধ্যে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছে ক্রু, খোলা দরজার দিকে চোখ।

'এখন কী করবে ভাবছ?' প্রশ্ন করল জিম।

'ঠিক একথাই তোমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি।'

তেতো সুরে ক্রু বলল, 'ভার্গ লি-কে আমি জেলের ভাত খাওয়াতে পারি। কিন্তু এটুকুতে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে?'

'না।'

'জর্জকে আমি সিক্সটি সিক্স থেকে হটিয়ে দেব।'

'সে এমনিতেই সরে গেছে।'

ক্রু তার রোগা হাত দুটো থপ করে রাখল হাঁটুর ওপর। 'তুমি

boighar.com

আসলে আমার সাথে পরামর্শ চাও না।'

নিভে-আসা সিগারেটের গোড়াটা জরিপ করল লেন। 'খুব শিগগিরই ভার্গ লি-র লাশ তোমার কাছে নিয়ে আসবে ওরা।'

'স্বাভাবিক,' বিরস গলায় বলল জিম।

'তখন তুমি কী করবে?'

'কিছুই না।'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ওরা একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল একে অপরের দিকে, তারপর জিম ক্রু বিড়বিড় করে বলল, 'তবে এরপর ওরা যা করবে, সে-ব্যাপারে আমি কৌতূহলী হয়ে উঠব।'

'কতটা কৌতূহলী?'

'যতটা হওয়া উচিত,' টেনে টেনে বলল সে। 'আমি আমার বেতন হালাল করব।'

'বুঝেছি,' লেন বলল গাঢ় স্বরে। উঠে প্রায় দরজা অবধি গেল সে, সিগারেটটা বাইরে নিক্ষেপ করে অলস গলায় যোগ করল, 'আমার একজন লোক কমে গেছে, জিম।'

ম্লান হাসল ক্রু, বলল, 'আমার যা বয়েস, কথাটাকে আমি প্রশংসা হিসেবেই নিচ্ছি।'

লেনও হাসল। 'আমি ঘোড়া কিনছি না যে তোমার দাঁত দেখব।'

এবার সশব্দে হাঁসল ক্রু, মাথা নাড়াল আস্তে আস্তে। 'এখনই না, বাছা।' দীর্ঘ একটা সেকেণ্ড নীরব রইল সে, পরে তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'লেন, তোমার লোকদের আমার মোটেই পছন্দ না।'

'আমারও না।'

'তুমি ওদের জানিয়ে দিয়ো,' ক্রু বলল, 'আইনের এতটুকু নড়চড়

বইঘর.কম

আমি বরদাশত করব না। ওরা যেন কথাটা মনে রাখে।'

ঘাড় কাত করল লেন। বাইরে দুটো ঘোড়া এগিয়ে আসার শব্দে লেন আর ক্রু কান খাড়া করল, উভয়ই কৌতূহলী। দরজার বাইরে থামল ঘোড়া দুটো। দেয়ালের ধারে সরে গেল লেন, আর ক্রু উঠে বাইরে গেল। একটু বাদে লেন বেরিয়ে এল। ফুটপাতের ওপর থমকে দাঁড়াল ওরা, লেনের ঘোড়ার পাশে স্যাডলে-বসা লোকটার দিকে তাকাল চোখ ছোট করে।

'আমাকে কেউ একটু সাহায্য কর,' বিল শেল বলল।

লেনের নজর দ্বিতীয় ঘোড়াটার দিকে গেল এবার। ওটার পিঠে আড়াআড়িভাবে রাখা ক্যানভাসে-জড়ান পুটলিটা দেখতে পেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বজ্রাহতের মত সে জায়গায় জমে গেল।

বস্তাটার দিকে এগোল ক্রু। 'ওটা কে?'

'বার্মা,' শান্ত গলায় জানাল বিল।

শীতল ক্রোধ জেগে উঠল লেনের ভেতরে। শেল ঘাড় ফেরাল ওর দিকে। চাঁদের আলোয় তার মুখখানা বেপরোয়া লাগছে।

বিল বলল, 'ও-ই গুলি করেছিল আগে।'

'তাই যেন হয়,' লেন বলল নিচু গলায়।

'দুটো গুলি ছুড়েছিল। তারপর আমি ওকে নিকেশ করেছি।'

কেউ সাড়া দিল না একথার। ক্রু-র উদ্দেশে ফিরল বিল।

'ঠিক,' ক্রু বলল নরম গলায়। 'আমি একটু খোঁজখবর নিলে তুমি নিশ্চয় কিছু মনে করবে না, বিল?'

'সবাই ছিল ওখানে। ওদের জিজ্ঞেস কর। ববকে জিজ্ঞেস কর।'

'করবে,' কথা দিল লেন।

boighar.com

দশ

অনেক বেলা অবধি ঘুমাল সুসানা। জাগল তখন জর্জের ইণ্ডিয়ান হাউসকিপার যখন জামাকাপড় নিয়ে ঘরে ঢুকল। ধোয়া ইস্ত্রি-করা কাপড়, রক্তের দাগ নেই। সলজ্জ হেসে কাপড়গুলো বিছানার ধারে নামিয়ে রাখল মহিলা, তারপর পাশেই চিরুনি আর ব্রাশ রেখে চলে গেল।

ছাত পানে চেয়ে আরো কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে সুসানা। গতরাতের কথা ভেবে নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করে। বিছানায় উঠে বসে সুসানা, জামাকাপড়ের দিকে তাকিয়ে ভাবে: একজন লোককে মার খেতে এবং আরেকজনকে মরতে দেখেছি; কিন্তু এরপরও আমি বদলেছি বলে মনে হয় না। তবে, মনে মনে, সে জানে তার এ-ধারণা ঠিক নয়।

ধোপদুরস্ত কাপড়গুলো পরে নেয় সে, ওঅশস্ট্যাণ্ডে গিয়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখার চেষ্টা করে। পারে না, আয়নাটা গড়পরতা লম্বা পুরুষের অনুপাতে বসান। ওটা নামাল সে, জানালার সাথে কাত করে রাখল। একটুক্ষণ ওখানে থেমে, রাস্তার

বইঘর.কম

অপর পারে কোরালের দিকে তাকাল সুসানা। গরুবাছুরগুলো খড় চিবোচ্ছে। মুহূর্তে গর্বে ফুলে উঠল ওর বুক; এগুলো তার গরু, সার্কল সিক্সটি সিক্সের সূচনা। Boighar

জানালার ধারে একটা চেয়ার টেনে নিল সে, বসে আয়নাটাকে এভাবে রাখল যেন নিজেকে দেখতে পায়। এরপর চুল আঁচড়ানয় মন দেয় ও। আর সেই সাথে গতরাতের ঘটনাটা নিয়ে আরেক দফা চিন্তাভাবনা করে। বিল শেল আত্মরক্ষার খাতিরে এড বার্মাকে খুন করে থাকলে, আইন তার পক্ষে থাকবে। ফ্র্যাংক আইভি আর ওর বাবাকে মেনে নিতে হবে এটা, নচেৎ প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তারা আইনের সমর্থন হারাবে। কিন্তু সুসানার সমস্যা, বিল আত্মরক্ষার খাতিরেই হত্যা করেছে এ-ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয়।

আগের দিন বিকেলে কালির অবস্থা শুনে বিল শেলের মুখ কেমন হয়েছিল মনে করল সে। তখন লেনের কঠোর হুঁশিয়ারিই কেবল নিরস্ত করেছিল তাকে। বিল শেলের বেপরোয়া জীবন আর বদমেজাজের বহু কাহিনীই এখন মনে পড়ে সুসানার। ভয়ে তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। যা করলে তারা জিম ক্রু-র সহায়তা থেকে বঞ্চিত হবে, এড বার্মাকে হত্যা করে বিল ঠিক সেই কাজটিই করে বসেনি তো? লেন তাহলে বিলকে ক্ষমা করবে না কক্ষনো—সুসানাকেও না।

চুল পরিপাটি করে নিয়ে আয়নাটা যথাস্থানে তুলে রাখল সুসানা, নিচে নামল। আজ সকালে মনেই হচ্ছে না গেল রাতে কেউ খুন হয়েছে এখানে। রাস্তাঘাট, লবি, ডাইনিং রুম সব ফাঁকা।

boighar.com

ডাইনিং রুমে গিয়ে ঢুকল সুসানা, একাই নাস্তা খেতে বসে পড়ল।

খেতে খেতে, সে ঠিক করে নিল দিনের বাকি সময়ে কী করবে। লেন সম্ভবত জনাদুই লোকসহ গরু নিতে আসবে। রিজ ক্যাম্পে ফেরার পথে ডি বার থেকে হোসেফাকে সে তুলে নিতে পারে।

পোর্চে মন্থর একজোড়া পায়ের আওয়াজ পেয়ে পলক তোলে সুসানা। জিম ক্রু লবিতে ঢুকছে। মুহূর্তের জন্যে আতঙ্ক গ্রাস করে তাকে, তারপর সে ভাবে জিম ক্রু এখানে এড বার্মার মৃত্যুর তদন্ত করতে এসেছে। আসুক না, ক্ষতি কী? অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার এটা। আগে বা পরে এর মোকাবেলা তো তাকে করতেই হবে।

খাবার-ঘরে এল জিম, রোগা পলকা হাতে টুপির কিনারা ছুঁয়ে সুসানাকে বলল, 'হ্যালো, সুসানা। বব আছে?'

'মাত্র উঠলাম। জানি না।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে ওকে পাশ কাটাল জিম, রান্নাঘরে একবার উঁকি দিয়ে ফিরে এল।

'ওকে খুঁজছ—এড বার্মার ব্যাপারে?' সুসানা প্রশ্ন করল।

মাথা ঝাঁকাল ক্রু। 'নাস্তা শেষ?' সুসানা যখন বলল হ্যাঁ, জিম যোগ করল, 'তাহলে এস, ববকে খুঁজে বার করি।'

বেশ ভদ্রভাবে বলেছে কথাটা, কিন্তু সুসানা বুঝল এটা আদেশ। উঠে ক্রু-র সাথে এগোয় সে।

লবি অতিক্রম করার সময়ে সুসানা জিজ্ঞেস করল, 'কার্লি কেমন আছে?'

'শীলা বার্ড দেখাশোনা করছে। অবস্থার উন্নতি হয়নি।' তেরছা দৃষ্টিতে সুসানার দিকে তাকাল জিম। 'কাল রাতে তোমার বাবা

বইঘর.কম

ওকে দেখতে গিয়েছিলেন।'

'নিশ্চয় মজা পেয়েছেন খুব?' তিক্ত স্বরে বলল সুসানা।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকল ক্রু। 'না। বলতে কি, সিক্সটি সিক্স থেকে তিনি সরে আসছেন। অবশ্যি এমনিতেও সরতে তাঁকে হতই। তোমাকে দেখতে চান উনি—বলেছেন।'

সুসানা বলল না কিছু। জিম বারের দিকে এগোল। দরজার ভেতর মাথা গলিয়ে দেখতে পেল, বব বারের পেছনে হিসেবে মগ্ন।

ওরা ঢুকতে, চোখ তুলে তাকাল সে, বিস্ময়ের লেশমাত্র নেই ভোঁতা চেহারায়। বব বলল, 'মর্নিং।'

বারে এসে ক্রু বলল, 'বেশ ভালই রোজগার হচ্ছে, বব?'

'তেমন আর কই, জিম,' বলে মাপা হাসল বার মালিক, হিসেবের খাতাটা সরিয়ে রাখল। সতর্ক দৃষ্টিতে পরস্পরকে জরিপ করছে ওরা, খেয়াল করে সুসানা, তবে বেবের চেহারা অপেক্ষাকৃত শান্ত।

ঘুরে দাঁড়াল ক্রু, যেন সুসানা আর বব উভয়কেই দেখতে পায়, তারপর হালকা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কাল রাতে এখানে কী ঘটেছিল, বব?'

'কেন, বিল শেল তোমাকে কী বলেছে?'

'তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও,' ক্রু-র কণ্ঠস্বর কাঠখোট্টা।

'কী নিয়ে গোলমালের শুরু ঠিক জানি না আমি,' শান্ত গলায় বলল বব। 'বার্নে ঘটেছে ব্যাপারটা। আমি কোরালে গরুদের খাবার দিচ্ছিলাম। বিল ফিডবক্সের ওপর বসে টালি খাতা হিসেব মেলাচ্ছিল, লণ্ঠনের আলোয়। বার্মা এসে কথা বলল ওর সাথে। হঠাৎ খেপে উঠল বিল, কড়া কথা শোনাল। বার্মা সরে গেল

boighar.com

ফিডবক্সের সামনে থেকে, পিস্তল বার করল।'

'আগে?'

'প্রথম গুলির শব্দে আমি যাই ওখানে। তখন পিস্তল ছিল এডের হাতে, বিলের-টা খাপে। এবার তুমিই আন্দাজ করে নাও।'

'তাহলে এড প্রথমেই ওকে খুন করেনি কেন?'

'জানি না,' বব বলল। 'বিল বসে পড়ল ফিডবক্সের আড়ালে, এড গুলি করল আবার, মেঝেতে। তারপর বিল উঠে এডকে গুলি করল।'

ববের ওপর নজর রেখেছিল সুসানা। বুঝল, স্যালুন মালিক মিথ্যা বলছে। কীভাবে বুঝতে পারল তা সে জানে না, তবে বুঝল ঠিকই। খুব গুছিয়ে মিছে কথা বলছে লোকটা।

জিম ক্রু-র ঠাণ্ডা নীল চোখ মুহূর্তের জন্যে ববের মুখ থেকে সরেনি। আর ববও চেয়ে আছে সতেজে। 'তারমানে একেবারে সোজা কেস,' আপনমনে বিড়বিড় করল ক্রু। 'খুব বেশি ভাল, মনে হচ্ছে।'

চিকন হাসল বব। 'ভালটা কার জন্যে?'

'বিল শেলের। কাউকে সে দুবার গুলি করার সুযোগ দিয়েছে এটা বিশ্বাস হতে চায় না।'

বারের শেষ মাথায় গেল বব, এড বার্মার পিস্তলটা বার করে ঠেলে দিল জিমের দিকে। 'এখানকার সবাই তিনটে গুলির শব্দ শুনেছে। দুটো এড ছুড়েছে, অন্যটা বিল।'

পিস্তলটা নেয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় না ক্রু-র আচরণে। জিজ্ঞেস করল সে, 'তুমি ছাড়া আর কে দেখেছে ঘটনাটা?'

বইঘর.কম

'কেউ না।' ববের চোখে শয়তানি, কিন্তু মুখ নিষ্পাপ। 'আমাকে ফাঁসাতে চেষ্টা কর না, জিম। আমি পিস্তল ঝুলাই না কখনো, ওই জিনিস আমার নেইও।'

একটুক্ষণ নীরব রইল ক্রু, ভাবছে। তারপর প্রশ্ন করল, 'আর কারা তখন ছিল এখানে?'

বারের পেছনের শেলফ থেকে ছোট্ট মলিন একটা নোটবুক তুলে নিল বব, শেরিফের উদ্দেশে ছুড়ে দিল। 'এই লোকগুলোর কাছ থেকে সয়্যার গরু কিনেছে। এদের প্রায় সবাই ছিল।'

নোটবুকটা পকেটে পুরে বার থেকে সরে এল ক্রু, তারপর আচমকা থমকে দাঁড়াল। 'বার্মার ডান হাতে পোড়া দাগ দেখলাম একটা। ওটা কোত্থেকে এল?'

বব বলল আনমনে, 'পোড়া দাগ?' ভুরু কোঁচকাল, তারপর যোগ করল, 'জানি না।'

'অনুমান কর,' মৃদু গলায় পরামর্শ দিল ক্রু, কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।

বব, অবশ্যি, গায়ে মাখল না বিদ্রূপ; তার মুখ চিন্তাচ্ছন্ন। 'ম্, গোলমাল যখন শুরু হয় বিল সিগার টানছিল। হয়ত ফিডবক্সের কিনারে ছিল ওটা, এডের হাত পড়েছিল।'

'দাগটা তালুতে না, পিঠে।'

'চিত হয়ে পড়েছিল সে। তখন হয়ত ওর হাতের নিচে ছিল সিগারটা।'

এবার নিশ্চিত হয়ে যায় সুসানা, স্যালুন মালিক মিথ্যা বলছে। সে যখন ঘটনাস্থলে যায় এড বার্মা উপুড় অবস্থায় পড়ে ছিল। গুলির আওয়াজের মিনিট খানেকের মধ্যে সে পৌঁছয় বার্নে।

boighar.com

তখন আরো জনাকয়েক লোক ছিল সেখানে। কেউ বার্মাকে ছোঁয়নি। মুখ গুঁজে পড়ে ছিল সে, কাঁধের নিচে ছোটখাট একটা পুকুর তৈরি হয়েছিল রক্তের।

'ঠিক আছে,' এভাবে জিম ক্রু বলল যেন সে নিজেও বিশ্বাস করে না কথাটা, তারপর সুসানার উদ্দেশে আলতো মাথা ঝাঁকিয়ে যোগ করল, 'আমি আরো খোঁজখবর নেব, বব।'

খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। জানালায় গিয়ে দাঁড়াল বব, দেখল স্যাডলে চেপে দক্ষিণে রওনা হয়েছে ক্রু। আবার বারে ফিরে এল স্যালুন মালিক, তার কৌতূহলী দৃষ্টি সুসানার দিকে। 'মিস বুশ, তোমার ঘোড়া তৈরি করব?' ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করল সে।

'আমি যখন দেখেছি এড বার্মা চিত অবস্থায় ছিল না,' ধীরে ধীরে বলল সুসানা।

'আমি উপুড় করে দিয়েছিলাম।'

'পোড়া দাগটা কিসের? ওটার এত গুরুত্বই-বা কেন?'

বব অভিজ্ঞ চোখে জরিপ করল সুসানাকে। 'সত্যিই জানতে চাও তুমি?'

সামান্য দ্বিধা করল সুসানা, তারপর তড়িঘড়ি বলল, 'না।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না।' বারের দিকে চোখ নামাল বব, অনুচ্চ স্বরে বলল, 'আশ্চর্য। আমি আরো ভেবেছিলাম বেলকে ধ্বংস করতে চায় সিক্সটি সিক্স।'

তিরস্কার রঙ ধরায় সুসানার গালে। অস্ফুটে সে বলে, 'আলবত চায়।'

বইঘর.কম

চকিতে ওর দিকে তাকাল বব। 'তাহলে আমাকে একা থাকতে দাও। আমি যা জানি বলেছি।' সে হাসল সবজান্তার ভঙ্গিতে।

আস্তে ঘাড় কাত করল সুসানা, স্যালুন মালিকের হেঁয়ালিভরা কথার কিছুই সে বোঝেনি, লোকটা তার এবং সিক্সটি সিক্সের ভালর জন্যেই মিথ্যা বলছে শুধু এটুকু ছাড়া। তার হাত পরিষ্কার। সে কোনরকম ছলচাতুরির আশ্রয় নেয়নি। আর ঠিক এ-মনোভাবই তাকে বজায় রাখতে হবে সর্বদা।

সুসানা চলে আসছিল, বব পিছু ডাকল, 'এক মিনিট, মিস বুশ।' কাউন্টারের নিচ থেকে একটা সিগার বক্স বার করল সে। 'র‍্যাঞ্চারদের পাওনা মিটিয়ে দিয়েছি আমি। আরো একশ নিরানব্বই ডলার আছে। আইন,' রাস্তার দিকে মাথা ইশারা করে যোগ করল, 'ওই টালি খাতায়ই সমস্ত হিসেব পাবে। তবু আরেকবার জানতে চাইবে ওরা।'

সুসানা পালা করে বাক্স আর ববের দিকে তাকাল। 'রেখে দাও,' বলল। 'সিক্সটি সিক্স বন্ধুত্বের কদর করতে জানে।'

স্থির এক মুহূর্ত ওর পানে চেয়ে রইল বব, তারপর লোক-দেখান বিনয়ের সাথে বলল, 'ধন্যবাদ।'

সুসানার ঘোড়া আনা হল। স্যাডলে চেপে দক্ষিণ দিকে, ক্রু যে-পথে গেছে সেটাই ধরল সে। কিছুদূর গিয়ে দুভাগ হয়ে গেছে রাস্তাটা। বাঁয়ে মোড় নিল সুসানা, যেটা ঢালু হয়ে বেঞ্চের দিকে চলে গেছে। খানিক বাদে, আরেকটা শাখা ট্রেইল ধরল সে, গাছপালার ভেতর দিয়ে আরো দক্ষিণে এগোল। বেল, সিক্সটি সিক্স, আর ডি বার এ-ট্রেইলই ব্যবহার করে।

boighar.com

বড় বড় পাইনের গাঢ় ছায়ায় পথ চলছে সুসানা, উপভোগ করছে ঘোড়ায় চড়ার আনন্দ। আজ নিজের মধ্যে অব্যাখ্যাত এক আত্মবিশ্বাস আর শক্তি অনুভব করছে সে। তার মনে হয় সে এক মহাবিপদ পাড়ি দিয়ে এসেছে, এবং ব্যাপারটা আর তাকে বিচলিত করতে পারবে না। বিল শেলের অপরাধ কোনদিন আবিষ্কার করতে পারবে না কেউ। সে কি দেখেনি বব কীভাবে তার নির্দোষিতার সাফাই গেয়েছে? ব্যাপারটা কতটুকু ন্যায়সঙ্গত হচ্ছে তা নিয়ে মোটেও ভাবিত হল না ও, এবং খুব সামান্যই আমল দিল এটাকে। আইভির কাজ করত বার্মা, ঝুঁকি বুঝে তার আরো সতর্ক থাকা উচিত ছিল। এটা যুদ্ধ, আর ফ্র্যাংক আইভি যেহেতু কোন ছাড় দিচ্ছে না, সে-ও দেবে না। এরপর লেনের কথা ভাবল সুসানা, বুঝল তাকেও সে পারবে ফাঁকি দিতে। বিল আদপে কী করেছে তা জানার প্রয়োজন নেই ওর। বিলের নির্দোষিতার প্রমাণ যখন তার আর ক্রু-র সুসম্পর্ক নষ্ট করছে না, তখন তথ্যটা লেনের না-জানলেও চলবে। তারপর সুসানা উপলব্ধি করল, আসল কথা জানা থাকায় সে এখন বিশেষ এক ক্ষমতার অধিকারী, বিচক্ষণতার সাথে প্রয়োগ করতে পারলে চূড়ান্ত বিজয়ে সেও পারবে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে।

গাছপালা পাতলা হয়ে এল। সামনেই একফালি ঘেসো জমি, তারপর ভাঙাচোরা তরাই। ঘেসো জমি পার হল সুসানা, হণ্ডো ক্যানিয়নে যাবার ট্রেইলে উঠল। একটা পাহাড়-প্রাচীরের কাঁধের পাশ দিয়ে বাঁয়ে বাঁক খেয়ে নেমে গেছে পথ, অপর প্রান্তের স্ক্রাব ওক ঝোপের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। এক মাইল পর, ক্যানিয়নের

বইঘর.কম

মেঝে স্পর্শ করল ট্রেইল। ওটা ধরে তরাইয়ে উপস্থিত হল সুসানা, তারপর প্রান্তর পেরিয়ে আবার দক্ষিণে ডি বার অভিমুখে মোড় নিল।

ডি বার ব্রিজে উঠলে জোর শব্দ হয়। সুসানা বুঝতে পারে না আজ তাকে কর্মচারিরা কীভাবে গ্রহণ করবে। ব্রিজে ওর ঘোড়ার আওয়াজ পেয়ে দুজন লোক বাংকহাউসের বাইরে এল, তারপর ওকে দেখতে পেয়ে ভেতরে ঢুকে গেল আবার। শুধু লিংক টমস, যা করে বরাবর, কুকশ্যাকের কোণে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যে এসে পড়ল সুসানা। বলল, 'হ্যালো, লিংক।' তরুণ কাউহ্যাণ্ড সলজ্জ হাসল। হাত বাড়িয়ে দিল সুসানাকে নামতে সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু সুসানা হাতটা গ্রহণ করল না। 'আমি নামছি না, লিংক। হোসেফাকে সঙ্গে করে আমার মালগুলো নিয়ে আসতে পারবে না, তুমি?'

'ঠিক আগের বারের মত,' ধীরে ধীরে বিচলিত গলায় বলল লিংক। তারপর জানতে চাইল, 'তুমি নিশ্চয় চলে যাচ্ছ না, সুসানা?'

'এবার সত্যিই যাচ্ছি।'

বাড়ির দরজা খোলার আওয়াজ পেল সুসানা, তাকাল সেদিকে। জর্জ বুশ, মুখে যথারীতি সিগার ঝুলছে। ডাকলেন তিনি, 'এদিকে এস, সুসানা।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে কটনউড ঝাড়ের দিকে এগোল সুসানা। দ্রুতপদে এগিয়ে এসে ওর সাথে মিলিত হলেন জর্জ।

'কেমন আছ, বাবা?'

'আয় ভেতরে এসে বসবি,' আমন্ত্রণ জানালেন জর্জ।

boighar.com

'না, বাবা। তাড়া আছে। হোসেফাকে নিয়েই চলে যাব।'

'অত তাড়া তোমার নেই,' ছদ্মগাম্ভীর্যের সাথে বললেন বুশ। 'ভেতরে চল।'

'দুঃখিত,' বলল সুসানা, কণ্ঠ দৃঢ় এবং ভাবলেশহীন।

সিগারটা মুখ থেকে নামালেন জর্জ, মিনতির সুরে বললেন, 'আমি তোর সাথে আলাপ করতে চাই, সুসানা। গোটা ব্যাপারটা নিয়ে।'

'সে আমাদের আগেই হয়েছে, নাকি?'

'না, হয়নি,' বুশ বললেন আস্তে। 'আমি বোধহয় সেদিন একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছি।'

'মানে যেদিন সিক্সটি সিক্স দখল করলে তুমি?' সুসানা জিজ্ঞেস করল চাঁচাছোলা গলায়। 'হ্যাঁ, করেছ। তবে আমারও শিক্ষা হয়েছে এতে।'

'আমি ওদের সরিয়ে নিয়েছি, সুসান,' জর্জ বললেন আন্তরিক কণ্ঠে।

'আলবত নিয়েছ,' জবাব দিল সুসানা, রুক্ষ হাসল। 'তুমি এখনো এতটা বড় হওনি যে সরকারের পেছনে লাগবে।'

'সেজন্যে নয়,' জর্জ বলে চলেন। 'কাল রাতে সয়্যারের সাথে কথা হয়েছে আমার। ও—'

'তোমরা তাহলে ওকে তাড়াতে পারনি এখনো?'

'আহ্, সুসানা, ভদ্রভাবে কথা বল!' বিস্ফোরিত হলেন জর্জ। ক্ষীণ হেসে সুসানা চুপ করে গেল। জর্জ, অপ্রতিভ, খেই ধরলেন, 'কাল রাতে সয়্যারের সাথে কথা হয়েছে আমার। কালিকে

বইঘর.কম

আমি দেখেছি।'

'চমৎকার কাজ দেখিয়েছে ওরা,' সুসানা বিড়বিড় করে বলল। 'বুদ্ধিটা কার, তোমার না ফ্র্যাংকের?'

জর্জ প্রতিবাদের সুরে বললেন, 'অভদ্র হয়ো না, বাছা। তুমি ভাল করেই জান আমি কখনো এ-কাজ করব না।'

'ফ্র্যাংক তোমার পার্টনার। সুতরাং ব্যাপারটা সেই একই হল।'

'ঠিক এই কথাটাই আমি তোকে বলার চেষ্টা করছি তখন থেকে,' জর্জ অসহিষ্ণু। 'আমি এটা বরদাশত করব না।'

বুশকে জরিপ করে সুসানা, চোখে ধূর্ততা। 'তাহলে কী করবে, বাবা?'

বাতাসে হাত খেলালেন জর্জ। 'সাফ বলে দেব ওকে, আর চলবে না এসব।'

'হয়ত,' সুসানা বলল কাঠখোট্টা গলায়, 'ফ্র্যাংক ভাববে এখন আর তোমার কথা শোনার মানে হয় না।'

'কেন তা ভাববে?'

'কাল রাতে এড বার্মাকে হত্যা করেছে বিল শেল। ফেয়ার ফাইটে।'

জর্জের চোয়াল ঝুলে পড়ল, ঝাড়া পাঁচ সেকেণ্ড ফাঁকা দৃষ্টিতে সুসানার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে নত হল তাঁর দৃষ্টি, এবং মৃদু গলায় তিনি বললেন, 'ওহ্।' সুসানা কিছু বলল না। জর্জ মাথা নাড়ালেন। 'সুসান,' অস্ফুটে বললেন, 'তুই ঘরে ফিরে আয়, মা।'

'অনেক দেরি হয়ে গেছে, বাবা।'

boighar.com

'কিন্তু এসব তোর জন্যে না,' মিনতি ঝরল জর্জের কণ্ঠে। 'তুই মেয়ে, সুসানা।'

'সবসময়ই তাই ছিলাম।'

'তাই বলে এখনকার মত কখনো ছিলি না। তুই এখন খুব শক্ত হয়ে গেছিস, সুসানা।'

'কেন হয়েছি তা শুনবে না?' পালটা ফুঁসে উঠল সুসানা। 'আমাকে হতে হয়েছে। নইলে তোমরা যে আমাকে ভেঙে ফেলবে। কঠিন জিনিস সহজে ভাঙে না, বাবা।'

'কিন্তু সে-পাঠ এখন চুকে গেছে,' জর্জ বললেন, দুর্বল গলায়। 'তুই কি ভেবেছিস আমি এখনো জোর করব, ফ্র্যাংক আইভিকে তুই বিয়ে কর?'

'কেন, অসুবিধে কোথায়, সেই আগের মানুষই আছে সে।'

মাথা নাড়ালেন জর্জ, মেয়েকে যেন চিনতে পারছেন না। 'তোর কাছে বোধহয় ভুলের ক্ষমা নেই, সুসানা?'

'আছে—তবে আমার নিজস্ব নিয়মে,' অর্থপূর্ণ গলায় বলল সুসানা। 'সেটা তোমার কাছে ফিরে এসে সম্ভব নয়। আমি আমার কথা রাখব, বাবা। সিক্সটি সিক্সকে আমি ডি বার আর বেলের সমান করে তুলব। একবার আমি তোমার সাহায্য, সহানুভূতি চেয়েছিলাম। এখন আর তার দরকার নেই।'

বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর টোকায় সিগারটা দূরে নিক্ষেপ করলেন জর্জ, ভেঙে-পড়া গলায় বললেন, 'বেশ।'

'খেয়াল করেছ নিশ্চয়ই, যদি ফিরে আসি তুমি কী দেবে, আমি তাও জানতে চাইনি। আসলে আমি আর পরোয়া করি না।'

বইঘর.কম

'করেছি খেয়াল,' বুশ, এখন শান্ত, বললেন।

ভীষণ বুড়ো আর অসহায় মনে হচ্ছে তাঁকে, দাঁড়িয়ে আছেন মেয়ের সামনে, আর সুসানা স্যাডলে বসে, নিষ্ঠুরতার বর্মে নিজেকে আড়াল করেছে। 'আমি আমার সব জিনিস নিয়ে যেতে চাই, বাবা—জামাকাপড়, বই, স্যাডল, ঘোড়া সবকিছু। আমি লোক পাঠিয়ে দেব ওগুলোর জন্যে।'

কিছু বললেন না জর্জ। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে চলে এল সুসানা। ডি বার আর ওর বাবার সাথে শেষ বাঁধনটাও আজ সে ছিন্ন করেছে, এবং, আশ্চর্য, কোন দুঃখ হচ্ছে না তার।

boighar.com

এগারো

সন্ধের বেশ কিছু পরে সিক্সটি সিক্সে পৌঁছল লেন। বাতি জ্বলছে ঘরে ঘরে। সাপারের সময় আগেই পেরিয়ে গেছে। কোরালে ঘোড়া তুলে রাখল লেন, ট্রাফের পাইপে মুখ লাগিয়ে পানি খেল অনেকটা। সিগারেট বানিয়ে ধরাল। খিদেয় পেট ব্যথা করছে, তবু বাসায় ঢুকতে তার সংকোচ হচ্ছে।

বার্নের কোনায় একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল তার চোখে, কাছে গিয়ে দেখল টম পিবলস অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। তিরস্কারের সুরে লেন বলল, 'এরকম ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন?' টম জবাব দিল না কোন। এবার অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় লেন জানতে চাইল, 'কী দেখলে বেল র‍্যাঞ্চে?'

'বিশেষ কিছু না,' টম জানাল। 'ক্রু বেশিক্ষণ থাকেনি। খানিক বাদে দুজন লোককে শহরে পাঠিয়েছে ফ্র্যাংক। ব্যস, এটুকুই।'

'সুসানা ফিরেছে?'

'ঘরে আছে। রাঁধুনিকে নিয়ে এসেছে।'

টমের কথাগুলো এক মুহূর্ত বিচার করল লেন, এ থেকে ফ্র্যাংক

বইঘর.কম

আইভির মনোভাব বুঝতে পারল না। জিম ক্রু হয়ত ফ্র্যাংককে সাবধান করে দিয়ে থাকবে, এডের হত্যা রহস্য কিনারা না-হওয়া পর্যন্ত সে যেন শান্তি বজায় রাখে। ও বলল, 'কাল তুমি আর বেইলি রিলিফে গিয়ে গরু নিয়ে আসবে।' তারপর টমকে ওখানেই রেখে কিচেনের দিকে এগোল। সারা বেলা এখানে-সেখানে ঘুরে, আমেরিকান ক্রীকের এইপাশে বেল র‍্যাঞ্চের যত গরু রয়েছে সেগুলো গুনে মেজাজ ঠাণ্ডা করেছে সে। এখন সে ভীষণ ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত, ফলে শান্ত মনে বিল শেলের ব্যাপারটা আরো একবার ভাবতে পারছে। ফ্র্যাংক আইভি যদি এখনো সিক্সটি সিক্সের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ না নিয়ে থাকে, এর অর্থ বিল নিরপরাধ। ক্ষীণ আশার সাথে কথাটা একবার ভাবল লেন, পরক্ষণে সংশয় তাকে গ্রাস করল। না, বিল কাউকে আগে গুলি করতে দেয়ার বান্দা নয়—তাও দুবার। ক্রু যদি প্রমাণ পায় এডকে লড়তে বাধ্য করেছিল বিল, যাতে তাকে খুন করতে পারে, লেন জানে তার কী দায়িত্ব হবে তখন। বিলকে তুলে দেবে ক্রু-র হাতে, আইনকে নিজের পথে চলতে দেয়ার জন্যে। সারাদিন শুধু একথাই ভেবেছে সে, এবং ব্যাপারটা তার পছন্দ হয়নি। কিন্তু এও বুঝেছে, শেষ পর্যন্ত এটাই তাকে করতে হবে।

কিচেনে কাউকে পেল না লেন। রাতি জ্বালাতে গিয়ে দেখল চিমনি এখনো গরম। মেঝেতে শুকনো কাদা চোখে পড়ল ওর, যখন পা বাড়াল বুটের নিচে মচ করে কাচ ভাঙল। দখল অবস্থায় ঘরদোরের সাথে খুব ভাল ব্যবহার করেনি ডি বার।

তল্লাশি চালিয়ে গোটা কয়েক টাটকা বিস্কিট আর এক প্লেট

boiRboi.com

ঠাণ্ডা স্টিক পেল সে। খাবার আর এক কাপ পানি নিয়ে টেবিলে ফিরে এল, গোগ্রাসে গিলতে শুরু করল।

হতাশায় ওর শ্যামলা মুখাবয়ব গম্ভীর আর কঠিন হয়ে উঠেছে। ডাইনিং রুমে পায়ের আওয়াজ পেয়ে, একমুখ খাবারসহ, ঘাড় ফেরাল সে। সুসানা এসেছে।

'কফির আগুন জ্বালিয়ে রেখেছি,' দ্রুত বলল সুসানা।

মাথা নাড়াল লেন। মুখের খাবারটুকু গিলে নিয়ে বলল, 'এতেই চলবে, সুসানা।' পানি খেল এক চুমুক, বিস্কিটে কামড় বসাল আবার। এখন সুসানাকে দেখছে লেন। কেন-যেন ওর উপস্থিতি তার ভাল লাগছে।

সুসানা হেসে বলল, 'মানুষের খাওয়া দেখতে আমি পছন্দ করি।' ব্রেড বক্স খুলে অর্ধেকটা কেক বার করল। লেন, তখনো একটি বিস্কিট রয়েছে হাতে, কাছে গিয়ে সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখল কেকটা।

'মাত্র এইটুকু,' কপট রসিকতার সুরে বলল।

সুসানা হাসল এবার। আর লেন স্মিত মুখে এমনভাবে তাকাল যে ভাঁজ পড়ল সুসানার কপালে। 'কী ব্যাপার?'

'না, একটা জিনিস মনে করার চেষ্টা করছিলাম,' লেন বলল। 'শেষ তোমাকে কবে হাসতে দেখেছি।'

মাথা ঝাঁকাল সুসানা। 'সবসময় ভুত দেখছি, হয়ত।'

'তুমি ওদের ভয় পাও না, সুসানা।'

'ভূত তো আর একটা নয়,' সুসানা বলল, 'অনেক। বোধহয় পাই ভয়। ওয়াল্ট আছে। ওর কথা আমি ভাবতে চাই না। বাবা

বইঘর.কম

আছেন, ফ্র্যাংক আইভি আছে—সব চেনা মানুষ, অথচ এখন কত দূরের।'

টেবিলের কানায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল লেন, হাতের কাপটা নামিয়ে রাখল সাবধানে। 'পছন্দটা তো তোমার, সুসানা, নাকি?'

'জানি,' একমত হল সুসানা। 'তবু, কত সুখ ছিল একটা সময়ে। মানুষের ছোটবেলাটা যেমন খুব সুখের হয়, তবে সেখানে আর ফেরা যায় না এই যা।'

'তুমি কিছুটা ফিরতে পার, সুসানা। তোমার বাবার কাছে।'

'ফ্র্যাংক আইভির পার্টনারের কাছে?' সুসানা প্রশ্ন করল ঘৃণার সুরে।

'এখন আর না,' লেন বলল। 'আইভির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন তিনি।'

শান্তভাবে সুসানা বলল, 'তুমি বলছ তাঁর সাথে আমার ঝামেলা মিটিয়ে ফেলা উচিত?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে বুঝিয়ে বল, কেন উচিত?'

কাপ হাতে সিংকে গেল লেন, পানি ভরে নিয়ে খেল। আবার ফিরে এল টেবিলে। 'কখনো কি ভেবেছ, সুসানা, তোমার এই যে জেদ, এটা তুমি তোমার বাবার কাছ থেকে উপহার পেয়েছ?'

'ভেবেছি এবং ব্যাপারটা আমার ভাল লাগেনি।'

'তাহলে জেদটা আর বজায় রেখ না,' লেন পরামর্শ দেয়। 'তিনি ভাল মানুষ, সুসানা। নিঃসঙ্গ বুড়ো মানুষ। জীবনে একটা ভুল করে পস্তাচ্ছেন। তাঁকে সুযোগ দাও ভুল শুধরে নেয়ার।'

boighar.com

রক্তিম আভা জাগল সুসানার মুখে। চুপ করে রইল সে। লেন বুঝল রাগ এখনো পড়েনি। ক্ষতটা অনেক গভীরে, ভাবে ও, আর এই লড়াই শেষ হবার আগেই জর্জ বুশকে তার মাশুল গুনতে হবে। তবে এক ধরনের মিষ্টতা আর মায়া আছে সুসানার মাঝে, যেটা ঠিক হয়ে যাবে সময়ে, যখন তিক্ততার এই স্মৃতি আর ততটা তাজা থাকবে না।

ডাইনিং রুমে ভারি একজোড়া পায়ের আওয়াজ পেল সে, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বিল শেল দরজায় দাঁড়িয়ে। গোমড়া, সতর্ক চেহারায় ক্ষোভের ভাব স্পষ্ট। ওকে দেখামাত্র লেনের ভেতরটা বিষিয়ে গেল।

বিল বলল, 'শুনলাম কাল টম আর বেইলি গরু আনতে যাচ্ছে! আমি কী করব?'

'এখানেই থাকবে,' লেন বলল স্পষ্ট গলায়।

সন্দেহ ঘনাল বিলের চোখে। 'তুমি আমার সাথে ক্রু-র খেলা খেলছ, লেন?'

'ধরে নাও খেলছি। কী হয়েছে তাতে?'

'ভাবছ ক্রু আমার বক্তব্য যাচাই না-করা পর্যন্ত সিক্সটি সিক্সে আটকে রাখবে আমাকে?'

'হয়ত সেরকমই কিছু একটা,' স্বীকার করল লেন।

ঘরের ভেতরে এল বিল, দুটো হাতই টেবিলের ওপর রেখে সতর্ক সুরে বলল, 'আমার সাথে এরকম কর না, লেন।'

'ভয় পাচ্ছ, বিল?' লেন হুল ফোটাল।

'পোসি লাগিয়েও এই এলাকায় আমাকে খুঁজে বার করতে

বইঘর.কম

পারবে না তুমি,' বিল বলল। 'সেজন্যেই ঘাবড়াচ্ছ?'

'এটাও একটা কারণ বটে।'

সোজা হল বিল, বেসুরো গলায় বলল, 'তোমরা কী জানলে তাতে আমার কিস্যু যায় আসে না, লেন। শুধু একটাই অনুরোধ: আমাকে এভাবে বাচ্চা ছেলের মত ঘরের মধ্যে আটকে রেখ না।'

'ঠিক আছে।'

'আমার যেখানে খুশি আমি যাব।'

'এবং ফিরে আসবে।'

'আসব,' কথা দিল বিল। দুমদুম করে পা ফেলে বেরিয়ে গেল। ঘাড়টা এমনভাবে গুঁজে রেখেছে কাঁধের ভেতর, বোঝা যায় ভীষণ রেগে আছে।

ডাইনিং রুমের দরজা অবধি ওকে অনুসরণ করল লেন, পোর্চ পেরিয়ে অন্ধকার বাংকরুমে তার অদৃশ্য হওয়া দেখল। ঈষৎ সংশয়ের দোলায় ভুগল লেন, ধাঁধায় পড়ল। কিছু একটা গোলমাল আছে বিলের, ও জানে, তবে সে পালাবে না।

পেছনে সুসানার উপস্থিতি টের পেল লেন। ঘুরে মুখোমুখি হল। 'তুমি সত্যিই জিম ক্রু-র জন্যে বিলকে আটকে রাখতে চাইছ এখানে?'

লেন মাথা ঝাঁকাল।

'ভুল করে থাকলেও, বিল না তোমার বন্ধু,' সুসানা বলল ধীর গলায়। 'তবু এমন করছ কেন?'

প্রশ্নটা নিয়ে এক মুহূর্ত ভাবল লেন, অনুচ্চ স্বরে বলল, 'বিল একটা রফা করেছে, সুসানা। আমার ইচ্ছের কথা আমি তাকে

boighar.com

জানিয়ে দিয়েছিলাম। ওকে যখন কাজে নিই, তখনো সে এই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিল। তার কথা যদি সে ভাঙে, মাশুল তাকে গুনতেই হবে, সবাইকেই যেমন গুনতে হয়।'

'তুমি কঠোর হতে জান,' সুসানা বলল গাঢ় স্বরে।

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকাল লেন। 'অবশ্যই, সুসানা, যখন তার প্রয়োজন হয়।'

সুসানা জানতে চাইল, 'আমি যদি কথা না শুনি, তাহলেও এমনি কঠোর হবে?'

'কাজ ছেড়ে চলে যাব,' লেন জবাব দিল শান্তভাবে। সুসানা বলল না কিছু। ওর দিকে চেয়ে অস্পষ্ট হাসল লেন। 'তবে সে-রকম কিছু তুমি করবে না।'

উঠনে একটা আওয়াজ মনোযোগ কেড়ে নিল ওর। অন্ধকারের ভেতর তাকাল সে, কান পাতল। একটা ঘোড়া এগিয়ে আসছে। চট করে ঘরে ফিরে এল লেন, ফুঁ দিয়ে ব্র্যাকেট ল্যাম্পটা নিভিয়ে পোর্চে এসে দাঁড়াল আবার। এখন সুসানা ওর পেছনে, নীরব, কান খাড়া।

পোর্চের গাঢ় অন্ধকার ছায়ায় মিশে গেল লেন। ঘোড়াটা কাছে এলে হাঁকল, 'নাম বল।'

'আমি শীলা, লেন।'

বিস্ময় একটুক্ষণ নিশ্চল করে রাখল ওকে, তারপর সুসানাসহ পোর্চ থেকে নেমে সে এগিয়ে গেল শীলার দিকে।

ঘোড়ার লাগামটা হাতে নিল লেন, বলল, 'কালি?'

'বিকেলে মারা গেছে,' শীলা জানাল।

বইঘর.কম

কথা বলল না লেন, অনুভূতিশূন্য হল মুহূর্তের জন্যে। তারপর নিশ্চিত একটা পরিকল্পনা কঠিন রূপ নিল তার মধ্যে, এবং সে বলল, 'ভেতরে এস, শীলা।'

'হ্যাঁ,' তড়িঘড়ি এভাবে বলল সুসানা, যেন সে আরো আগেই আমন্ত্রণ জানায়নি বলে লজ্জিত।

ওদের আগে আগে লিভিং রুমে এসে ঢুকল লেন, টেবিলের মাথার ওপরের ঝাড়বাতিটা জ্বেলে দিল।

শীলার পরনে কোমর-ঝুল ওভারঅল। পুরুষের রঙজ্বলা নীল শার্ট, বহু-ব্যবহারে নরম বাকস্কিন ভেস্ট আর স্টেটসন। শেষের দুটি জিনিসের রঙ প্রায় এক। টুপি খুলতেই কাঁধের ওপর ছড়িয়ে পড়ল এলো চুল, শ্যামলা ত্বকের পটভূমিতে গমের দানার মত হলুদ। অগোছাল কামরার ভেতর একবার নজর বোলাল সে, তারপর সুসানার দিকে ফিরে স্মিত হাসল।

'নোংরা হয়ে আছে,' কুণ্ঠিত সুরে বলল সুসানা। 'আমরা আজ বিকেলেই এসেছি কিনা।'

'নিশ্চয় খুব ভাল লাগছে ফিরে আসতে পেরে,' শীলার গলায় নিখাদ আন্তরিকতা ফুটল। ওদের দুজনকে সকৌতূহলে জরিপ করে লেন, উভয়ের আকাশ-পাতাল তফাত তাকে বিস্মিত করে। অতিথি হয়েও শীলাই বরং অনেক স্বচ্ছন্দ, সুসানা জড়সড়। অবশ্যি এর কারণও অনুমান করতে পারে সে। এ-তল্লাটে এতদিন সুসানাই ছিল রানী, শীলার মত একটা খেটে-খাওয়া মেয়েকে সে পাত্তা দেয়নি কখনো। কিন্তু এখন অবস্থা বদলেছে, সুসানা আর রানী নয়, স্রেফ ছোট একটি আউটফিটের মালিক, তাও শত্রু

boighar.com

পরিবেষ্টিত। ফলে সহজ হতে পারছে না।

লেন মুখ খুলল এবার, 'শীলার জন্যে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে পারবে না হোসেফা?'

'আমি নিজেই করছি,' বলল সুসানা, অতিথির প্রবল আপত্তি উপেক্ষা করে ডাইনিং রুমের ভেতরে অদৃশ্য হল।

এবার চাপা গলায় শীলাকে জিজ্ঞেস করল লেন, 'কালির কথা আর কে জানে?'

'ডাক্তার পারকিনসন কথা দিয়েছেন, খবরটা ফাঁস করার আগে আমাকে তিনি দুঘণ্টা সময় দেবেন।'

'গুড।'

হঠাৎ লেনের খেয়াল হল শীলা এখনো দাঁড়িয়ে। মালপত্র সরিয়ে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল তাড়াতাড়ি কিন্তু ও বসল না। গ্লাভ দুটো টেবিলের ওপর ছুড়ে দিয়ে বলল, 'তুমি যাও, লেন।' তারপর কৌতূহলী চোখে তাকাল।

লেন আস্তে বলল, 'তুমি পুরুষের অনেক কিছু জান, শীলা, তাই না?'

'জিম ক্রু শহরে নেই। ফলে সে কোন ব্যবস্থা নিতে পারবে না। সুতরাং বুঝতে খুব একটা মাথা ঘামাতে হয় না, হয় কি?'

'না,' একমত হল লেন, বেরিয়ে গেল। বার্নে গিয়ে লণ্ঠন জ্বেলে কোরাল পোলের গায়ে ঝুলিয়ে দিল সেটা। প্রভুর উপস্থিতি টের পেয়ে খড় থেকে মুখ তুলল রোয়ান, কাছে এল। ওর পিঠে সাজ পরাল লেন, তারপর লণ্ঠন নিভিয়ে রোয়ানকে বাইরে এনে বেঁধে রাখল শীলার ঘোড়ার পাশে।

বইঘর.কম

শীলা আর সুসানা কিচেনে। ওদের কণ্ঠস্বর শুনে ডাইনিং রুমে ঢুকেই থমকে গেল সে। কথা বোঝা যায় না, কিন্তু নারীকণ্ঠের সুরেলা আওয়াজ ওর কানে মধু বর্ষণ করে, ভেতরকার নিঃসঙ্গতাকে জাগিয়ে তোলে। একটুক্ষণ স্থির হয়ে রইল সে, তারপর দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। শীলার খাওয়া শেষ হয়েছে। সুসানা ওর মুখোমুখি চেয়ারে বসে আছে।

লেনের সাথে চোখাচোখি হল শীলার। ঝটপট উঠে পড়ে সে বলল, 'আমাকে ফিরতে হবে, সুসানা।'

সুসানা টেবিল ছাড়ল এবার, দেখল লেন দরজায় দাঁড়িয়ে, হাতে টুপি। সুসানার চোখে প্রশ্ন ফুটল। লেন বলল, 'আমি শীলাকে কিছুদূর এগিয়ে দিতে যাচ্ছি সুসানা।'

ঘোড়ার কাছে ফিরে গেল সে। শীলা আর সুসানা বেরিয়ে এল। সুসানা হাত বাড়িয়ে দিল, শীলা গ্রহণ করল।

'এসেছ বলে ধন্যবাদ, শীলা। তুমি সত্যিই খুব ভাল বন্ধু।'

শীলা ধীর গলায় বলল, 'জান, কার্লির মৃত্যুতে আমার তেমন দুঃখ হচ্ছে না। বেঁচে থাকলেই বরং বেশি কষ্ট পেতে হত বেচারাকে।'

পোর্চের আরেক প্রান্তে ছায়া নড়ে উঠল একটা। অন্ধকার ফুঁড়ে বিল শেল এগিয়ে এল খালি পায়ে। 'কার্লির খবর কী, শীলা?' সরাসরি জিজ্ঞেস করল সে। 'আমি তোমার কথা শুনেছি।'

'মারা গেছে।'

লেনের উদ্দেশে ফিরল বিল। 'আমি আসব, লেন?'

'না।'

ঠায় একটুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে রইল বিল শেল, তারপর যেভাবে

boighar.com

এসেছিল তেমনিভাবে ফিরে গেল নিজের ঘরে। তবে ক্ষুব্ধ স্বরে শুধু বলল একবার, 'আমি বুঝলাম না তুমি লোক রেখেছ কেন?'

লেন জবাব দিল না।

সুসানা হতবিহ্বল গলায় বলল, 'ও এত রেগেছে কেন?' এবং লেন এবারও নিরুত্তর রইল।

শীলা বলল, 'বিলের ওটা কথার কথা, সুসানা। চলি, গুডনাইট।' পোর্চ থেকে নেমে পড়ল ও।

শীলাকে স্যাডলে উঠতে সাহায্য করল লেন, তারপর নিজেও চাপল ঘোড়ায়। দেখল, সুসানা কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'রাতটা আমি রিজ ক্যাম্পে থাকব, সুসানা। আসি।'

উঠন ত্যাগ করল ও আর শীলা, অল্পক্ষণের ভেতর প্রান্তরে এসে পড়ল, উভয়ই নীরব। বিল শেলের কথা ভাবছে লেন, আঁচ করতে চাইছে এভাবে আর কতক্ষণ টিকবে সে। বিল লাগামছাড়া মানুষ, সংযমে থাকা তার জন্যে বাস্তবিক কঠিন। ফলে ক্রমশ খিটখিটে হয়ে উঠছে, এবং আজ রাতের ঘটনাটা আরো ক্ষিপ্ত করে তুলেছে তাকে।

আচমকা কথা বলে উঠল শীলা, 'তুমি ওকে জানাতে ভয় পাও, লেন?'

'ওকে জানাতে?' লেন হতভম্ব।

'সুসানাকে। তুমি কোথায় যাচ্ছ সে-কথা বলতে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল লেন, তারপর প্রায় তিরিক্ষে সুরে বলল, 'হয়ত পাই।'

'এটা কিন্তু ঠিক না,' শীলা বলল। 'ওর জানার অধিকার আছে।

বইঘর.কম

ও তোমার বস্।'

'তোমার কথাটা একটু শক্ত হয়ে গেল,' লেন আস্তে বলল।

'গোটা ব্যাপারটাই যে শক্ত, লেন। সুসানাকে জানতে তো হবেই শিগগিরই।'

একটুক্ষণ ভাবল লেন, তারপর ক্লান্ত সুরে বলল, 'তোমার কথাই ঠিক, শীলা। তবে এখন আর আমি ফিরছি না।'

boighar.com

বারো

ক্যানিয়নের মুখে দুই পাহারাদারকে পাশ কাটিয়ে রেড কেটস যখন বেল র‍্যাঞ্চে ঢুকল তখন রাত। বাংকহাউস অন্ধকারে ঢাকা। বিরাট বাড়িতে শুধু ফ্র্যাংকের অফিস-কামরায় বাতি জ্বলছে।

টাই রেইলের সামনে গিয়ে থামল রেড। ফ্র্যাংক দরজায় বেরিয়ে এল। হাই তুলতে তুলতে ভোঁতা আঙুল দিয়ে মাথা চুলকাল। 'জেস?' হাঁকল সে।

'আমি—রেড,' কেটস জবাব দিল।

বিদঘুটে একটা শব্দ করল ফ্র্যাংক, তারপর 'ভেতরে এস,' বলে ফিরে গেল অফিসে। রেড পিছু নিল, অন্ধকার থেকে আলোয় এসে চোখ কোঁচকাল।

'জর্জ আসেনি তাহলে,' প্রশ্ন নয়, মন্তব্যের সুরে বলল ফ্র্যাংক, চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে ঘুরে মুখোমুখি হল রেডের। অস্পষ্ট হাসল সে, রেডের নাকে ব্যাণ্ডেজ দেখে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল। 'আচ্ছা, ডাক্তার তোমার পুরো মাথাটাই বেঁধে দেয়নি কেন?'

'খুলে ফেললে আরো খারাপ লাগবে,' ঝাঁঝাল সুরে বলল রেড,

র-হাইডের চেয়ারে বসে পড়ল ধপ করে। শার্টের পকেট থেকে সিগার বার করল ফ্র্যাংক, দাঁত দিয়ে কেটে ফেলল গোড়াটা। পরক্ষণে হঠাৎ মেহমানের কথা মনে পড়ল তার। তাকেও একটা দিল সে, দেয়ালে চেয়ারের পিঠ ঠেকিয়ে বসল আরাম করে।

সখেদে সিগারটা একবার দেখল রেড, পকেটে রাখতে রাখতে বলল, 'পরে খাব। নাকে ধোঁয়া সহ্য হয় না।'

'জর্জ কোথায়?' প্রশ্ন করল ফ্র্যাংক, সিগারের সামনে ম্যাচের কাঠি ধরল।

'তোমার সাথে সে আর নেই, ফ্র্যাংক।'

সিগার টানা বন্ধ করল ফ্র্যাংক আইভি, ম্যাচের শিখার ওপর দিয়ে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল রেডের দিকে, তারপর সিগারে অগ্নিসংযোগ করল।

রেড বলে চলেছে, 'সুসানা আজ র‍্যাঞ্চে এসেছিল। এডের মৃত্যুর খবর দিয়েছে। আর তাতেই সরে দাঁড়িয়েছে ও।'

'দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে,' মুখ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল ফ্র্যাংক, দেখল কেটসের হাসি কান ছুঁয়েছে। 'তোমাকে না-পাঠিয়ে, সে নিজেই আমাকে বলল না কেন?'

'তাকেই জিজ্ঞেস কর গিয়ে,' পরামর্শ দিল রেড।

মাথা নাড়াল ফ্র্যাংক, ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, 'জাহান্নামে যাক। আমি জানতাম এরকমই হবে একদিন।'

রেড কথা বলল না। ফ্র্যাংক, বিমনা, দূরের দেয়ালের পানে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, মুখ থমথমে, 'আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, রেড। জর্জ যেন আমার পথের কাঁটা হয়ে

boighar.com

না দাঁড়ায়।'

'দাঁড়াবে না।'

'তাহলে কিন্তু আমি তাকেও ভেঙে ফেলব।'

'আহ্, আমাকে গালমন্দ কর না,' রেড বলল ক্লান্ত সুরে।

'তুমি একটা বুড়ো হাবড়ার গোলামি কর,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল ফ্র্যাংক।

রেডের সবুজ চোখে আগুন ঝিকিয়ে উঠল। 'আমার পেছনে লাগতে এস না, ফ্র্যাংক,' সতেজে বলল সে। 'জর্জের চাকরি করি, কিন্তু তাকে আমি পছন্দ করি না।'

সিগারটা ঠোঁটের কোণে ঝোলায় ফ্র্যাংক, হাত দুটো মাথার পেছনে নিয়ে বাঁধে। এখন সে সতর্ক চোখে জরিপ করছে রেডকে। আইভি জিজ্ঞেস করে, 'তাহলে কেন?'

'তাহলে কী কেন?'

'বলছি তাহলে ওর চাকরি করছ কেন?'

বিরক্তি প্রকাশ করল রেড। 'নইলে খাব কী?'

'গাধার মত কথা বল না, রেড। আমি তোমাকে একটা চাকরি দিতেই চাইছি।'

এবার নিপট বিস্ময় ফোটে রেডের চেহারায়, ফ্র্যাংককে জরিপ করে সে। একবার মুখ খুলতে নিয়ে থেমে গেল, শেষমেষ বলল, 'ফোরম্যান?'

মাথা ঝাঁকাল ফ্র্যাংক। 'এডের পদ। এডের বেতন।'

চিন্তাচ্ছন্ন হল রেডের মুখ, তারপর একগাল হাসল সে। 'কেন নয়?'

বইঘর.কম

'পাঞ্চারদের খবরদারি ছাড়াও আরো অনেক কাজ করতে হবে।'

রেড ঘাড় কাত করল। 'না পারলে, ইস্তফা দেব।'

উঠে হাত মেলাল ওরা, 'ভদ্রলোকের চুক্তি' সম্পাদন করে যে যার জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল ফ্র্যাংক তার সিগারটা সাবধানে নামিয়ে রাখল ডেস্কের কিনারে, বলল, 'ক্রু দিন দুয়েকের মধ্যে ফিরে আসবে। আমি ওর জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'ওদের লড়াইটা দেখেছে এরকম কারো সাথে কথা বলা দরকার।'

ফ্র্যাংক বাঁকা হাসল। 'তার দরকার হবে না। বিল শেলকে আমি জানি।'

'বিল শেলকে, খাদে নেমে গেল রেডের গলা, 'মরতে হচ্ছে। ও জানে না এখনো, তবে মরবে।'

'না,' তিরস্কার করল ফ্র্যাংক। 'মরছে লেন সয়্যার। সুসানা, বার্মা এদের শোধ আমি সয়্যারের ওপর তুলব।'

রেড চোখ কুঁচকে দেখে ফ্র্যাংককে। বেল মালিক তখন বলছে, 'ক্রু ঠিকই জানতে পারবে সুযোগ না-দিয়ে এডকে খুন করেছে বিল। আমি চাইছি ক্রু এসে খবরটা বলুক আমাকে। কারণ বিল শেল তখন পালাবে। আর ওর বদলে আমি সয়্যারকে খতম করব। ক্রু পছন্দ করবে না ব্যাপারটা, কিন্তু কিছু করতেও পারবে না। খুনোখুনিটা সুসানাই শুরু করেছে, ফলে আমাকে কিছু বলতে হলে সুসানাকেও আটকাতে হবে ওর। আর এজন্যেই ক্রু ভাববে, যা হবার, সমানে সমানে হয়ে গেছে।'

রেড মাথা ঝাঁকাল। 'পশ্চিমের আইন অনুযায়ী এতে দোষের কিছু নেই। এবং ক্রু সেটা জানে।'

boighar.com

'আর ওই সয়্যারটাই,' ফ্র্যাংক বলল ধীরে ধীরে, 'যত নষ্টের গোড়া। ওকে শেষ করতে পারলেই সুসানার বিষদাঁত ভেঙে যাবে। ওকে আমি সুকৌশলে সরিয়ে দেব যাতে ক্রু আমাকে ছুঁতে না পারে। সুসানা—কী হল?'

দরজার দিকে ঘাড় ফিরিয়েছে রেড, বলল, 'কে যেন এল।'

দরজায় গিয়ে ফ্র্যাংক হাঁকল, 'কে, জেস?'

অন্ধকার থেকে একটা গলা চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি বার্চ নেলিস, ফ্র্যাংক।'

অন্ধকারের ভেতর পা রাখল ফ্র্যাংক, চিৎকার করে বলল, 'ঠিক আছে, জেস।' নেলিসের অবয়ব স্পষ্ট হওয়া অবধি অপেক্ষা করল বেল মালিক, তারপর স্বাগত জানাল, 'হ্যালো, বার্চ। অনেক দূরে চলে এসেছ দেখছি।'

ঘোড়া থেকে নেমে হাতে-পায়ের খিল ছাড়াল বার্চ নেলিস, ফ্র্যাংকের কাছে এল। 'আমার যা পেট, তাতে পথটা একটু বেশিই,' টিপ্পনি কাটল সে, মাথা নাড়াল।

ফ্র্যাংক ভেতরে নিয়ে এল ওকে। রেড ইয়াঙ্কির সুরে বলল, 'বার্চ, তুমি আবার নিশাচর হলে কবে?'

'আজ রাতেই শুরু, আজই শেষ,' বার্চ জানাল।

থলথলে ভারি দেহখানা ফ্র্যাংকের চেয়ারে এলিয়ে দিল সে, ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ল।

ফ্র্যাংক জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বিষই একটু চাখবে নাকি, বার্চ?'

'তোমার দয়া,' বলল বার্চ।

ডেস্কের নিচের ড্রয়ার খুলে উ্যইস্কির বোতল আর গ্লাস বার

বইঘর.কম

করল ফ্র্যাংক। সবার জন্যে সুরা ঢালল। আর রেড দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে সকৌতূহলে তাকিয়ে রইল বার্চের দিকে। বার্চ বছরে একবারও স্পেশল ছেড়ে কোথাও নড়ে না। পরস্পরের স্বাস্থ্য পান করল ওরা। নিজের গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখল ফ্র্যাংক। সেও এখন লক্ষ করছে বার্চকে। আর স্যালুন মালিক, গল্প বলায় যার সুনাম আছে, তার এই নতুন গুরুত্ব উপভোগ করে। টুপি খুলে কোটের আস্তিনে টাকের ঘাম মুছল সে, তারপর টুপিখানা আবার যথাস্থানে ফেরত পাঠিয়ে ফ্র্যাংককে বলল, 'জানি না এতে তোমার কোন অসুবিধা হবে কিনা—তবে কার্লি ফ্যানস্টক আজ সন্ধ্যায় মারা গেছে।'

ফ্র্যাংকের ঘন ভুরুজোড়া উঁচু হল, অনেকটা স্বগতোক্তির সুরে সে বলল, 'হবে। ভার্গলি-র।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলে চেয়ারে হেলান দিল বার্চ, সুরার আমেজ উপভোগ করছে। 'আশ্চর্য! শীলা বার্ডকে দেখলাম সন্ধের বেলায় লিভারি স্ট্যাবলের ঘোড়ায় চেপে বাইরে যাচ্ছে। মনে হল, সময়টা বেড়াবার উপযোগী না। ঠিক কিনা?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল ফ্র্যাংক। আড়চোখে রেডের দিকে তাকিয়ে বার্চ বোঝার চেষ্টা করল তার গল্প কদর পাচ্ছে কিনা। রেডও মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

'তাই ডাক্তার পারকিনসন না-বেরোন অবধি অপেক্ষা করলাম আমি, তারপর সোজা গিয়ে ঢুকে পড়লাম শীলার বাড়িতে।'

'ঢুকে পড়লে?' প্রতিধ্বনি করল রেড।

ধূর্ত হাসল বার্চ। 'বেশির ভাগ লোকেরই একটা চাবি থাকে

boighar.com

দরজার। আমি অনুমান করে নিলাম, শীলা নিশ্চয় তার-টা নিয়ে গেছে। সুতরাং খিড়কি খোলা রেখেই বেরোতে হবে ডাক্তারকে।' বাতাসে হাত খেলাল স্যালুন মালিক। 'তো গিয়ে দেখি, কালি মরে পড়ে আছে।'

ফ্র্যাংক বলল, 'ক্রু নিশ্চয় ফেরেনি এখনো?'

'ফেরেনি,' বার্চ জানাল।

ফ্র্যাংক একটা চক্কর মারল ঘরের ভেতর, বার্চের চেয়ারের সামনে এসে থামল। 'কিছু খেয়েছ, বার্চ?'

'না, ধন্যবাদ। লাগবে না। তবে তোমার ওই বিষ আরেকবার চাখব।'

'স্বচ্ছন্দে,' ফ্র্যাংক দিলদরিয়া। 'রাতটা বরং এখানেই থেকে যাও।'

রাজি হল না বার্চ, একচুমুকে সাবাড় করল অনেকটা উ্যাইস্কি, উঠে পড়ল।

অন্ধকারে ওকে মিলিয়ে যেতে দেখল ওরা। খানিক বাদে ফ্র্যাংক বলল, 'যাই, ভার্গকে খবরটা দিতে হয়।'

সঙ্গে সঙ্গে মুখ খুলল না রেড। তবে যখন খুলল, তার কথা প্রথমে প্রাসঙ্গিক মনে হল না। 'শীলা কাকে খবর দিতে গেছে, ফ্র্যাংক?'

প্রশ্নটা বুঝতে একটু সময় নিল ফ্র্যাংক আইভি, বলল, 'বোধহয় সুসানাকে।'

'সয়্যারকে হবার সম্ভাবনা আরো বেশি,' ভিন্নমত পোষণ করল রেড।

বইঘর.কম

সম্ভাবনাটা বিবেচনা করল ফ্র্যাংক, রাগত সুরে বলল, 'তাহলে ভার্গকে এখনই পালাতে বলতে হয়।' পা বাড়াল বাংকহাউসের দিকে।

'দাঁড়াও, ফ্র্যাংক!' পিছু ডাকল রেড, নতুন মনিবের পাশাপাশি হল। জানালার আধো-আলোয় রেডের মুখখানা দেখতে পায় ফ্র্যাংক, চকচক করছে।

'লেন সয়্যারকে তুমি সত্যিই খুন করতে চাও?' নিচু গলায় জানতে চাইল সে।

'আলবত,' সংক্ষেপে বলল ফ্র্যাংক।

'মনে কর ওকে পেয়ে গেছ মুঠোয়,' রেড বলল, তারপর ফ্র্যাংকের জবাব না-পেয়ে ব্যাখ্যা করল, 'আমরা যদি কালির কথা ভার্গকে জানাই এখন, লেন সয়্যারের নাগাল ফসকে পালাতে পারবে সে, ঠিক কিনা?' ফ্র্যাংক মাথা ঝাঁকাল, রেড বলে চলল, 'ধর সকালের আগে ভার্গকে কিছু বললাম না আমরা, তাহলে?'

'ট্র্যাক করে সয়্যার ধরে ফেলবে ওকে, এবং খুন করবে।'

'আর আমরা যদি ভার্গকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে পারি যেখানে আমাদের লোক আছে, অনায়াসে সয়্যারকে খতম করতে পারব আমরা।'

নিকষ অন্ধকারেও ফ্র্যাংকের দাঁত দেখা যায়। রেড নীরবতা বজায় রাখে। ফ্র্যাংকই বলল শেষমেষ, সবাই জানবে, 'গান ফাইটে মরেছে ওরা, ঠিক?'

'ঠিক,' রেড ঘোষণা করল। 'ও আমার, ফ্র্যাংক।'

'বেশ।'

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

boighar.com

সেবার কটি ভাল বই

বসতি (ও-২৬) রওশন জামিল

রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ থেমে গিয়েছে, ঘরে ফিরছে লোকজন। ভাগ্যের খোঁজে পুবের মানুষ যাচ্ছে পশ্চিমে। ওসমান পরিবার এখন পুরোপুরি ওয়েস্টার্ন। মায়ের নির্দেশে দুভাই, অ্যানজেল আর ও'নীল, টেনেসি থেকে রওনা হয়েছে রকি পর্বতমালার দিকে—ওসমান পরিবারের তৃতীয় কাহিনী। পশ্চিমে কীভাবে বসতি গড়ে উঠেছিল তার আরেকটি চালচিত্র।

WWW.BOIGHAR.COM

থ্যাংক ইউ, জীভস (অনু-৭৪) খোন্দকার আলী আশরাফ

ধনীর দুলাল, অকর্মার ঢেঁকি বাট্রাম উস্টারের পরিচারকের (ভ্যালে) নাম জীভস। বহু মারাত্মক বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছে উস্টার এই জীভসের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কল্যাণে। সেই সব ঘটনার ব্যঙ্গ রসাত্মক বর্ণনা আপনাকে মাঝে মাঝেই হো হো করে হেসে উঠতে বাধ্য করবে—অতি গম্ভীর ব্যক্তিও হাসি চাপতে পারবেন না এ-বই পড়তে নিয়ে।